মেঘনাথ

[সচিত্র সামাজিক পঞ্চাঙ্ক দৃশ্যকাব্য]

(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)

বাঙলার সপ্তদশ শতাব্দির সামাজিক—নৈতিক—

আধ্যাত্মিক অবস্থার বিচিত্র চিত্র।



"বসুমতী"র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক

— ও —

নাটককার

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে-প্রণীত



ইষ্টার্ণ ল-হাউস,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

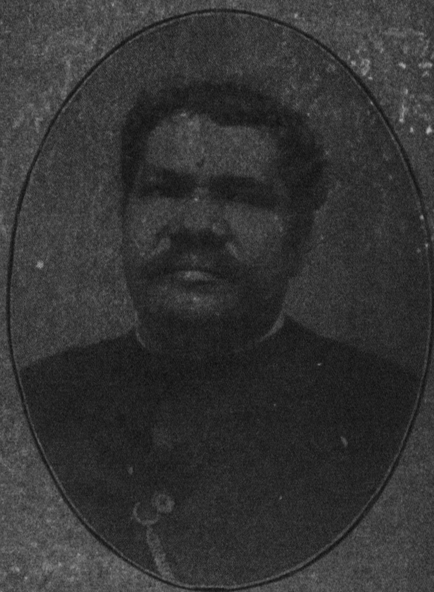


সন ১৩৩৭ সাল

Published by
Narendra Nath Dey,
18, Brindabun Bysack St.,
Calcutta.



Printed by **G. B. Dey,**
at the
Oriental Printing Works,
18, Brindabun Bysack St.,
Calcutta.



গ্রন্থকার।

উৎসর্গ



"নাট্য-নিকেতন" প্রতিষ্ঠাতা সুহৃদ্বর

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ

মহাশয়ের করে

প্রীতির নিদর্শন

এই "মেঘনাথ" নাটক

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার

বিজ্ঞপ্তি

দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে মনোমোহনে অভিনীত "মেঘনাথ" নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এই নাটকখানির প্রযোজনার ভার লওয়ায় বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের প্রফেসার সাহিত্যসেবী শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্, এ, মহোদয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই নাটকখানি সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়াছেন। আর স্বনামখ্যাত কবি ও "নাচঘর" সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের সুললিত চারিখানি গান এবং আমার কনিষ্ঠ মাতুল ডাক্তার শ্রীভবানীচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত ভাবপ্রবণ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গানগুলি সন্নিবেশিত করিয়া নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে ত্রুটি করি নাই। এ কারণ ইহাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

অবশেষে নিবেদন, এই নাটকখানি সাধারণে আদৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা।
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭। } গ্রন্থকার।



স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের প্রফেসার

সাহিত্যসেবী শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম, এ

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষ।

মেঘনাথ	...	...	জনৈক দস্যুদলের সর্দ্দার।
গিরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়		...	হাড়গ্রামের জমিদার।
ভবনাথ } ব্রজনাথ }	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
রাজীবলোচন	...	...	নাসিক গ্রামের জমিদার।
হামিদউল্লা	...	...	ঐ পোষিত দস্যুসর্দ্দার।
শ্যামাদাস	...	...	মেঘনাথের শ্বশুর।
জগা পাগলা	...	...	সংসার বিরাগী সাধু পুরুষ।
দেলদার	...	...	জনৈক বদমায়েস।
মেধো } যেদো }	...	...	দস্যুদ্বয়।
খোকা	...	...	রাজীবের পুত্র।
লালমাধব	...	...	স্থূ ব্রাহ্মণ।
দীন ঠাকুর	...	...	আচার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ।
রামকান্ত	...	...	সম্ভ্রান্তলোক।
কৃষ্ণহরি	...	...	ঐ কর্ম্মচারী।
ভজা	...	...	ঐ ভৃত্য।

রাজীবের মোসাহেবগণ, পাইকগণ, প্রজাগণ, প্রতিবেশীগণ, বালকগণ, তরুণসজ্ঘ ইত্যাদি।

স্ত্রী ।

নবদুর্গা	...	...	মেঘনাথের স্ত্রী ।
তুলসী	...	...	ঐ শাশুড়ী ।
অন্নপূর্ণা	...	...	রাজীবের স্ত্রী
চমি	...	...	শয়তানি ।
পাঁচির মা	...	...	প্রতিবেশিনী ।
রাইমণি	...	...	দীনঠাকুরের স্ত্রী ।

জনৈক ভৈরবী ।

পরিচারিকাগণ, নর্ত্তকীগণ, সাঁওতাল রমণীগণ,
ভৈরবীর সঙ্গিনীগণ ইত্যাদি ।

মেঘনাথ

বুধবার ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৭,

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

সংগঠনকারীগণ।

নাট্যাচার্য্য ও অধ্যক্ষ	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
শিক্ষক	...	ঐ ও শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীত শিক্ষক ও হারমোনিয়ম বাদক		শ্রীচারুচন্দ্র শীল।
বংশীবাদক	...	শ্রীসুধীরকুমার দাস।
নৃত্য শিক্ষক	...	শ্রীব্রজবল্লভ পাল।
সঙ্গতি	...	শ্রীবনবিহারী পান।
স্মারক	...	শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল।
আলোক শিল্পী	...	শ্রীবিভূতি ভূষণ রায়।
রঙ্গপঠাধ্যক্ষ	...	শ্রীনারানচন্দ্র তা।
সজ্জাকর	...	শ্রীবিভূতি ভূষণ দে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়।

মেঘনাথ

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র পাত্রীগণ।

গিরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।
মেঘনাথ	শ্রীভুমেন রায় (এমেচার)।
ভবনাথ	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
ব্রজনাথ	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত।
রাজীবলোচন	শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ।
জগা পাগ্‌লা	শ্রীসন্তোষকুমার দাস।
শ্যামদাস	শ্রীললিতমোহন মিত্র।
রামকান্ত	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
কৃষ্ণহরি	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
লালমাধব	শ্রীহরিদাস ঘোষ।
দীন ঠাকুর	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
হামিদউল্লা	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
দেলদার	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
ভজা	শ্রীকালীপদ গুপ্ত।
মোসাহেবগণ	শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকালীপদ গোস্বামী। শ্রীকালীপদ গুপ্ত। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মেধো	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক রায়।
যেদো	শ্রীপশুপতি সামন্ত।

মেঘনাথ

মীর মহম্মদ	... ...	শ্রীটুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
মদন	... ...	শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সিধু	... ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
হলধর	... ...	শ্রীনিরাপদ শীল।
খোকা	... ...	শ্রীমতী জ্যোতিকণা।
নবদুর্গা	... ...	শ্রীমতী নিভাননী।
অন্নপূর্ণা	... ...	শ্রীমতী আশালতা।
ভৈরবী	... ...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (খেঁদি)
চমি	... ...	শ্রীমতী নিরুপমা।
তুলসী	... ...	শ্রীমতী অন্নদাময়ী।
পাঁচির মা	... ...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (পচি)।
রাইমণি	... ...	শ্রীমতী গিরিবালা।
সাঁওতাল রমণীগণ	...	শ্রীমতী শেফালিকা। শ্রীমতী গিরিবালা। শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীমতী কমলাবালা। শ্রীমতী চারুবালা। শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা। শ্রীমতী মণিবালা। শ্রীমতী ষোড়শীবালা। শ্রীমতী নীহারবালা (ছোট)। শ্রীমতী উমাশশী, শ্রীমতী স্নেহলতা ইত্যাদি।

মেঘনাথ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মেঘনাথের কুটীর।

মেঘনাথ ও নবদুর্গা।

নব। হ্যাঁগা, এত ফলমূল কেন গা ?

মেঘা। কাল যে অমাবস্যে, মা'র পূজো।

নব। এত ফলমূল কি হবে ?

মেঘা। তোর কি কোন কথা মনে থাকে না ? আমাদের সর্দ্দার মারা গেছে তা'ত জানিস্। গেল অমাবস্যেয় মা'র কাছে দলের লোক সকলেই আমাকেই সর্দ্দার বোলে মেনে নিয়েছে, সবাইকে ত মা'র পেসাদ দিতে হবে।

নব। সর্দ্দার হ'য়ে তোমার লাভ কি ?

মেঘা। আমার হুকুম মত সবাই কাজ কর্‌বে।

নব। তোমার হুকুম মত কি কাজ কর্‌বে ?

মেঘা। কেন? সর্দ্দারের হুকুমে আগে যে যে কাজ কর্‌তো এখনও সেই সেই কাজ কর্‌বে।

নব। সে কি কাজ?

মেঘা। সে কথা শুনে তোর কি দরকার!

নব। তোমার বলতে যদি বাধা থাকে, কাজ নেই।

(অশ্রুমোচন)

মেঘা। নব! আজ এই আনন্দের দিনে, তোর চোখে জল কেন? এত দিন আমার পেটের ভাবনা ছিল, সর্দ্দারের হাত তোলায় ছিলুম, এখন থেকে আমিই হলুম সর্দ্দার। আর পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না,—কোন অভাবই আর থাক্‌বে না, তুই কি না এমন দিনে চোখের জল ফেলতে বস্‌লি? নে, ফলমূলগুলো গুছিয়ে রাখ্।

নব। আমায় লুকুচ্ছো কেন? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় লুকিও না। আমায় বল্লে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। বল, বল তোমার পায়ে পড়ি আমায় বল, ওরা কি কাজ কর্‌তো বল? আর সেই সেই কাজ কর্‌তেই কি তুমি হুকুম দেবে?

মেঘা। তুই কিছু শুনেছিস্ নাকি?

নব। শুনেছি।

মেঘা। কি শুনেছিস্?

নব। সামান্যি পয়সার জন্যে, পোড়া পেটের জন্যে, ঘরে আগুন দিতে, পুড়িয়ে মারতে, মার-ধোর খুন কর্‌তে

যাদের পরাণে একটুও কষ্ট হয় না, তুমি তাদের সর্দ্দার হ'য়েছ। সর্দ্দার হওয়া অম্নি নয়, যত পাপের বোঝা তোমার ঘাড়েই চাপবে, তা তুমি একবারও ভেবে দেখেছ কি? সর্দ্দার হ'য়েছ বোলে আহ্লাদে আটখানা হ'য়েছ।

মেঘা। নব! এ সব কথা তোকে কে বল্লে? কার কাছে শুন্লি?

নব। আগে হাত পা ধোও, ঠাণ্ডা হও, তারপর বলছি।

(মেঘনাথের প্রস্থান)

(করযোড়ে) মা কাত্যায়নি! সোয়ামীর মন ফিরিয়ে দাও মা! শুনেছি সোয়ামীর পাপ পুণ্যের ভাগী স্ত্রী! কি ভয়ানক! ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! ছার টাকার জন্যে যা'রা মানুষকে খুন করে, ঘর-দোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, তাদের সর্দ্দার যে তুমি, তা আমি জানতুম না। দুর্গতি-নাশিনী মা! রক্ষে কর মা!

[গীত গাহিতে গাহিতে ভিখারী বালকের প্রবেশ]

ভিঃ বালক। গীত

আয় মা, আয় মা।
কি দিব তোর উপমা;
তুই মা ক্ষুধার অন্ন তৃষার জল,
স্নেহে গড়া প্রতিমা।
সন্তানের চোখের জলে,
মার প্রাণ সদাই গলে,

ত্বরা আসি নে মা কোলে,
স্বরগের সুষমা।

নব। হঁ্যাগা বাছা, তুমি এ গানটী কোথায় শিখলে গা? কে শেখালে গা?

ভিঃ বালক। দাদা শিখিয়েছে।

নব। হঁ্যাগা বাছা, বলি, তোমার বাপ-মা আছে?

ভিঃ বালক। না মা! আমার মা-বাবাকে ডাকাতে কেটে ফেলেছে।

নব। আহা বাছারে! তোমার মা-বাবাকে ডাকাতে কেটে ফেলেছে! কেন কাটলে বাছা?

ভিঃ বালক। আমাদের অনেক টাকা দেখে বাড়ীতে ডাকাত পড়েছেল। আমি তখন খুব ছোট। দাদা আমায় কোলে ক'রে খিড়কী দিয়ে পালিয়ে যায়, তাই রক্ষে পেয়েছি। ডাকাতরা মা-বাবাকে কেটে লুট পাট ক'রে সব নিয়ে গেছে।

নব। আহা বাছারে! তাদের কাটতেও মায়া হ'ল না! তোমাদের এখন ভারি কষ্ট, না বাছা?

ভিঃ বালক। কষ্ট বই কি মা!

নব। (চাউল ও পয়সা প্রদান) তুমি বাছা এখানে মাঝে মাঝে এসো।

ভিঃ বালক। জয় হোক মা।

(প্রস্থান)

নব। ডাকাতগুলোর একটুও মায়া দয়া নেই।

(মেঘনাথের প্রবেশ)

মেঘা। কে গান গাচ্ছিল ?

নব। একটী ছেলে।

মেঘা। কোথা থেকে এলো ?

নব। ভিক্ষে কর্‌তে এসেছিল। ওর বাপ-মাকে ডাকাতে কেটে ফেলে সব লুটে নিয়ে গেছে। এখন খেতে না পেয়ে ভিক্ষে কর্‌ছে।

মেঘা। ভিক্ষে কর্‌ছে !

নব। ভদ্দর ঘরের ছেলে চুরি ডাকাতি কর্‌তে পারে না, তাই ভিক্ষে কর্‌ছে।

মেঘা। ভদ্দর ঘরের ছেলে ব'লে নয় নব। চুরি ডাকাতি কর্‌তে সাহসে কুলোয় না, তাই ভিক্ষে কর্‌ছে।

নব। ও কথা বোলো না। আমরা বাগ্দী, ছোট জাত, আমরা ঐ রকমই ভাববো। ভদ্দর ঘরের ছেলেরা পরের কাছে মেগে খাবে, তবু চুরি ডাকাতি কর্‌তে যাবে না।

মেঘা। এঁ্যা ; এমন না কি ! তুই এ সব কোথা জান্‌লি !

নব। গুরুদেবের কাছ থেকে।

মেঘা। তাইত রে নব ! তুই আমায় ভাবিয়ে তুল্লি ! গুরুদেব গেলেন কোথা ?

নব। চলে গেলেন, রইলেন না। হাত পাও ধুলেন না।

মেঘা। মা কোথা ! কিছু বল্লেন না ?

নব। মা আমার অনেক কোরে বল্লেন, কারো কথা শুনলেন না।

মেঘা। কোন অনেয্য কথা বলিস্‌নি ত?

নব। না। তিনি কিছুই খেলেন না। যাবার সময় বোলে গেলেন,—যে ডাকাতের সর্দ্দার, তা'র বাড়ী হাত পা ধুই না জল স্পর্শ করি না। যেমন এসেছিলেন, তেমনি চোলে গেলেন। তাঁর সেবা করতে পেলুম না, চিরকাল অপরাধী হ'য়ে রইলুম্‌। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ও পাপ কাজ ছেড়ে দাও।

মেঘা। নব! সর্দ্দারি ছাড়তে পারি, খাব কি? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

নব। কে কা'কে খাওয়ায়, কে কা'কে পরায়, কাক পক্ষীকে খাওয়াচ্ছেন যিনি, তিনি যেমন দেবেন তেমনিই খাবো, যেমন দেবেন তেমনই পর্‌বো। পোড়া পেটের জন্যে খুন খারাবি কর্‌তে হবে?

মেঘা। মা কাত্যায়নী কি আমাদের খেতে দেবেন, না পর্‌তে দেবেন? নব! আমরা যে গরীব, গরীবের কেউ নেই।

নব। কে তোমায় বল্লে গরীবের কেউ নেই? গরীব ছেলের ওপরেই মা'র নজর বেশী। মা যে গরীব ছাড়া থাকেন না।

মেঘা। নব! আমার জন্যে আমি ভাবি নি, ভাবনা তোর জন্যে। তুই সুখী হোলেই আমি সুখী, আর তুই যদি এক মুঠো ভাতের জন্যে উপোস দিস্‌, তাতে কি আমি সুখী হ'তে পার্‌বো। সর্দ্দারি কাজ এখনই ছাড়তে পারি, কিন্তু নব! তোর জন্যে পারি কৈ বল্‌?

নব। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ও পাপ কাজ ছেড়ে দাও, আমার জন্যে তোমায় ও কাজ কর্‌তে দোবো না।

মেঘা। সত্যি বল্‌ছিস্‌ নব, সত্যি বল্‌ছিস্‌ ?

নব। হ্যাঁ সত্যি বল্‌ছি।

মেঘা। তাইত নব, হাতের অন্ন ছেড়ে দোবো !

নব। আমার জন্যে এখনও ভাবছ ! পরের দুঃখ একবারও ভাবছ না, পরকে কষ্ট দিয়ে যে আমায় সুখী কর্‌তে চাচ্ছ, সে সুখ আমি চাই না।

মেঘা। তুই ত চাচ্ছিস্‌নি নব, আমার মন বোঝে কৈ ?

নব। না বোঝে বুঝিয়ে দোবো !

মেঘা। কি ক'রে বোঝাবি নব ?

নব। ম'রে !

মেঘা। তুই মরবি নব, তুই মরবি ?

নব। আমি ম'লেই আপদ বালাই চুকে যায়।

মেঘা। দেখ নব ! তোর কথায় সব ছাড়তে পারি, সব সইতে পারি ; তবে হঠাৎ ছেড়ে দিলে ভয় আছে।

নব। ভয় ! কিসের ভয় ! তোমায় কেউ কিছু ব'লবে না কি ? মার ধর কর্‌বে না কি ?

মেঘা। মারের ভয় নয়, তোর প্রাণের ভয়।

নব। আমায় মারবে মারুকগে। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এক রকম নেই বল্লেই হয় ; বছরে এক আধ দিন দেখা হয়। তবে আমার বাপ-মা'র মনে—ভারি কষ্ট হবে,

সেও দু-এক দিনের জন্যে। আমার জন্যে ভেবো না, মরণ ত এক দিন হ'বেই ;

মেঘা। তা ত হ'বে, তবে আমার মুখে চুণ কালি প'ড়বে। সকলে বলবে, মেঘা সর্দ্দার নামেই সর্দ্দার, সে নিজের স্ত্রীকে রক্ষে কর্‌তে পার্‌লে না।

নব। তবে তুমি আমার কথা রাখবে না? দল ছাড়বে না?

মেঘা। তাই ভাবছি, কি করি!

নব। এতই যদি ভাবনা, তবে এ পাপ গ্রাম থেকে স'রে গিয়ে মাকে নিয়ে বাবার কাছে যাইনা কেন?

মেঘা। নব! তুই ঠিক বলেছিস্। তা হলে সব দিকই বজায় থাকবে।

নব। বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে সর্দ্দারি ছেড়ে দেবে ত?

মেঘা। সর্দ্দারি ছাড়বো কেন?

নব। তবে কি ছাড়বে?

মেঘা। ডাকাতি ছাড়বো, যে জন্যে ভয় পাচ্ছিস্, যাতে পাপের বোঝা ভারি হ'বে, সে পাপ কাজ ছেড়ে দোবো।

নব। দলের লোক যদি তোমার কথা না শুনে ডাকাতি করে, লুটপাট করে, তা'হলে—?

মেঘা। তা'হলে দল ছেড়ে দিয়ে তা'র শোধ তুলবো। কেমন নব, এতে তোর মত আছে ত?

নব। আমি মেয়ে মানুষ কি বুঝি যে ব'লবো। তবে ভাল পথে থেকে যাতে সুখে দিন কাটে, মা কাত্যায়নী যেন এই মতি দেন। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাত্যায়নীর মন্দির।

অমাবস্যা—রজনী দ্বিপ্রহর।

মেধো।

মেধো। মা কাত্যায়নি! বল দে মা! বিষম দায়ে পড়েছি! এক দিকে জিত আর এক দিকে হার! জিতলে টাকার গাদা, ধন, দৌলত, সোনা, দানা, আর হারলে একেবারে সর্ব্বনাশ! এখন তুই ছাড়া আর আমার গতি নেই! বল দে মা বল দে, যেন মেঘার দর্প চূর্ণ কর্‌তে পারি।

(যেদোর প্রবেশ)

ভ্যালারে মোর ভাইরে, বড় তাগ্ বুঝে এসেছিস্। মেঘা শালা—

যেদো। চুপ্, মেঘা শুনতে পাবে।

মেধো। শুন্‌লে ত বড় বয়েই গেল।

যেদো। বয়ে গেল বড় নয়।

মেধো। আমি মেঘাকে ভয় করি নাকি?

যেদো। মেঘাকে ভয় করে না কে, এমন লোক ত দেখতে পাই নে।

মেধো। ইস্, বলিস্ কি? তুই ভয় করিস্ বুঝি?

যেদো। আমি ত আমি,আমার বাবার বাবা চোদ্দ পুরুষ ভয় করে।

মেধো। বটে রে, তোর মিথ্যে কথা।

যেদো। না মানিস্, না মানবি, খুব শিগ্‌গীর যেদোর কথা ঠিক কি না বুঝতে পারবি।

মেধো। যে ভয় করে করুক, আমি কিন্তু মেঘাকে এক দিন দেখে নোবো।

যেদো। কেন, মেঘার ওপর এত রাগ কেন? মেঘা তোর কি ক'রেছে?

মেধো। কিছু না করলে কি রাগ হ'তে নেই?

যেদো। মিছিমিছি মেঘার ওপর রাগ কেন হবে?

মেধো। মিছি মিছি আর কি! যাকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, হাতে ক'রে লাঠি খেলা শিখিয়েছি, সে যদি আমাদের টোপকে যায়, তা'র ওপর রাগ হয় কি না?

যেদো। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ওঃ! তাই?

মেধো। তাই মাই কিছু বুঝিনি, বাগে পেলে মেঘাকে একদিন নোবোই নোবো।

যেদো। ছিঃ! এর জন্যে মেঘার ওপর রাগ করা ভারি অন্যায়। তুইও মেঘার মত হ'না কেন?

মেধো। ওটা ত খোসামুদে রামপেসাদে, ওর পদার্থ আছে কি?

যেদো। ও কথা বলিস্‌নি, লোকে শুনলে গায়ে থুতু দেবে।

মেধো। যে যা পারে করবে, আমি কা'রও ধার ধারিনি।

যেদো। দেখ্ মেধো, খেলা শিখতে গেলে, কাজ আদায় করতে গেলে, একটু আধটু খোসামোদ না করলে হয় না।

মেধো। তুই দেখছি মেঘার খোসামুদে।

যেদো। যা বলিস্ বল্, মেঘার কথা একবার ভেবে দেখ্ দেখি, ও কি, আর আমরা কি? আমরা এত বচ্ছর ধোরে এই দলে ঘুরে কি শিখেছি; মেঘার তুলনায় কিছুই নয়। আর মেঘা, এই অল্পদিনেই কি রকম শিখে ফেলেছে, তা'ত দেখতে পাচ্ছিস্।

মেধো। দলের লোকগুলোও এক চোখো। তা না হলে আমরা থাকতে মেঘা না হ'লে তাদের চলে না। শালারা পাজীর পাজী, পাঝাড়া।

যেদো। তোর মুখে যা আস্ছে, তাই যে বলছিস্। আমার কাছে যা বল্লি তা বল্লি, দলের লোকের কাছে ও কথা বল্লে একটা দাঙ্গা বেঁধে যাবে।

মেধো। কেন, আমি কিছু অন্যায় বলেছি না কি? ওরা জানে কি, বোঝে কি?

যেদো। আমরা এ দলে এতদিন ঘুর্‌ছি ফির্‌ছি বোলে গুমোর কচ্ছিস্, তাতে হয়েছে কি? মেঘার কথা শোন্, মেঘা ওস্তাদজীকে দেবতার মত ভক্তি করত, প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতো, ওস্তাদজী যা' ব'লতো মেঘা হাসি মুখে তাই কর্‌তো। জল তোলা, বাসন মাজা, হাত পা টিপে দেওয়া, আরও কত কাজ কর্‌তো, আমরা কাজের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতুম। ওস্তাদজীও মেঘাকে হাতে ক'রে গ'ড়ে তুলেছিল, পরাণ দিয়ে

খেলা শিখিয়েছিল। মেঘার সঙ্গে আমাদের তুলনা? মেঘা বাস্তবিক লোকটা ভাল, মনটাও সরল, মেঘার এত গুণ; সে মেঘাকে সকলে ভালবাসবে না—ত' কি আমাদের ভালবাসবে?

মেধো। সব ঠিক, সব বুঝলুম্, মেঘা খুব ভাল তাও বুঝলুম্, তবু মেঘার ওপর আমার রাগ।

যেদো। রাগ না যায়, লাগতে গেলে তুই-ই মর্‌বি।

মেধো। তবে তুইও আমার দলে আস্‌বিনি! মেঘার খোসামুদে হ'য়েই থাকবি?

যেদো। খোসামোদ কর্‌তে যাবো কেন?

মেধো। ঐ ত কথা,—ঐটেই তুই বুঝতে পারছিস্‌নি।

যেদো। কি বুঝতে পারছিনি বল্ দেখি?

মেধো। ওস্তাদজী মেঘাকে আমাদের মাথার মণি করেছেল, মেঘার কথাই মানতে বলে গিয়েছেল, এখন তুইত তুই তোর ঘাড়কে মেঘার কথা শুনতে হ'বে, মেঘার কথায় চল্‌তে হবে, ফির্‌তে হবে,—তা ঠিক কি না?

যেদো। হ্যাঁ, একথা ঠিক বলেছিস্, আমি এতদিন তা' তলিয়ে দেখিনি।

মেধো। এইবার বাছাধন বুঝলি ত?

যেদো। বেশ বুঝেছি।

মেধো। তবে উপায় কর্!

যেদো। উপায় তোর হাতে। আমার কথা কেউ মানবে না

সবাই ছেঁটে ফেলে দেবে। তুই হচ্ছিস্ পালের গোদা, তুই সবাইকে বুঝিয়ে বল্লে, একেবারে আগুন ছুটে যাবে ; মেঘা ত' মেঘা, ও রকম সাতটা মেঘা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মেধো। তুই ঠিক বলেছিস্। সে দিনের এক ফোঁটা ছেলে, যাকে আমরা হাতে ক'রে মানুষ কর্‌লুম্, সে আমাদের মাথায় যে চ'ড়বে, না কখন হ'তে দোবো না। মরি সেও ভাল, তবু মেঘাকে মাথা তুলতে দোবো না। ও মেঘা বেটা দলে থাকতে আমাদের কোন কাজই হাসিল হবে না।

যেদো। এ কথাটা তুই ঠিক বলেছিস্। মেঘা আজ কাল যেন কি রকম হ'য়ে গেছে, ধম্ম ধম্ম ক'রে সব দিক মাটি করে দিচ্ছে। গিরীশ বাবুর বাড়ী লুট পাট সবই ঠিক হ'য়ে গেছলো, ঐ মেঘা বেটাই যত গোল বাঁধালে ঐ এক খানা বাড়ী লুট কর্‌লে ব্যস্,টাকার গাদারে দাদা, টাকার গাদা।

(নেপথ্যে—দস্যু-অনুচরগণের গীত)

মেধো। ঐ শালারা আস্‌ছে।

(গাহিতে গাহিতে দস্যুগণের প্রবেশ)

গীত

জয় মা কালী, জয় মা কালী !
আমরা তোমার দামাল চ্যালা, ভিজিয়ে ধরা রক্ত ঢালি !

খুনের নেশায় মাতাল হ'য়ে
যায় আমাদের জীবন ব'য়ে
প্রাণ দিয়ে তাই প্রাণ বিলিয়ে, দু হাতে দি করতালি !
চাই না হ'তে লক্ষ্মী ছেলে,
ছুটবো ক্ষেপে পাহাড় ঠেলে,
লাথির চোটে ফাটিয়ে মাটি, অট্টহাসে নাচ্‌ব খালি !

(গীতান্তে কাত্যায়নীকে প্রণাম ও সমস্বরে "জয় মা কালী" ৩ বার)

মেধো। এস, এস, ভাই সকল এস।

যেদো। এখন আমি আসি।

মেধো। যাস্ কোথা ?

যেদো। একটু কাজ সেরেই আস্‌ছি, যাবো আর আস্‌বো।

(প্রস্থান)

মেধো। ভাই সব, আজ আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব হারিয়েছি, ওস্তাদজী আমাদের চিরদিনের জন্যে ছেড়ে গেছে। ওস্তাদজী মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হাত পা ভেঙ্গে গেছে, আমরা এক রকম মরে গেছি ! এ সময় তোরাই আমাদের বল, ভরসা, সব। এই মেধো যেদোর বিক্রম দেখে ওস্তাদজী কত খুসী হ'তো তা তোরা দেখেছিস্ ! আমরাই যে ওস্তাদজীর ডান হাত ছিলুম, তাও তোরা অমান্যি কর্‌তে পার্‌বিনি। কিন্তু তোদের ভরসা না পেলে আমরা কি কর্‌তে পারি !

তাই তোদের ডাকিয়েছি। গিরীন বাবুর বাড়ী লুট করবার কি মত্ কর্‌লি ?

১ম। মোরা কি কইব কর্ত্তা। ওস্তাদজী মেঘাকে মোদের সর্দ্দার ক'রে দেছেন কর্ত্তা। সে যা কইবে তাই মোরা কর্‌বে।

মেধো। তোরা আমাকে অবাক্ করে দিলি যেরে ? এঁ্যা !

১ম। অবাক্ কি কর্‌লাম্ কর্ত্তা, অবাক্ কি কর্‌লাম্ !

মেধো। আমি যে, দলে থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম্, ওস্তাদজীর এতটা ভালবাসা পেলুম্, সে সবই কি মিছে হ'য়ে গেল ? তোরা কি সে সব কথা ভুলে গেলি ?

২য়। ভুলবো ক্যানে কর্ত্তা, ভুলবো ক্যানে ? ওস্তাদজী কা'কে কি ক'রে গেছেন্ কাকে কি নজরে দ্যাখ্‌তেন্ তা মগ্‌লোগ্ জানি বই কি কর্ত্তা !

মেধো। (স্বগত) বেটারা বড্ড ঝানু। এদের আঁটবার যো নেই, সব জান্তা। আর একবার বেয়ে চেয়ে দেখি। (প্রকাশ্যে) দেখ্, তোরা আমায় ভাই। ভাইকে ভাই দেখবে না ত বাইরের লোক দেখবে ?

৩য়। ভ্যালা মোর দাদারে, বড় সাচ্চা কথা ক'য়েছ। ভাই ভাইয়ের ভাল দেখবে না ত কি মাগুর ভাই সুম্মুন্দি এসে দেখবে ?

মেধো। (স্বগত) অনেকটা ধাতে এসেছে। (প্রকাশ্যে) তবে ভাই সব, এস আমরাই একটা দল বেঁধে ফেলি।

৪র্থ। সর্দ্দারকে ডাক দিই ?

মেধো। আমাদের আবার সর্দ্দার কে ? আমিই ত এখন সর্দ্দার।

৫ম। তা লয় কর্ত্তা, তা লয়, মেঘা হামাদের সর্দ্দার।

মেধো। (স্বগত) এই শালারা মজিয়েছে। (প্রকাশ্যে) মেঘা নামেই সর্দ্দার।

৫ম। তা যদি কও কর্ত্তা, মেঘা সর্দ্দারই হামাদের সর্দ্দার, এই তো ওস্তাদজীরও হুকুম ছিল কর্ত্তা।

মেধো। তোদের শোন্‌বার ভুল হ'য়েছে।

(যেদোর প্রবেশ)

এই যেদোকে জিজ্ঞেস্ কর্।

যেদো। কি কথা ?

মেধো। (যেদোর গা টিপিয়া) বল্‌ত যেদো, ওস্তাদজী কা'কে সর্দ্দার ক'রে গেছে ?

যেদো। যে বড় তা'কে।

৫ম। ভ্যালা যেদোরে বড় সাঁচ্চা কথা ক'য়েছিস্।

যেদো। মধুদা সব দিকেই বড়, ঐ সর্দ্দার।

৫ম। বয়সে বড় মেধো, খেলায় বড় মেঘা, কোন্ সুমুন্দির পো এ কথা নাকচ্ কর্‌বা।

যেদো। দাদা বলে মানিস্ ত ?

৫ম। হ্যাঁ মানি।

মেধো। তবে চল্, দল বেঁধে গিরীন বাবুর বাড়ী লুট কর্ত্তে যাই চল্।

১ম। ওরে বাপ্‌রে !

মেধো। কেন, ওখানে বাঘ ভাল্লুক আছে নাকি ? অত ভয় কিসের ?

২য়। মেঘা সর্দ্দার ছাড়া মোরা যাবু নি।

মেধো। তবে মর্ শালারা, থাবি কি ? এক মুঠো তাও তোদের মুরোদ নেই ! তোদের আবার জেদ্ কিসের ?

৩য়। দ্যাখ্ কর্ত্তা, ছোট কথা বল্বান্ না, মোরাও বাক্যি জানি ও কথা ছাড়ান্ দাও।

মেধো। (গর্জ্জন করিয়া) বটেরে হারামজাদ, আমার ওপর কথা ! এখুনি এক একটার গলা টিপে দরিয়ায় চুবিয়ে দোবো। ঘুসিয়ে ঘুসিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো ! লাঠিয়ে লাঠিয়ে পাট ক'রে ফেল্বো !

৩য়। (হুঙ্কার দিয়া) তবে রে ! শালাকে বাঁধ্ ! শালার বড় বাড় বেড়েছে ! সুমুন্দির ছাওয়াল সুমুন্দি শিরে চড়েছে !

যেদো। তবে রে শালারা !

(লাঠি উত্তোলন)

২য়। ও তুই সুমুন্দির ছাওয়াল সুমুন্দিকে বাঁধ্।

(মেধোকে ও যেদোকে আক্রমণ)

(মেঘার প্রবেশ)

মেধো। সর্দ্দার, সর্দ্দার। আমাদের বাঁচা।

মেঘা। ছেড়ে দে ! ছেড়ে দে ! কি হয়েছে কি ?

যেদো। মেধো বল্‌ছে, গিরীন বাবুর বাড়ী লুট কর্‌তে। এরা তা'তে রাজী নয়।

মেঘা। তারপর ?

যেদো। তারপর যা হ'য়ে থাকে, বকাবকি, রাগারাগি, ধরাধরি। তুমি এসে না প'ড়লে এতক্ষণ রক্তগঙ্গা ব'য়ে যে'তো।

১ম। সর্দ্দার, সর্দ্দার ! তুই আমাদের সর্দ্দার। তোর বাক্যি সইব সর্দ্দার ! ওরা কে, ওরা আমাদের গাল দেবার কে ? সর্দ্দার তুই এর বিচার কর্।

মেঘা। মধু দা সবার চেয়ে বড়, দাদার দোষ দিতে নেই। নে, সবাই ওর পায়ের ধূলো নে।

২য়। তোর বাক্যি মান্যি কর্‌তে পারি সর্দ্দার ! তুই যদি—আমাদের বাক্যি রাখিস্।

মেঘা। কি কথা বল্ ? রাখবার হয় রাখবো।

২য়। তুই মোদের সঙ্গে থাক্‌বি সর্দ্দার।

মেঘা। ও পাপ কথা আমায় শোনাস্‌নি। সর্দ্দার গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও মরে গেছি।

৩য়। তা লয় সর্দ্দার, তা লয়। এক সর্দ্দার গেছে, এক সর্দ্দার মিলেছে, আমরা এই জানি।

মেঘা। আমি সর্দ্দার নই, ঝুটো সর্দ্দার।

৪র্থ। আমরা ছাড়বে না, আমরা ছাড়বে না—আমরা তোকে ছাড়বে না ! আমাদের সঙ্গে তোকে থাকতেই হবে, তোকে আমরা ছাড়বে না।

মেঘা। তোদের মধু দা, যদু দা থাকতে আমাকে কেন? আমায় ছেড়ে দে। আমি দলে থাকলে তোদের সুবিধে হবে না। চুরি ডাকাতি করে এ কাজ হঠাৎ ছাড়তে পারবি নি। তোদের স্বভাবই তোদের এ কাজ করাবে। আমি আর তোদের সর্দ্দার নই।

(কাত্যায়নী প্রণামান্তর প্রস্থান)

অনুচর সকলে। মেঘা সর্দ্দার সর্দ্দারি ছাড়লো, হায়, হায়, হামাদের কি করলো, কি করলো।

(মেঘা ও অনুচরগণের প্রস্থান)

মেধো। যেদো, মেঘা সত্যি সত্যি দল ছেড়ে দিলে! সে আর ফিরবে না। মেঘার প্রাণে সত্যি সত্যিই দাগা লেগেছে। সত্যি সত্যিই এ কাজে ঘেন্না জন্মেছে। আমরা দেখেও দেখিনি, ঠেকেও শিখিনি।

যেদো। এখন দেখ্, এখন শেখ্। যে মেঘাকে ছোট বোলে কত অগ্রাহ্যি করতুম, যে মেঘাকে সর্দ্দার করায় ওস্তাদজীর ওপর কত চোটেছিলুম, এখন সে মেঘা ত গেল, এখন বুকের পাটা বার্ কর্ দেখি, দল বজায় রাখ্ দেখি? শুধু মুখের বড়ায়ে কি কাজ হয়, দাদা? যাতে দল বজায় থাকে, এখন তার চেষ্টা দেখিগে চ।

মেধো। তাই যাই চ।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

সায়ংকাল-গ্রাম্যপথ ।

জগা পাগলা ।

জগা । গীত

দিনে দিন যায় রাতে রাত পোহায়,
দিনে রেতে তফাৎ কিসে ।
ওরে কালের স্রোতে ভেসে ভেসে,
মহাকালে গিয়ে মিশে ।
তুমি আমি তফাৎ বটে, ঘটে পটে তফাৎ রটে,
শেষে আগাগোড়া সবই মাটি, নাইক তফাৎ উনিশ বিশে ।

(মেঘনাথের প্রবেশ)

মেঘা । এ জংলা পথে কে গা তুমি ?

জগা । হাঃ হাঃ হাঃ ! আমি পাগল, দুনিয়ার বার, কেউ আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় না, আমার পানে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে না, মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেধে কইলে পাগল ব'লে সরে যায় । হাঃ হাঃ ! আচ্ছা, বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতরা আমায় পাগল বলে কেন ? সত্যিই কি আমার পা গোল ! আমার পা দুখানা ত তাদের মতনই চেপ্টা আর লম্বা । আমি যদি পাগল হই তবে তারাইবা কেন পাগল না হ'বে ! তবে দিন কেন না রাত হ'বে, রাত কেন না দিন হ'বে ! হাঃ হাঃ হাঃ !

মেঘা। তোমায় যে পাগল বলে সে নিজে পাগল।

জগা। কে তুই ? রোদে মাথার ঝিঁকুড় উড়ে যাচ্ছে, তেষ্টায় ছাতি ফাটছে, এমন ঠিক দুপুর রোদে দুষমন চেহারা নিয়ে কে তুই মাথার কাছে টিক্ টিক্ করতে এলি ?

মেঘা। এ বনের ভেতর সাঁঝের রাতে রোদ্দুর দেখ্ছ, এ কি রকম কথাবার্ত্তা তোমার ?

জগা। তুই বেটা অন্ধ, তোর চোখ থাক্তেও চোখ নেই, তাই তুই রাত্তির দেখছিস্, বন জঙ্গল দেখছিস্। বন জঙ্গল কিরে বেটা, বন জঙ্গল কি ? ওরা ত এক একটা প্রাণী। তুই বেটা যেমন, ওরাও তেমনি। তোর যেমন হাত পা আছে, ওদেরও তেমনি হাত পা আছে। তুই যেমন খাস্, ওরাও তেমনি খায়। তুই ভাবিস্ বন জঙ্গলগুলো অকেজো, ওদের দ্বারা কোন কাজ হয় না, খালি জায়গা জোড়া কোরে আছে।

মেঘা। বন জঙ্গলে আবার কি কাজ হয় ?

জগা। তুই বেটা নিজেকেই একটা মস্ত কাজের লোক ব'লে ঠাউরে রেখেছিস্। এই হাজার হাজার জীব, এদের কে বাঁচিয়ে রেখেছেরে বেটা। তোর যে এত বড় মুস্কো চেহারা, চারটে বাঘে খেতে পারে না, তুই বেটা কি খেয়ে বেঁচে আছিস্ তা জানিস্ ? ঐ গাছ পালা। তোদের বুদ্ধি হাঁ করা, একটু এদিক ওদিক হ'লে বিগড়ে যায়। এমন কি মানুষকে মানুষ ব'লে জ্ঞান থাকে না।

তোরা ভাবিস্, যারা টাকা পয়সা মান ইজ্জত পাবার জন্যে দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়, তারাই মানুষ; আর যারা তা চায় না, তারা অপদার্থ। তোরা তাদের অপদার্থ বল্‌বিই ত। যারা দুনিয়ার বাইরে থেকে বিমল আনন্দ ভোগ করে, তাদের কদর তোরা বুঝবি কি? সাধু সন্ন্যাসীর পরিচয় তোরা কি ক'রে জান্‌বিরে বেটা! হাঃ হাঃ হাঃ!

মেঘা। তুমি এই বনে হাস্‌ছ, খেল্‌ছ, তোমার কি ভয় ডর্ নেই?

জগা। কি বল্লি? ভয়, ডর্! তুই বেটা ডর্ কর্‌বি, তুই দুনিয়ার পূয রক্ত ঘাটা লোক, তোর প্রাণে ডর্ লাগবে, আমার কেন হবে রে বেটা? আমি ত দুনিয়ার বার। দুনিয়ার লোক আমাকে পাগল ব'লে ছেঁটে ফেলে দেছে, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি! যা'রা দুনিয়াকে চায়, দুনিয়াও তাদের চায়। এই দেখ্‌না বেটা, দুনিয়াতে কামিনী-কাঞ্চন ব'লে যে দুটো জিনিষ আছে, ঐ দুটো জিনিষই দুনিয়া মাৎ ক'রে রেখেছে। ঐ দুটো জিনিষ পাবার জন্যে চারদিকে হাঁউ হাঁউ কাঁউ কাঁউ লেগে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ! বক্‌ছি কা'র কাছে, শুন্‌ছে কে!

মেঘা। আমি সব শুন্‌ছি।

জগা। ওরে বেটা বুড়ো মিন্‌সে, তুই তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছিস্ তোর এখনও মিছে কথা, তুই সব শুন্‌ছিস্?

কি শুন্‌লি বল্‌ত ? তোর মাথা থাক্‌লে ত বুঝবি। তোর মাথায় আছে কি রে বেটা ? তা যদি তোর মাথায় থাক্‌তো, নিশ্চিন্দি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তিস্‌নি। দুনিয়ার উপকারে তোর মন ছুটতো।

(নেপথ্যে রমণীর আর্ত্তনাদ—"রক্ষা কর—রক্ষা কর" !)

ঐ শোন্‌ বেটা ঐ শোন্‌ ; কান পেতে শোন্‌। কামিনী-কাঞ্চনের জন্যে দুনিয়াতে কি ঘট্‌ছে শোন্‌। যা—যা পালা—পালা ! (প্রস্থান)

মেঘা। এ ত পাগল নয়, সাধু। সত্যিইত কে একজন মেয়েছেলে কেঁদে উঠলো, যাই দেখি !

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

গিরীন্দ্রমোহন ও ব্রজনাথ।

ব্রজ। বাবা, শুনেছেন ?

গিরীন্দ্র। কি ?

ব্রজ। মেঘনাথ-সর্দ্দার দল ছেড়ে গেছে।

গিরীন্দ্র। কেন ?

ব্রজ। শুনলে আপনি অবাক হ'য়ে যাবেন। ভগবান আমাদের

রক্ষা করেছেন। মেঘা দল ছেড়ে দেওয়ায়, আমরা রক্ষা পেয়ে গেছি।

গিরীন্দ্র। কেন রে ব্রজ, কিসে রক্ষা পেলি ?

ব্রজ। দলের লোকেরা আমাদের বাড়ী লুঠ কর্‌তে বলে; মেঘা তা'তে রাজী হয়নি।

গিরীন্দ্র। কেন ?

ব্রজ। কাত্যায়নীর পূজো ক'রে মেঘার মন ফিরে গেছে।

গিরীন্দ্র। মেধো, যেদো যে মেঘাকে অম্নি ছেড়ে দিলে ?

ব্রজ। কেন, মেঘার কি করবে ?

গিরীন্দ্র। তা ঠিক। ওরা মেঘার মহা শত্রু বটে, কিন্তু মেঘার সঙ্গে পারা বড় শক্ত। ও বেটারা সব বদমাস্, অত্যাচার ক'রে ক'রে শরীর নষ্ট ক'রে ফেলেছে। মেঘা ত ওদের মত বদমাস নয়, সে সংযমী—এক রকম সন্ন্যাসী, সংসারে থেকেও সংসারে নেই। তার বল অটুট আছে। তার সঙ্গে ওরা পারবে কেন ?

ব্রজ। মেঘাকে আনবার চেষ্টা কর্‌লে হয় না ?

গিরীন্দ্র। তা ত ভালই হয়। ওর মতন লোকই ত আমি খুঁজছি।

ব্রজ। কেন বাবা ?

গিরীন্দ্র। মেঘাকে নিয়ে একটা দল গড়া যেতো।

ব্রজ। কিসের দল বাবা ?

গিরীন্দ্র। যে দলে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন হয় এমন দল।

মেঘনাথ



রাজীবলোচন—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ব্রজ। খুব ভাল হয় বাবা। আমার তা'তে খুব মত আছে।

গিরীন্দ্র। তাইত, কথা কইতে কইতে অনেক রাত হ'য়ে গেল, তোর দাদা ফিরেছে ?

ব্রজ। কৈ, দাদাত এখনও ফেরেনি। ফিরলে ত আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতো।

গিরীন্দ্র। ভবর সঙ্গে কে কে আছে ?

ব্রজ। সদা আর তিনটে পাক।

গিরীন্দ্র। ভব আজ কি বেশে বেরিয়েছে ?

ব্রজ। বাবাজীর বেশে

গিরীন্দ্র। বোধ হয় আজ একটা কিছু গোলোযোগ বেঁধেছে।

ব্রজ। তা হ'বে বাবা, কোন দিন ত এত রাত হয় না ?

গিরীন্দ্র। পরের উপকার করা নিজের ক্ষতি না কর্‌লে হয় না।

ব্রজ। কেন ? তা না হ'লে কি পরের উপকার করা যায় না ?

গিরীন্দ্র। যায়,—কি ক'রে বলি। টাকা, কড়ি, দেহ, মন, যা দিয়েই তুমি উপকার কর না কেন, ভাল ক'রে দেখলে বুঝবে, কিছু না কিছু ক্ষতি হোয়েছে। এই দেখনা পাষণ্ডদের হাত থেকে অসহায় দুর্ব্বল লোককে উদ্ধার কর্‌তে, ভব বন জঙ্গলে বেড়ায়। কা'কেও রক্ষা কর্‌তে গিয়ে যদি হাত পা ভেঙে আসে, সে ভাঙাটাতো ঘরে বোসে থাক্‌লে হোতো না, উপকার কর্‌তে গিয়েই ভেঙেছে বল্‌তে হবে ত ?

(ভবনাথের প্রবেশ)

অত হাঁপাচ্চ কেন ?

ভব। আজ ভারি রক্ষা পেয়ে গেছি। একটা মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে, ভারি মুস্কিলে পড়েছিলুম। একটা লোক এসে না পড়লে একেবারে সাবড়ে দিত।

গিরীন্দ্র। তার পর ?

ভব। আমরা সবাই মেয়েটীকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে ছুটে ছুটে আস্‌ছি।

গিরীন্দ্র। লোকটা কোথা গেল ?

ভব। অনেক ব'লে ক'য়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

গিরীন্দ্র। ভালই ক'রেছ। এমন লোককে কি ছাড়তে আছে, ডেকে নিয়ে এস।

ভব। আজ্ঞে যাই।

(প্রস্থান)

ব্রজ। তাইত বাবা, এমন লোক কে ?

গিরীন্দ্র। আমার বোধ হয় মেঘা,—মেঘা ছাড়া এমন লোক আর এ অঞ্চলে কে আছে ? (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) হ্যাঁ, আমার অনুমানই ঠিক।

(ভব ও মেঘার প্রবেশ)

গিরীন্দ্র। এই যে মেঘনাথ, এস, এস। (মেঘনাথের দণ্ডবৎ করণ) ভব, ব্রজ তোমরা যাও, রাত হ'য়েছে।

(ভব ও ব্রজর প্রস্থান)

বাবা, তুমি এসে না পড়লে এদের বাঁচা ভার হ'তো। জগদম্বা তোমার মঙ্গল করুন। মেঘনাথ, দল ছেড়ে দিয়েচ শুনে বড় সুখী হলেম।

মেঘা। আজ্ঞে ওরা আজকাল বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছে, হস্বী দীঘঘী জ্ঞান হারিয়েছে, গেরস্থর বৌ, ঝির ওপর কুনজর দিতে স্বরু করেছে।

গিরীন্দ্র। এখন তারা হাতে হাতে ফল পেলে।

মেঘা। কি ফল পেলে কত্তা ?

গিরীন্দ্র। তোমায় হারালে।

মেঘা। আমি চ'লে আসায় ওদের সবার কাঁটা খসে গেল।

গিরীন্দ্র। কাঁটা নও। তুমি যদি ঐ দলে মিশে থাকৃতে, ওদের কুমতলবে ফির্‌তে, তা'হলে আজ আমাদের দুর্দ্দশা ক'রে তোমাদের কত সুখ হ'তো বল দেখি ?

মেঘা। এমন সুখ চাইনি কত্তা, সেদিন যদি আপনার বাড়ী লুটতে আস্‌তুম্‌, কি সর্ব্বনাশ কত্তুম বলুন্ দেখি কত্তা ?

গিরীন্দ্র। তুমিই আমাদের রক্ষা কর্ত্তা, তোমার জন্যেই এত বড় একটা সংসার রক্ষা পেয়ে গেল।

মেঘা। অমন ক'রে বাড়াবেন না। আমি আপনাদের পায়ের তলায় আছি। আপনি দেবতা।

গিরীন্দ্র। আমি আবার দেবতা হ'লেম কবে ?

মেঘা। আপনি দেবতা না ত কি ? গ্রামে গ্রামে পুকুর কাটিয়ে-

ছেন অন্নছত্র করে দিয়েছেন, রাহী লোকেদের জন্যে ঘর বানিয়েছেন এই রকম কত ভাল কাজ ক'রেছেন। আপনি যদি দেবতা না হ'বেন ত ঐ গ্রামের রাজীবলোচন বাবু কি হ'বেন?

গিরীন্দ্র। মেঘনাথ, তুমি যে জন্যে আমাকে দেবতা বল্লে, ও সব দেবতার কাজ নয়, মানুষেরই কাজ। দয়া করা, সেবা করা, উপকার করা, এ সব কাজ যে না করে সে কি আর মানুষ? তা'তে আর পশুতে তফাৎ কি?

মেঘা। ঠিক বলেছেন কত্তা। ও গ্রামের রাজীব বাবুর এত ধন, দৌলৎ, তবু তাঁর কাজ দেখলে ঘেন্না করে, পশুরও অধম বলে মনে হয়। বলবো কি কত্তা, ঐ রাজীব বাবুই ডাকাতের সর্দ্দার। পরের উপকার করা দূরে থাক্, পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তে খুব মজবুত। ওনার স্বভাবের দোষে ও গ্রামে বৌ ঝি নিয়ে বাস করা দায়।

গিরীন্দ্র। দুর্গা! দুর্গা! ও পাষণ্ডের কথা ছেড়ে দাও, যেমন বদ্, সঙ্গও তেমনি পেয়েছে।

মেঘা। ঠিক ঠাওরেছেন কত্তা। সাঙ্গ পাঙ্গ গুলোকে দেখলে ওনার চরিত্তির বোঝা যায়।

গিরীন্দ্র। দেখ মেঘনাথ লোকের অগাধ পয়সাই থাক্, আর বিদ্যেই থাক্, চরিত্র গঠন যা'র না হ'য়েছে, সে মানুষের মধ্যেই নয়।

মেঘা। চরিত্র গঠন কি কত্তা।

গিরীন্দ্র। চরিত্র গঠন মানে চরিত্রকে গড়ে তোলা, ভালর দিকে নিয়ে যাওয়া। তুমি নিজের দিকে দেখলে বুঝতে পারবে, আগে ডাকাতের দলে ছিলে, এখন সে দল ছেড়ে ভালর দিকে এসেছ, এই ভালর দিকে আসাকেই চরিত্রের উন্নতি বা গঠন করা বলে।

মেঘা। আমি অতি মন্দ, মন্দ কখন ভালর দিকে যেতে পারে না, যদি ভাল মন্দকে না টেনে নিয়ে যায়। আপনারা দেবতা, আপনাদের বাতাস পেলে তবে না ভালর দিকে যায়।

গিরীন্দ্র। যাক্ ও কথা! এখন মেঘনাথ জিজ্ঞেস্ করি, তোর চল্‌বে কিসে? দল ত ছেড়ে দিলি, খাবি কি?

মেঘা। কত্তা, ও কথাও হয়ে গেছে। আমাব স্ত্রী বলে, কাক পক্ষীকে খাওয়াচ্ছেন যিনি, তিনি খাওয়াবেন, তাইত কত্তা দল ছাড়া হ'য়েছি।

গিরীন্দ্র। মেঘা, কি বল্লি? এ যে পুরো বিবেক বৈরাগ্যের কথা! তুই আমার সংসারে থাক্। ভব, ব্রজ যেমন আমার ছেলে, তুইও তেমনি আমার ছেলে, এ বুড়োকে ফেলে কোথাও যাস্‌নে বাবা!

মেঘা। কোথা আর যাব কত্তা? আপনার পায়ের ধূলোর ভিখিরী আমি। (পদধূলি গ্রহণ)

গিরীন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করি, নিজে মানুষ হ'য়ে অপরকে মানুষ কর্। এই যে ছেলেরা আস্‌ছে, আজ থেকে ওদের আখড়ার

ভার তোর। ওদিকে লাঠি খেলা শেখানর জন্যে একজন লোক খুঁজছিলুম্; তা ভগবান ঠিক সময়ে তোকে জুটিয়ে দিয়েছেন।

(তরুণ সঙ্ঘের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

(আমরা) হয়েছি সবে আগুয়ান।
পাষণ্ড দলনে কঠিন সাধনে
দিব বলি এ তরুণ প্রাণ।
দেশের দশের, আঁখি বারি,
যেন প্রাণ দিয়ে মুছাতে পারি।
গুরুর বিহনে, এ ঘোর সাধনে
বল দাও বুকে ভগবান (হে ভগবান !)

গিরীন্দ্র। দেখ, আজ থেকে এ হ'লো তোমাদের গুরু; সকলে একে নমস্কার কর।

মেঘা। সর্ব্বনাশ ! বলেন কি কত্তা—আমি যে বাগ্দী।

গিরীন্দ্র। না—না—তুই মানুষ—ওদের গুরু।

(বালকগণের মেঘাকে অভিবাদন—মেঘার সঙ্কোচ)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

রাজীব বাবুর বৈঠকখানা।

মদ্যপ রাজীব আসীন।

রাজীব। শালারা গেল কোথা?

(নির্লোম, লোমশ, দীর্ঘকর্ণ, সুর্পনখা, উচ্চনাসিক, স্থূলনাসিক প্রভৃতি মদ্যপ মোসাহেবগণের বিকৃত ধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ)

এই যে খোসা, খাঁদা, হনু, গরু সব মূর্ত্তিমান একসঙ্গে হাজির।

উচ্চনাসিক। তোরা ত সব্ শালা আমায় মাতাল বলিস্। মাতাল মানে কি? তা কি জানিস্ শালারা? তোরা সেই বহুকেলের পুরোনো শুঁটকী মাছ পোড়া দুর্গন্ধি মানে ক'রে রেখেছিস্,—যে মদ খায় সেই মাতাল। ওরে শালারা মাতাল নয় কে? পৃথিবী শুদ্ধ লোক মদে চুর হ'য়ে আছে, তা কোন শালা জানে, না দেখে। কেউ একটু গলায় ঢেলেছে কি না ঢেলেছে, অম্নি চারদিকে

ঢাক বেজে উঠলো—মাতাল—মাতাল—মাতাল ! মাতাল নয় কোন্ শালা ? মা—তা—ল,এই তিনটে অক্ষর। একটী "মা" একটী "তা" একটী "ল" শুনছিস্ রে খোসা ? বল্ দেখি, এই তিনটের শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে কি হয় ?

নির্লোম। মা—তা—।

উচ্চনাসিক। মা—তা, মানে ?

নির্লোম। মদে মাতা।

উচ্চনাসিক। (লোমশের চুল ধরিয়া) মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে কি দাঁড়ায় রে হনু ?

লোমশ। মা—ল্, মা—ল্।

রাজীব। মাল মানে কি রে হনু ?

লোমশ। আজ্ঞে,---মেয়ে মানুষ।

রাজীব। হাঁ, ঠিক বলেছিস্ বাবা, বেঁচে থাক্।

উচ্চনাসিক। তুই শালা যে বড় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ ? (দীর্ঘকর্ণের কান ধরিয়া) বল্ শালা, প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে কি হয় ?

দীর্ঘকর্ণ। তা—তা—তা—তাল্।

উচ্চনাসিক। মানে কি ?

দীর্ঘকর্ণ। তা—তা—তাল্,পা—পা পাকিয়ে প—প—পড়া।

উচ্চনাসিক। এ সব শাস্ত্র ছাড়া কথা ! এ সব কঠিন সমস্যার মর্ম্ম ঘাঁটা কি যার্ তার্ কর্ম্ম ? হাঃ হাঃ হাঃ !

মেঘনাথ



গিরীন্দ্রমোহন—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

নির্লোম। (করযোড়ে) রাজা বাবু, আমার একটা বিহিত কর, আমি আর বাঁচিনে।

রাজীব। হয়েছে কি ?

নির্লোম। তুমি থাকৃতে ছাল্‌ছাড়া খোসা হয়ে গালাগাল্ খেয়ে থাকৃব ! বাড়ীর বাইরে বেরুবার যোটি নেই, মুখ দেখাবার যো নেই, মুখ দেখেছে কি অম্‌নি সে স্থমুন্দি ঘেন্নায় চোক মুখ বেঁকিয়ে উপোস্ উপোস্ ক'রে পাড়ায় রব তোলে। ঘেন্নায় আর বাঁচিনে, লজ্জায় মরে যাই। এর একটা বিহিত কর রাজা বাবু, দোহাই তোমার।

লোমশ। ও শালা ত ভাল রাজাবাবু, আমার দুঃখের কথা কি বল্‌বো, বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছি কি অম্নি কোত্থেকে এক পাল ছেলে এসে "ওরে বাছা হনুমান"—"ওরে বাছা হনুমান" ব'লে পিছু নিলে। আঁটকুড়ির ব্যাটাদের কিছু বল্‌বার যোটি নেই, বল্লে আরও বাড়ায়, তাড়া কর্‌লেও রক্ষে নেই, বরং চুপে থাকে ভালো। দুঃখের কথা বল্‌ব কি ? গ্রীষ্ম-ভোর আদুড় গায়ে বাইরে বেরুবার যোটি নেই, পিরেণ গায়ে দিয়ে বেরুতে হয়।

রাজীব। সে তোরা দুজনে আপনা আপনির মধ্যে পাষাণ ভেঙে নেনা। তোর ধড়ের আধখানা ওকে দে, ওর ধড়ের আধখানা তুই নে। ও পাড়ার কৃতান্ত

কব্‌রেজের কাছে যাস্ সে সব্ ঠিক ক'রে দেবে এখন ! ছেদন ভেদন মারণে সে সিদ্ধহস্ত !

লোমশ । যে আজ্ঞে হুজুর ।

রাজীব । তারা কই রে শালারা ? (চাবুক উত্তোলন)

লোমশ । থাক্ বাবা থাক্ ! চাবুক খেয়ে খেয়ে পিঠে কড়া পড়ে গেছে, পিঠ সুড়সুড়ুনি যাবে কি ? পাঁচনবাড়ী হাঁকড়ালে যদি কিছু গিছু ।

রাজীব । (রাগিয়া) তবে দেখ্ । (চাবুক প্রহার)

লোমশ । (করযোড়ে) মাপ করুন—মাপ করুন ! ঐ তা'রা আস্‌ছে ।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

১ম নর্ত্তকী । গীত ।

একটুখানি দেখব তোমায় একটু বোস সামনে এসে ।
একটুখানি প্রাণকে আমার, খুসি কর একটু হেসে ॥
ভীরু আমার ভালবাসা, নেইকো যে তার অনেক আশা,
একটু কাছে থাকতে পেলেই ধন্য হ'ব ভালবেসে ।
ওগো তোমার অনেক আছে, তাই নিতে তো যাইনা কাছে,
একটু পেলেই মনের মধু ভাগ্য মেনে যাব শেষে ॥ ॥

রাজীব । কেয়া মজিদার বাবা, কেয়া মজিদার ! সরাপ্ পিয়ো, মজা লুঠো কর্ হর্‌দম্ দিল্‌দার্ ! ওরে শালারা

দেখছিস্ কি? দেখছিস্ কি? আমোদ করে নে, আমোদ করে নে! দুনিয়াতে আর কিছু নেই বাবা, খালি ফূর্ত্তি! ফূর্ত্তি! আর সব্ ফাঁক্! খাও দাও আর আমোদ কর রে যাদুমনি।

(হামিদ ও অনুচরগণের প্রবেশ)

নির্ম্মল। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) তোরা ভেতরে যা।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

রাজীব। এরই মধ্যে কাজ রফা হয়ে গেল?

হামিদ। রাজা বাবু! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, পরাণ নিয়ে যে মোরা পলাতে পেরেছি, এই মোদের ভাগ্যি!

রাজীব। (গর্জ্জন করিয়া) পালালি! প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এলি! তোদের প্রাণে আমার কি দরকার! কাজটা হাসিল কত্তে না পেরে, ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে এলি! তোদের মুখ আর দেখতে চাই নে। রাম সদয় আমার পরম শত্রু। সে বেটা আমার বুকের ওপর দোল দুর্গোৎসব করে, বারমাসে তের পার্ব্বণ আনে, প্রাণে কি তা সহ্য হয়! কেন তোরা পালিয়ে এলি বল্? মালপত্র কোথা সরালি বল্?

হামিদ। (করযোড়ে) কর্ত্তা, মুই ত আগেই বলেছি, মেঘা-সর্দ্দার বাঁচি থাক্তি মোদের কোন কাজই হাসিল্ হোবানি। সবে মোরা পুণ্যে কর্‌বার্

যোগাড় কর্‌ছি, মেঘা বেটা অম্‌নি বকা রাক্ষসের মত হাঁকার দিয়ে, মোদের মাঝে লেফিয়ে পড়্‌লো, মোদের আর বউনি কত্তি হোলোনি।

রাজীব। তোরা এত লোকে সে শালার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আন্‌তে পার্‌লিনি? ভয়ে পালিয়ে এলি? ধিক্ তোদের সুখের দৌড়কে! ধিক্ তোদের ছার্ জীবনকে!

হামিদ। রাজাবাবু! মোদের আর ঝা কর্‌তি আজ্ঞা কর্‌বান্, তা' কর্‌তি রাজি আছি। জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে বলান্, তাও দিব কর্ত্তা, মেঘার সাম্‌না যাতি বল্‌বান্ না,—মাপ কর্‌বান্। তবে যদি লুকায়ে মারি ফ্যাল্‌তে বলান্, আপন্‌কার্ বাক্যি মাথায় রাখি।

রাজীব। বেশ কথা,—ছলে হোক্, বলে হোক্, কলে হোক্, কৌশলে হোক্, যে রকমেই হোক্, যে সেই মেঘা বেটাকে আমার কাছে বেঁধে আন্‌তে পার্‌বে, কাটা মুণ্ডু দেখাতে পার্‌বে, তার্ বক্‌শিস্ দশ—দশ হাজার টাকা!

অনুচরগণ। যো হুকুম রাজাবাবু! যো হুকুম রাজাবাবু!

(হামিদ ও অনুচরগণের প্রস্থান)

উচ্চনাসিক। ডাকাত শালাদের সব্ ভির্‌কুটি, সব্ লোপাট্ ক'রে কেমন সাধু ব'নে গেল।

নির্লোম। বাবুর যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ও শালাদের আবার বিশ্বেস করে।

লোমশ। (দীর্ঘকর্ণের কান ধরিয়া) আমি যদি বাবু হতেম্, তা'হলে শালার এম্‌নি ক'রে কান্‌টা ছিঁড়ে দিতুম্।

দীর্ঘকর্ণ। (লোমশের দাড়ী ধরিয়া) আ—আমি শা—শা—শালার দা—দা—দাড়ীতে আগুন ধ—ধ—ধরিয়ে দি—দিতুম্।

স্থূর্পনখা। বাবুর টাকা রাখবার্ ত আর জায়গা নেই, আমাদের একবার হুকুম কর্‌লে, ও শালার চোদ্দ পুরুষকে সাত সমুদ্রের জল খাইয়ে ছাড়তুম্।

রাজীব। এতক্ষণ শালারা কোথায় ছিলি বল্‌ত? এখন যে বড় আস্ফালন্ হচ্ছে।

স্থূলনাসিক। রাজাবাবু, আপনি কল্লেন্ কি? কল্লেন্ কি? দুটো চার্‌টে নয়, একেবারে দশ-দশ হাজার টাকা।

দীর্ঘকর্ণ। দ—দ—দশ হা—হাজার টা—টাকা।

উচ্চনাসিক। ঐ টাকাটা ঘরে থাক্‌লে মদের ফোয়ারা উঠতো, লাখশো রগড় বাঁধ্‌তো! হাজার মজা লুঠতো! নাচ, গান, মেয়েমানুষে ধুলি পরিমাণ হ'তো! সব মাটি, একদম্ সব মাটি!

রাজীব। (স্বগত) শালারা আমার কেরামতি বুঝ্‌বি কি? (প্রকাশ্যে) ডাক্ শালারা ওদের ডাক্, আমার

আর কিছু ভাল্ লাগছে না, তোদের কথা শুনে শুনে বুক জ্বলে গেল।

সকলে। বুক জ্বলে গেল! বুক জ্বলে গেল! ওগো—তোমরা এসে বাবুর বুক ঠাণ্ডা করে দাও!

(নর্ত্তকীগণের পুনঃ প্রবেশ ও নৃত্য গীত)

বেসেছি ভালো বেসেছি!
বাসেনা ভালো জেনেই আমি বাসতে ভালো এসেছি,
আমি যে ভালো বেসেছি।
তোমার প্রাণে যে গান আছে, গাওনা তুমি আমার কাছে,
লুকিয়ে কেঁদে, সামনে শুধু মুখের হাসি হেসেছি,—
আমি যে ভালো বেসেছি।
তোমার মনের কোকিল পাখী, কোন্ সুরে যে উঠছে ডাকি,
জানিনা আমি—আকুল হয়ে, অকূলে তবু ভেসেছি,—
আমি যে ভালো বেসেছি।

নির্লোম। (জনান্তিকে) বাবু আমার, না শালা আমার। যে শালা পয়সা খরচের ভয়ে বাপ মা'র পিণ্ডি দেয় না,—সাম্‌নে অনাহারে মরতে দেখলে মুখে একটু জল দেয় না—সে শালা একেবারে দাতা কুম্ভকর্ণ হোয়ে দশ—দশ হাজার টাকা দান ক'রে বস্‌লো? শালার সব মিছে কথা—সব দম্‌বাজি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজীবের অন্তঃপুর।

পাঁচির মা ও অন্নপূর্ণা।

পাঁ—মা। মা! কাঁদছ কেন, চুপ কর।

অন্ন। না পাঁচির মা, আমার কপাল মন্দ ব'লে কাঁদিনি! চোখের সামনে সোয়ামী যে প্রজার ওপর অত্যাচার কর্‌বে, প্রজারা না খেতে পেয়ে চোখের সামনে মরে যাবে, তা কি দেখা যায়? এমনি পোড়া বরাত, টাকা দিয়ে যে তাদের সাহায্য কর্‌বো, তা এমন একটা লোক পাইনে। ঝি, চাকর, নায়েব, গোমস্তা দিয়ে কাজ সারবো, তাও হবার যো নেই। সোয়ামীর ভয়ে কেউ এগুতে চায় না।

পাঁ—মা। হ্যাঁ মা, এই জন্যে তুমি দুঃখ কর্‌চো! চোখে জল ফেল্‌চো! আচ্ছা কেউ না করে, আমি তোমার দুঃখু ঘোচাব, আমার ছেলেকে ব'লে এর বন্দোবস্ত কর্‌বো, চুপ কর মা, চুপ কর।

অন্ন। না পাঁচির মা, তোর এখন সময় ভাল নয়, ধরা পড়ে গেলে আমার সোয়ামীর কোপে পড়লে, তোদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবি। তোদের আমি বিপদে ফেল্‌তে পার্‌বো না।

পাঁ—মা। না মা, সে ভয় কোরো না। আমার ছেলের সঙ্গে মেঘার খুব ভাব।

অন্ন। কোন্ মেঘা! গিরীন বাবুর সর্দ্দার পাইক মেঘনাথ?

পাঁ—মা। হঁা মা।

অন্ন। শুনতে পাই তার মত উঁচু প্রাণ লোক বাগ্দীর ঘরে কেন, ভদ্র ঘরেও দেখা যায় না।

পাঁ—মা। তাইত বলছি মা, মেঘা থাকতে তোমার সোয়ামীর কোপে পড়লেও কিছু ভয় নেই মা, তবে তোমার জন্যে ভয়। রাজীব বাবু জানতে পারলে তোমার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না এই ভয়। আমাদের জন্যে ভেবো না মা।

অন্ন। অমন ভাল লোক মেঘার সঙ্গে তোর ছেলের যখন অত ভাব, তখন তোর ছেলেও যে খুব ভাল তা' জানতে বাকী নেই।

পাঁ—মা। মেঘার গুণের কথা, কি বল্‌ব মা, সেদিন বাবুর তাগিদদার দলবল নিয়ে তাগাদা ক'রে বেড়াচ্ছিল। ও পাড়ার জগবন্ধু খুড়ো দোষের মধ্যে তাদের সেদিন ফির্‌তে ব'লেছিল, এই আর কি, তাগিদদারের দলবলেরা রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধ'রে ষাট বছরের বুড়ো জগবন্ধুকে কি শাস্তি না দিলে, কি মার্‌টা না মার্‌লে, রক্তগঙ্গা ব'য়ে গেল। বুড়োর সাত ছেলে মাঠে

চাষ কচ্ছিল, তারা বাপের দুর্দ্দশা শুনে ছুটে এলো, বাপকে বাঁচাতে গিয়ে, তারাও মার্ খেয়ে মোলো। তাদের কান্না শুনে গাঁ শুদ্ধু ছুটে এলো, বাবুর ভয়ে কেউ টুঁ শব্দ কর্‌তে সাহস কর্‌লে না। ভাগ্যি মেঘা সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাই তারা বেঁচে গেল।

অন্ন। কি করে বাঁচালে?

পাঁ—মা। মেঘার বলের কথা বল্‌বো কি মা, অতগুলো দস্যিকে সে যেন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে লাগলো! এক একটার নড়া ধরে, আর বেড়াল ছানার মত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল্‌তে লাগলো, দু চার্‌টের হাত পা ভাঙতেই বাকী সব বাপ্ বাপ্ ক'রে পালিয়ে গেল।

অন্ন। আহা পাঁচির মা! এমন ভাল লোকেরও শত্রু থাকে? মেঘার পেছনে এত শত্রু লেগেছে কেউ তার কিছু কর্‌তে পার্‌ছে কি? ভগবান যাকে আগলে থাকেন, মানুষের সাধ্যি কি, যে তার কিছু করে।

পাঁ—মা। তুমি যা বল্লে মা, তার একতিলও মিথ্যে নয়। তবে যার এত বিশ্বেস, সেই তোমার ওপর ভগবান এত নিদয় কেন তা' ভেবে পাচ্ছিনে।

অন্ন। দেখ্ পাঁচির মা! আমার কথা ছেড়ে দে, আমি মহা পাপিষ্ঠা—আমার কথা ছেড়ে দে!

পাঁ—মা। কি বল্‌ছো মা, তোমার মত দয়াবতী পুণ্যবতী কে আছে রাণী মা?

অন্ন। আমার মন যে কত নীচ, তা আমার মনের ভেতর ঢুক্‌লে ওকথা বল্‌তিস্‌ নি পাঁচির মা।

পাঁ—মা। আমি মিথ্যে বলিনি মা, তোমার মন যে কত উচু, তা তোমার সোয়ামীর ওপর ভক্তি ভালবাসা দেখেই বেশ বোঝা যায়। তুমি পাপমতি সোয়ামীর পাপ খণ্ডাবার জন্যে কি না কর্‌ছ ? এতেও কি ভগবান মুখ তুলে দেখবেন্‌ না ? সোয়ামীর পাপ খণ্ডাবেন্‌ না ?

অন্ন। বল্‌তে কি পাঁচির মা, স্ত্রীলোকের সোয়ামীই গুরু, সোয়ামীই দেবতা, সোয়ামীই সব। সোয়ামীর পাপ খণ্ডাবার জন্যে স্ত্রীর প্রাণপণ চেষ্টা করা দরকার। সোয়ামীর পাপ খণ্ডাতে, প্রজাদের কষ্ট দূর কর্‌তে প্রাণপণ করেছি ; এতে যদি সোয়ামীর লাঞ্ছনা পাই, সেও ভাল !

পাঁ—মা। মা, তোমার দানেব কথা আজ নতুন নয়, আমি ভেতর বার সব জানি।

অন্ন। দেখ্‌ পাঁচির মা, বল্‌বো কি, মনের মতন লোক না পেলে দান করে সুখ হয় না। রাশি রাশি দিচ্ছি, তবু তাদের পেট ভবে না। তা'রাই যদি সব পেটে পুর্‌লে, তবে প্রজারা পাবে কি ? এও কি কম দুঃখে আছি পাঁচির মা ?

পাঁ—মা। আচ্ছা মা, তোমার দুঃখু ঘোচাব, তবে আমার নাম পাঁচির মা।

অন্ন। না বাছা! তোর ছেলেকে বলে দিস্, যেন ও কথা নিয়ে গোল না করে। আর কাদেরও যদি অনাটন পড়ে, তারা যেন চুপে চুপে মাসকাবারে ভাঁড়ারে এসে নিয়ে যায়।

পাঁ—মা। এ কথা কি আর বল্‌তে হয় মা?

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

গিরীন্দ্রমোহনের বৈঠকখানা।

ভবনাথ ও ব্রজনাথ।

ভব। বেজা শুনেছিস্, কাল রাত্রে রামসদয় বাবুর বাড়ীতে ডাকাতি হ'য়ে গেছে?

ব্রজ। ডাকাতি, এ নতুন কথা কি? দেখনা আমাদের বাড়ীতে কবে ডাকাতি হয়।

ভব। আমাদের বাড়ীতে হবে,—কথন না।

ব্রজ। না, বল কি? আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়বে না, তার মানে কি?

ভব। মানে আছে বৈ কি?

ব্রজ। কি মানে?

ভব। এ বাড়ীতে মাথা দিতে কে আস্‌বে?

ব্রজ। কেন আস্‌বে না বল ? এখানে বাঘ না ভাল্লুক আছে ?

ভব। বাঘ ভাল্লুকের ওপর, যম রাজার ভায়রা ভাই আছে।

ব্রজ। কে ? তার নাম কর দেখি ?

ভব। কে ? তুই কি বুঝতে পারিস্ নি ?

ব্রজ। তবু কে বলই না শুনি ?

ভব। কেন,—মেঘনাথ।

ব্রজ। ও হরি,—মেঘা !

ভব। তুই মেঘাকে অবিশ্বাস করিস্ নাকি ?

ব্রজ। আমি কাকেও সহজে বিশ্বাস করি না।

ভব। মেঘার ওপর অবিশ্বাস কেন হ'লো, সে ত আমাদের ভাল বই মন্দের চেষ্টায় যায় না।

ব্রজ। তা যতই ভাল করুক, তবু আমার সন্দেহ হয়।

ভব। তোর মন ত বড় খারাপ।

ব্রজ। আচ্ছা দেখে নিও, একদিন টেরটি পাবে।

ভব। কিছু দেখেছিস্ না কি ?

ব্রজ। কিছু না জেনে কি বল্‌ছি।

ভব। কি জেনেছিস্ ?

ব্রজ। ঐ যে রামসদয়ের বাড়ী ডাকাতির কথা বল্‌ছিলে ?

ভব। তাতে কি ?

ব্রজ। তাতে কি নয়, মেঘা ঐ ডাকাতের দলে ছিল।

ভব। তা হ'তেই পারে না।

ব্রজ। নিশ্চয় ছিল, বাজী রাখ।

ভব। কার্ কাছে শুন্‌লি, তোর শোন্‌বার ভুল হ'য়েছে, কি শুন্‌তে কি শুনেছিস্।

ব্রজ। আমার শোন্‌বার্ ভুল হয়নি, ঠিক শুনেছি। কাল রাতে মেঘা বাড়ী ছিল ?

ভব। মেঘা বাড়ী ছিল না ?

ব্রজ। না, তবে বল্‌ছি কি, একেবাবেই ছিল না।

ভব। তবে তুই জানিস্‌নি। মেঘা ত কাল ১টা রাত পর্য্যন্ত বাবাব কাজ কর্ম্ম সেরে খেতে গেল। তাবপর ৫।৬ ক্রোশ পথ, এই এক ঘণ্টাব মধ্যে যাওয়া আসা অসম্ভব। তারপর ডাকাতি ক'রে ফিবে আসা একেবারেই অসম্ভব।

ব্রজ। পারাপারির কথা হচ্ছে না, কথাটা কি জান দাদা, বাবা মেঘাকে যতটা বিশ্বাস করেন, ততটা আমি ভালবাসি না।

ভব। বাবার চাইতে তুই বেশী বুঝিস্ কি না ?

ব্রজ। বাবার চাইতে বেশী না বুঝলেও আমার মনে কেমন খট্‌কা লেগেছে।

ভব। দেখ্, মিছিমিছি একটা ভাল লোকের ওপর ও রকম সন্দেহ করা ভাল নয়।

ব্রজ। এ আর ভাল মন্দ কি, আমার মনে যা হয় তাই বল্‌লুম্, এতে যদি বিশ্বাস না হয় না হবে।

ভব। তবে মেঘা যে ডাকাতী কর্‌বে না ব'লে দল ছেড়ে দিয়েছে, এটা মেঘার মিথ্যে কথা !

ব্রজ। আমার সে কথা সত্যি বলে মনে হয় না। ডাকাতের আবার ধর্ম্ম, ডাকাতের কথা কখন সত্যি হয় ?

ভব। আমার ত মেঘার একটা কথাও মিথ্যে বলে মনে হয়নি, বাবারও না।

ব্রজ। মেঘা যদি ভাল লোকই হবে, তবে রাত্রে বাড়ী থাকে না কেন ? তোমরা কি তা' জান ?

ভব। মেঘা রাত্রে বাড়ী থাকে না ব'লেই ওকে খারাপ লোক ঠাওরাচ্ছিস্ ?

ব্রজ। নিশ্চয়।

ভব। ও হরি,—এই জন্যে ! ভেবেছিলুম্ আর কিছু হবে।

ব্রজ। চারদিকে যে রকম প্রলোভন, মেঘার মতন খেলোয়াড়ের সে সব ত্যাগ করা বড় শক্ত।

ভব। মেঘা যে কেন রাত্রে বাড়ী থাকে না, তা' তুই জানিস্ ?

ব্রজ। আমি খুব জানি।

ভব। (হাসিয়া) কেন বল্ দেখি ?

ব্রজ। ডাকাতগুলো রেতে বাড়ী থাকে না কেন ? মেঘারও তাই।

ভব। আচ্ছা, এখন তুই তাই জেনে থাক্, পরে আপনা-আপনি জান্তে পার্বি।

ব্রজ। তোমরা যা বুঝেছ তাই বুঝে থাক, আমি যা বুঝেছি তাই বুঝে থাকি।

(গিরীন্দ্রমোহনের প্রবেশ)

ভব। বেজার কথা শুনেছেন বাবা ?

গিরীন্দ্র। কি ?

ভব। মেঘা রাত্রে বাড়ী থাকে না ব'লে, বেজা মেঘাকে সন্দেহ কর্‌ছে।

গিরীন্দ্র। (হাসিয়া) ওর কথা ছেড়ে দাও, ওটা মাথা পাগলা।

ব্রজ। মাথা পাগলা বলেই আমার কথাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছেন, একদিন এ মাথা পাগলার কথা সত্যি কিনা বুঝতে পার্‌বেন্।

ভব। যা, যা, বাজে বকিস্‌নি ? বাবার চাইতে তুই বেশী বুঝিস্ কিনা ? হঁ্যা বাবা ! রামসদয় বাবুর খবর কি ? তিনি ডাকাতের হাতে ধরা পড়েননি ত ?

গিরীন্দ্র। রামসদয় বাবু ধরা দেন্‌নি বটে, কিন্তু ওরা তাঁর স্ত্রীর গায়ে ছঁ্যাকা দিয়ে বড় যন্ত্রণা দিয়েছে।

ভব। গ্রামে এত লোক থাক্‌তে তাঁর উপর এমন অত্যাচার কর্‌লে ?

গিরীন্দ্র। মেঘনাথ সেই সময় গিয়ে না পড়লে, তাঁদের যে কি দুর্দ্দশা হ'তো, তা জগদীশ্বর জানেন।

ব্রজ। এঁ্যা ! মেঘা বাঁচিয়ে দিয়েছে ?

গিরীন্দ্র। হঁ্যা, মেঘা বাঁচিয়েছে। ব্রজ, তুই মেঘাকে যা তা ভাবিস্‌নি। মেঘা বড় সামান্য নয়। সর্ব্বস্ব নিয়ে যাচ্ছিল, মেঘার হাঁকারে এক কানা কড়িও নিয়ে যেতে পারে নি।

ব্রজ। এ খবর কি ক'রে পেলেন বাবা ?

গিরীন্দ্র। তুই কি মনে করিস্, মেঘাকে বাড়ীতে ঢুকিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। তা নয়, মেঘা কি কচ্ছে না কচ্ছে, তার সব খবর আমার নখদর্পণে। বল্‌বো কি,—মেঘা রাত্রে ঘুমোয় না, চোর ডাকাতের সন্ধানে সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এ সব রোজ তারিখের খবর আমার কাছে নিত্য নিত্য আসে, তা' তুই জান্‌বি কি ?

ভব। শুন্‌ছিস্ বেজা, শুন্‌ছিস্। মেঘা রাত্রে বাড়ী থাকে না কেন শুন্‌ছিস্ ?

ব্রজ। ডাকাতের দলে কত লোক ছিল বাবা ?

গিরীন্দ্র। চল্লিশ, পঞ্চাশ জনের কম নয়।

ব্রজ। বাস্‌রে ! মেঘা একলা এত বড় একটা ডাকাতের দলকে তাড়িয়ে দিলে ?

গিরীন্দ্র। সে দিনের কথা ভেবে দেখ দেখি। যে দিন, সেই দুর্দ্দান্ত পাঠান পিরবক্স বর্দ্ধমানের মহারাজার সামনে "আও কোন্ লড়েগা আও" ব'লে দম্ভ ক'রে হাজার হাজার লোকের মাঝে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তরোয়ালখানা বিদ্যুতের মত ঘোরাচ্ছিল, তখন তার সামনে কে যেতে সাহস করেছিল ?—ঐ এক মেঘা ! তারপর মেঘা যখন পাঠানের সাম্‌নাসাম্‌নি লাঠি নিয়ে দাঁড়াল, পাঠানের হাতে তরোয়াল,—মেঘার হাতে লাঠি, তখন মেঘার মূর্ত্তি মনে আছে ত ? অত বড় একটা

দিগ্বিজয়ী পাঠানকে মেঘা অম্লান বদনে হারিয়ে দিলে। পাঠানের হাতের তরোয়ালখানা লাঠির ঘায়ে ঝন্‌ঝনিয়ে পড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে পাঠানও পালাল। সে মেঘা যে একটা ডাকাতের দলকে তাড়িয়ে দেবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভব। আমি আগেই জানি, বেজা শুন্‌তে ভুল করেছে।

ব্রজ। এখন দেখছি, আমাদের "পাষণ্ডদলন" দলের সর্দ্দার মেঘাকে ক'রে খুব ভালই করেছেন বাবা।

ভব। বেজা, মেঘার ওপর সন্দেহ তোর গেল ত? এখন যাই চ।　　　　(ভব ও ব্রজর প্রস্থান)

গিরীন্দ্র। তাইত, মেঘা এখনও ফির্‌ল না যে, বোধ হয় রামসদয় বাবু এখনও ছেড়ে দেন নি।

(মেঘনাথের প্রবেশ ও গিরীন্দ্রবাবুর পদধূলি গ্রহণ)

এই যে মেঘা, রামসদয় বাবুর স্ত্রী এখন কেমন আছেন?

মেঘা। আজ্ঞে, সে ঔষধটা দিয়ে জ্বালা যন্ত্রণা অনেকটা কমে গিয়েছে; তিনি ঘুমুচ্ছেন দেখে চলে এসেছি।

গিরীন্দ্র। তা বেশ, কিন্তু তোর মুখখানা অত শুক্‌নো কেন রে? এখনও কিছু খাওয়া হয়নি বুঝি?

মেঘা। আজ্ঞে তা নয়, কিন্তু আজ প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি কর্ত্তাবাবু।

গিরীন্দ্র। সে কিরে! তোর প্রাণে আবার কি ব্যথা লাগলো?

মেঘা। ভগবানের যে কি বিচার তা বুঝতে পারি না। রামসদয় বাবু অমন ধার্ম্মিক, পরোপকারী লোক, তাঁর আজ এই দুর্দ্দশা। আর যারা ধর্ম্মের ঘরের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না, তারা কেমন সুখে রয়েছে। দেখুন, ও গ্রামের রাজীব বাবু কি অধর্ম্মই না কচ্ছেন্, কার্ না সর্ব্বনাশ কচ্ছেন্, এত পাপ কচ্ছেন্, কিন্তু তবু তার সুখের শেষ নাই। দেখতে পাই ধার্ম্মিক লোকেরাই কষ্ট পায়, আর পাপীদের সুখ বাড়ে। ভগবানের এই উল্টো বিচারের মানে কি কর্ত্তা বাবু?

গিরীন্দ্র। মেঘা, বড় পাকা কথাই তুলেছিস্। অর্জ্জুন একদিন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তা'তে ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন যে, মানুষ যেমন তার আদরের বস্তুকে অপরিষ্কার দেখলে মেজে ঘষে পরিষ্কার করে নেয়, তিনিও তেমনি তাঁর প্রিয় ধার্ম্মিক লোক-গুলিকে আগে নানা রকমে কষ্টে ফেলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেন্ শেষ কালে কোলে স্থান দেন। ধার্ম্মিকদের কষ্ট বিপত্তিকে লোকে অবিচার মনে করে, বাস্তবিক তা অবিচার নয়, অন্তরের ভালবাসা। অজ্ঞ লোকে তা বুঝতে পারে না, তাই তাঁর বিচারের দোষ দিয়ে থাকে।

মেঘা। তা নয় বুঝলুম্, কিন্তু পাপীকে তিনি সুখে রাখেন কেন?

রাজীব বাবুর সুখ দেখলে, ভগবানের সুবিচার ভুলে যেতে হয়।

গিরীন্দ্র। রাজীবলোচনের সুখ দেখে, তাকে যে তুই সুখী মনে করিস্, বাস্তবিক সে প্রকৃত সুখী নয়, সে সুখকে শাস্ত্রে সুখাভাষ বলে। যদি তুই রাজীবের মনের ভেতরটা দেখিস্, তা হ'লে দেখবি যে, তার অন্তরে একটুও সুখ নাই, মনের কষ্টে সে দিন রাত জ্বলে পুড়ে মর্ছে।

মেঘা। রাজীব বাবুর এত ধন দৌলত, এত বিষয় আশয়, তবু সে সুখী নয় কেন?

গিরীন্দ্র। ধন দৌলতে, বিষয় আসয়ে সুখ হয় না, সুখ মনে। যার মনের ভেতর পিশাচের খেলা, তার সুখ হ'তেই পারে না। যা হো'ক, ছেলেরা লাঠি খেলা কতদূর শিখলে? যেমন দিন কাল পড়েছে, দেখছি মেয়েদেরও আত্মরক্ষা কর্তে শেখাতে হবে।

মেঘা। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে ছেলেরা এর মধ্যেই অনেকটা শিখে ফেলেছে। আপনি আখড়ায় একদিন চলুন না, দেখলে খুসী হবেন।

গিরীন্দ্র। বেশ, বেশ। দেখ্ এই সঙ্গে মেয়েদেরও একটা দল গ'ড়ে তুল্তে হবে। যাক্, কথায় কথায় অনেকটা বেলা হ'য়ে গে'ছে, এখন আমি বাড়ীর ভেতর চল্লেম্! তুইও খাওয়া দাওয়া কর্গে।

(উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্যামাদাসের কুটীর।

(শ্যামাদাস ও প্রতিবেশী বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণের গীত।

ডাক্ দে ভাই কানাই বলে।
আকাশে উঠলো ভানু, ওঠরে কানু,
ধেনুর পাল যায় রে চলে ॥
দশ দিকে দশ ধেনু ধায়, মানা মানে না তাড়নায়,
ত্বরা আয়রে কানু, বাজারে বেণু উভরায় ;—
ও তোর বেণুর রবে, ধেনু র'বে,
মুগ্ধ র'বে মন্ত্রবলে ॥
বৃন্দাবনে বনে বনে, নাচি গাই জনে জনে,
ও তোর বাঁশির তানে উদাস আনে পরাণে ;—
ভাল মন্দ ভুলে যাই, সবাই আপন, পর নাই,
ভাসি সদা আঁখির জলে ॥

(তুলসীর প্রবেশ)

তুলসী। তুমি বেশ বাবু, বেশ নিশ্চিন্তি হয়ে গান গাচ্ছ, আর ব'সে ব'সে দিন কাটাচ্ছ।

শ্যামা। কি করতে বল ?

তুলসী। বলবো আর কি, তোমার চোখ নেই—দেখতে পাচ্ছ না ?

শ্যামা। খুব দেখতে পাচ্ছি,—বৃষ্টিতে পথ, ঘাট, মাঠ সব জলে জলময় হ'য়েছে, আর ঘর, দোর, তুমি, আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি।

তুলসী। তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পার্‌বে না।

শ্যামা। যদি পার্‌বিনি, তবে কোমর বেঁধে ঝগড়া কর্‌তে এসেছিস্ কেন?

তুলসী। কথার ছিরি দেখ, নিজে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া কর্‌বে, আর যত দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবে।

শ্যামা। এ আমার পদ্দি।

তুলসী। সেই যে বলে, "কুলি বেগুনের পেছনে কেন থাড়া, না আমার বংশাবলির ধারা," এ তোমারও তাই। কোথায় তোমায় ভাল কথা বল্‌তে এলুম্, আর তুমি কিনা ঝগড়া কর্‌তে বস্‌লে!

শ্যামা। বেশ কর্‌ছি, খুব কর্‌ছি।

তুলসী। তেজ দেখ, তেজে মট্‌মট্ কর্‌ছে।

শ্যামা। তেজ হ'বে না কেন? তোর খাই না পরি?

তুলসী। তবু যদি রোজগার ক'রে খাওয়াতে।

শ্যামা। হতভাগী মাগীর জন্যে দুটো গান গাইবারও যো নেই, অম্‌নি খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ ক'রে আস্‌বে।

তুলসী। খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ কর্‌বো না ত কি? গান গাইতে হয়, আমোদ কর্‌তে হয়, বাইরে গিয়ে করগে, এ বাড়ীতে হবে না।

শ্যামা। কেন, কেন,—এ কড়া হুকুম কেন বল্ দেখি ?

তুলসী। তোমার সুখের শরীর, সব ভাল লাগে, আমার ত তা নয়।

শ্যামা। তোর সুখেরই বা কম্‌তি কি ? দিব্বি খাচ্ছিস্, দাচ্ছিস্, আর পা ছড়িয়ে ব'সে গল্প কচ্ছিস্।

তুলসী। তুমি আমার সুখটাই দেখ। ভেতরে যে আগুন জ্বলে যাচ্ছে সেটা ত দেখ না ?

শ্যামা। তোরা চেঁচিয়েই মাত্ করিস্, আমরা ত—

তুলসী। তোমরা কুটুস্ কুটুস্ কামড় দাও, আর আমরা কাঁউ কাঁউ করে চেঁচিয়ে মরি।

শ্যামা। না—না, তোরা খুব ভাল, শিষ্টু, শান্ত, আর যত মন্দ আমরা।

তুলসী। জ্বালার শরীর আর জ্বালিও না, ভাল লাগে না।

শ্যামা। এত ক্ষাপ্পা কেন ? কি হ'য়েছে কি ?

তুলসী। না হ'য়েছে কি ?

শ্যামা। পাড়ার ছেলেগুলো দুটো গান শিখতে আসে, তা নাই বা এল। ওরে তোরা কাল থেকে আর এখানে আসিস্ নি। যা, বাড়ী যা।

১ম বালক। আমাদের বাড়ীতে ঢের্ জায়গা আছে দাদামশাই।

শ্যামা। আচ্ছা—যাব রে যাব, তোরা এখন যা।

(বালকগণের প্রস্থান)

এইবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলি ত ?

তুলসী। সাধ ক'রে কি ওসব কিছু ভাল লাগে না। মেয়েটা যে, না খেয়ে, না দেয়ে কেঁদে কেঁদে হাড় কখানা সার হ'য়ে যাচ্ছে, তা' ত তোমার হুঁস্ নেই ;—গান নিয়েই মেতে আছ।

শ্যামা। ঠাকুর-দেবতার গান কি খারাপ, এতে কি হ'য়েছে ?

তুলসী। সংসার দেখা নেই, রাত দিন গান্ গান্, একি ভাল লাগে ?

শ্যামা। আমি সংসার দেখিনে, না সংসারের কাজ করিনে ?

তুলসী। করবে না কেন ? আজকাল তুমি যেন আর এক রকম হ'য়ে যাচ্ছ, গানেতেই উন্মত্ত হোচ্ছ।

শ্যামা। হাঁ—হাঁ—উন্মত্ত, দুটো গান গাইলেই উন্মত্ত।

তুলসী। ঠাকুর দেবতার গানই বল, আর যাই বল, যখন বুকের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে, তখন কিছুই ভাল লাগে না।

শ্যামা। কেন ভাল লাগে না, বলতে পারিস্ ?

তুলসী। বলবো আবার কি ? বুড়ো মিন্সেকে আবার বলবো কি ?

(নবদুর্গার প্রবেশ)

নব। মা, কা'কে কি বল্‌বে গা ?

তুলসী। এই দেখ না মা, সংসার দেখা নেই, রাতদিন গান, গান, গান,—গান নিয়েই আছে।

নব। গান ত ভাল মা।

তুলসী। শুধু গান গাইলে ত পেট ভরবে না।

শ্যামা। সমস্ত দিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে যায়, তবু নাম নেই,—যত দোষ ঐ গানে।

নব। মা, বাবাকে কিছু বোলো না, বাবা গান গেয়ে ভগবানের নাম করে, ভাল করে।

শ্যামা। শোন্ শোন্ মাগী শোন্! দুগ্‌গা কি বলে শোন্।

তুলসী। তোমারই মেয়ে ত?

শ্যামা। দুগ্‌গার এমন বিশ্রী চেহারা হয়ে যাচ্ছে, কোন অসুখ বিসুখ করেনি ত?

তুলসী। তাই ত বলি,—সংসারে এই একটী; একে শুকিয়ে যেতে দেখলে কি মনে সুখ থাকে? না গান ভাল লাগে?

নব। না বাবা, আমার ত অসুখ করেনি।

তুলসী। তবে তুই শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন?

নব। কি জানি।

তুলসী। জামায়ের কিছু খবর পেয়েছ কি?

শ্যামা। কেন কি হয়েছে?

তুলসী। অনেক দিন আসে নি। তা খবর রাখতে নেই!

শ্যামা। আমরা বুড়ো হয়েছি, কোথা সে আমাদের খবর রাখবে না,—আমি তার খবর নিয়ে বেড়াব। সে কি এক জায়গায় থাকে?

তুলসী। এক জায়গায় থাকে না ত, থাকে কোথা?

(নেপথ্যে দ্বারে টোকার ধ্বনি)

শ্যামা। ঐ যাও, কে দরজায় টোকা মার্‌ছে, দেখে শুনে দরজা খুলো। (তুলসীর গমনোদ্যত)

নব। মা, তুমি থাক, আমি যাই।

তুলসী। দেখিস্ মা, দেখে শুনে দরজা খুলিস্।

(নবদুর্গার প্রস্থান)

শ্যামা। এত রাত্রে এ দুর্যোগে কে টোকা মারে? তুই গেলে হ'তো।

তুলসী। তুমি কোন্ গেলে? ছোঁড়াগুলো এলে ত দরজা খুল্‌তে তর্ সয় না।

শ্যামা। চুপ কর্, ঐ কে আস্‌ছে!

(মেঘনাথ ও নবদুর্গার প্রবেশ)

মেঘা। (দণ্ডবৎ করিয়া) অনেক দিন আস্‌তে পারিনি, আপনাদের খবর ভাল?

তুলসী। এই বাবা, তোমার কথাই হোচ্ছিল,—এস।

শ্যামা। (জনান্তিকে) জামায়ের জন্যে ভাবছিলি—এখন চ খাবার দাবার যোগাড় কর্‌বি চ।

তুলসী। হাঁ চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

নব। কেউ পাছু নেয় নি ত? কেউ দ্যাখেনি ত?

মেঘা। তোর্ কেবল ঐ ভয়। আমাকে মারে এমন লোক ত দেখতে পাই নে।

নব। বুড়ো মা বাপ ছাড়া আমার আর কে আছে। আর তুমি, তোমার থাকা না থাকা সমান। এই এক বছরের পর আজ আমায় মনে পড়েছে। তুমি যে চাকরি কর, তাতে যে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, তা মনে হয় না,—কে কবে তোমায় দুম্ ক'রে মেরে ফেল্‌বে! এই দেখ, তুমি এখানে এসেছ এতেও আমার পরাণে সুখ নেই। আমাদের এখন যা কিছু ধুলো কুঁড়ো হয়েছে, তা'তে তোমার চাকরি না কর্‌লেও চলে। চল, আমরা ঘর দোর বিক্রি ক'রে আর কোথাও যাই। তোমার পায়ে পড়ি চাকরি ছেড়ে দাও।

মেঘা। নব, তুই অত ভাবছিস্ কেন? আমায় মারে কার সাধ্যি। আমার বয়স যখন এগার বচ্ছর, তখন তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। তখন থেকে আজ অবধি যা যা ঘটেছে, সবই তুই জানিস্। তুই বল্ দেখি, আমি যদি আজ চাক্‌রি বাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকি, দুষ্টু লোককে জব্দ না করি; ডাকাতেরা আমার সাম্‌নে লুট্‌পাট্ করে, গেরস্থর বৌ ঝিকে বে-আবরু করে, ক্ষেমতা থাক্‌তেও যদি তাদের কিছু না বলি, সেখান থেকে সরে যাই, তা'হলে আমার এত দিনের লাঠি খেলার কি ফল হ'ল? তুই কি এতদিন জানিস্ নে যে, ধর্ম্মই মানুষের প্রাণ,—ধর্ম্মই মানুষের মান।

যার ধর্ম্ম কর্ম্ম নেই, যার দয়া মায়া নেই, যার প্রাণ পরের জন্যে কাঁদে না, সে আবার মানুষ কিসে? দেখ্ নব! আগে আমি এত কথা জান্‌তুম্ না, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কা'কে ব'লে কিছুই বুঝতুম্ না, ভগবান এতদিনে আমায় দয়া করেছেন, তা না হ'লে এমন ধার্ম্মিক মনিব পাব কেন? এখন আমি যে সব কথা বল্লুম্, এ আমার কথা নয়, আমার মনিবের কথা। এমন মনিব ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? নব, বল্—তুই-ই বল্, এমন ধার্ম্মিক মনিবকে কি তুই ছাড়তে বলিস্?

নব। আমার দোষ নিও না—আমি পাগল। না জেনে, না বুঝে, অনেক ফাল্‌তু কথা বলেছি, তোমার মন যে এত উঁচু, তা আমি এতদিন বুঝতে পারিনি, আজ বুঝলেম্, তুমি মানুষ নও, দেবতা। আর আমি তোমার ধর্ম্মে কর্ম্মে বাধা দোবো না, অমন ভাল মনিবকে ছাড়তে বলবো না।

মেঘা। সত্যি বলছি নব! তোর সরল কথায় আজ আমার বুকে বল এল'।

তুলসী। (নেপথ্যে) নব?

নব। ঐ মা ডাকছেন, বোধ হয় তোমার খাবার তৈরী কর্‌তে। তুমি একটু জিরোও, আমি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য ।

পর্ণ কুটীর ।

মেধো ।

মেধো । ওরে যেদো ? যেদো ?

(যেদোর প্রবেশ)

যেদো । কি মেধো ?

মেধো । ভাই আমার মেধো বোল্‌তে অজ্ঞান ।

যেদো । এমন গুণের মেধো কা'রও কথন হয়ও নি হবেও না । মেধো বোল্‌তে কি সাধে অজ্ঞান হই ।

মেধো । যেদোর আমার মুখের সাপট্‌ খুব, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা ।

যেদো । মেধো, তোর ছিচরণে হুকুমের বাঁদর হোয়ে আছি, এতেও যদি তোর মন না ওঠে তবে নাচার ।

মেধো । কি কথাটা আমার রাখিস্‌ বল্‌ ত ? কি হুকুম মত কাজ করিস্‌ বল্‌ ত ?

যেদো । মেধো, বল্‌ত তোর কোন্‌ কথাটা না রাখি, কোন্‌ হুকুম মতন না চলি ?

মেধো । বটেরে এমন কথা !

যেদো । যেদো, মুখে যা বলে, কাজেও তাই করে, একটাও নড়্‌ চড়্‌ হয় না ।

মেধো । এমন কবে হোলি,মেধোর ওপর এত টান কবে হোলো ?

যেদো। চিরকালই আছে।

মেধো। মাইরি ?

যেদো। মাইরি।

মেধো। তবে একটা কাজ কর্ ?

যেদো। কি কাজ বল্ ?

মেধো। পার্‌বি ?

যেদো। পার্‌বো।

মেধো। পার্‌বি ?

যেদো। পার্‌বো।

মেধো। পার্‌বি ?

যেদো। খুব পার্‌বো।

মেধো। পেছপাও হ'বি নি ?

যেদো। (বুক ঠুকিয়া) মেধো, তুই থাক্‌তে পেছপাও হ'ব—আমার কুষ্টিতে একথা লেখেনি।

মেধো। এই ত যেদো, ভয় পেয়ে গেলি ?

যেদো। ভয়—ভয়—ভয় কোথায় পেলুম্।

মেধো। মেধোর ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিলি, আবার বল্‌ছিস্, ভয় কোথায় পেলুম্।

যেদো। মেধো, তোর কথার ছাঁদ যে রকম্, তা'তে আমার ত আমার, আমার চোদ্দ পুরুষ ভয়ে কেঁপে উঠ্‌বে।

মেধো। তোকে কোন কথা বলা আমার বাবার ঝক্‌মারি। তোর দ্বারা কোন কাজ হবে না, খালি কথার পুঁটুলি।

যেদো। ছিঃ ছিঃ ! তোর কথা শুনে গলায় দড়ি দিয়ে মোর্ত্তে ইচ্ছে হোচ্ছে। চিরকাল ছেলে খেয়ে আজ হলুম্ ডান্, চিরকাল তোর হুকুমে চলে ফিরে আজ আমার দফা রফা কোরে দিলি, বাঁদর বানিয়ে দিলি। কি কোর্‌তে হ'বে বোলেই ফেল্‌না ?

মেধো। ভ্যালা মোর ভাইরে, দুঃখু কোরিস্‌নে ভাই, তুই আমার ডান হাত, তোর ভরসাতেই আমার ভরসা। কি জানিস্ ভাই, মেঘাকে ঘাল কোর্‌তে হবে, মেঘার দফা রফা কোর্‌তে হবে।

যেদো। ওরে বাপ্ রে !

মেধো। ভয় পেয়ে গেলি যে, আমরা দুজনে এত বড় খেলোয়াড় হোয়ে মেঘাকে সাব্‌ড়াতে পার্‌বো না, দুৎ তোর্ নিকুচি কোরেচে।

যেদো। কেন মেধো ? মেঘার ওপর তোর এত রাগ কেন ? মেঘা ত আমাদের কোন অনিষ্ট করেনি,—সে ত এক কথায় সর্দ্দারি ছেড়ে দিলে।

মেধো। মেঘা বেঁচে থাক্‌তে কোন কাজই হাসিল্ হবে না, তা'ত দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ?

যেদো। তা'ত পাচ্চি। মেঘা বড় ভাল পথ ধোরেছে। মেঘা আছে বোলেই গেরস্তর মান ইজ্জৎ বেঁচে যাচ্ছে। মেঘা না থাক্‌লে, দেশের আজ কি দুর্দ্দশা হোতো বল্ দেখি ?

মেধো। দুৎ তোর্ ছাই,—তোর্ খালি ঐ কথা। নিজের সুখ চুলোর দোরে দিয়ে, পরের মান-ইজ্জৎ নিয়ে কি ধুয়ে খাবি ?

যেদো। না মেধো, অমন কথা বলিস্ নি, গেরস্তর মান-ইজ্জৎ বজায় রাখবার্ জন্যে যে প্রাণ দেয়, সে মেঘার ওপর কোন কথা আমার কানে তুলিস্ নি।

মেধো। মেঘা একটা ছোট জাত, হাড়ী বাগ্দী, অস্পৃশ্য, ছুঁলে নাইতে হয়, সেটা গেলেই বা কি ? আর থাক্‌লেই বা কি ?

যেদো। মেধো, অমন কথা বলিস্ নি, মেঘা যে কাজ কোচ্ছে বামুনে তা' পারে না, আমাদের মত গয়লা ত কোন্ ছার্।

মেধো। থাম্ থাম্ তুই থাম্। তোর্ কেষ্ট বুলি শুন্‌তে শুন্‌তে কান ঝালা ফালা হোয়ে গেল।

যেদো। তোর কথা রাখবো, কিন্তু মেঘাকে ঘাল কোর্‌তে আমার সাধ্যি নেই, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা মেধো, আজ হটাৎ একথা তোর মনে এল কেন ?

মেধো। এখন আমি রাজীব বাবুর ডাকাতির দলে ভিড়েছি তা' জানিস্ ত ?

যেদো। তা জানি।

মেধো। সেই রাজীব বাবুর হুকুম, মেঘাকে ঘাল কোর্‌তে হবে।

বাবু বোলেছে, যে মেঘাকে সরাতে পারবে, তাকে দশ হাজার টাকা দেবে।

যেদো। তা বুঝলুম্, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না, একেই ত সে একাই একৃশ, তার ওপর এখন আবার গিরীন বাবু তার পেছনে আছে জানিস্ ত?

মেধো। কুছ্ পরোয়া নেই। তোকে তার সঙ্গে লড়াই কোর্‌তে বোল্‌ছি না, চালাকিতে কাজ সার্‌তে হবে। সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে এমন ধারা কাজ কোর্‌তে হবে।

যেদো। কি কোর্‌বি?

মেধো। আছে—আছে—মেধোর মাথায় অনেক ফন্দি আছে।

যেদো। তুই কচু কোর্‌বি। রাজীব বাবুর হামিদ উল্লাই মেঘার সব কোল্লে, আর তুই সব কোর্‌বি,—শুন্‌লে হাসি পায়।

মেধো। কোর্‌বো কি? কোরে ফেলেছি।

যেদো। যা—যা—যা! আর বোকিস্‌নি যা!—

মেধো। 'বিশ্বেস্ না কোরিস্ না কোর্‌বি, যা ফন্দিটা ঠাওরেছি তা' কাজে হোলে আমাদের আর কোরে খেতে হবে না।

যেদো। ঐ চস্যগুি শালা রাজীব আমাদের খাওয়াবে,—পরাবে, হাঃ হাঃ হাঃ!

মেধো। তা দেখিস্—

যেদো। ঢের্ দেখেছি, সে গুড়ে বালি,—দেখে নিস্!—দেখে নিস্!—দেখে নিস্!

মেধো। দিক্ না দিক্ সে আমি বুঝবো, তবে ফন্দিটা যা বার কোরেছি সেটা নিষ্যাৎ।

যেদো। বেশী কথায় দরকার কি, বল্‌না বাপু ?

মেধো। তবে বলি শোন্, বামুন হোয়ে বাগ্দীর জল খায়, রাত দিন তার সঙ্গে ছোঁয়া নেপা করে বোলে গিরীন বাবুকে জাতে ঠেলে এক ঘোরে কোর্‌তে হবে। তারপর মেঘা যেমন লোক, সে যখন শুন্‌বে, তার জন্যেই তার মনিবের এই দুর্দ্দশা, তখন কি আর সে দেশে থাক্‌বে ? আর গিরীন বাবুও তখন তাকে ছাড়তে পারলে বাঁচবে, তখন যাদুকে দেখে নোবো।

যেদো। ভ্যালা রে মেধো আমার, কি বুদ্ধিটাই বা'র কোরেছিস্, কিন্তু গিরীন বাবুকে জাতে ঠেল্‌বে কে ? তুই না আমি ?

মেধো। সে সব ঠিক্ কোরেছি। টাকায় কি না হয় ? তাতে আবার মুখ্যু বামুনগুলো ভারি লোভি। পয়সা পেলে তারা সব কোর্‌তে পারে। আমাদের দীনু ঠাকুরকে জানিস্ ত,—আমি তাকে হাত কোরেছি।

যেদো। হাঁ, ওর অসাধ্য কাজ নেই বটে, কিন্তু ও বামুনও ত হরে বাগ্দীর মেয়েকে রেখেছে। তার ওপর নেশা ভাঙের ত কথাই নেই। ওকেই কে জাতে ঠেলে তার ঠিক্ নেই, ও আবার কি কোরে গিরীন বাবুকে জাতে ঠেল্‌বে ?

মেধো। আরে সে ত লীলে খেলা। বাগ্দীর মেয়েকে রাখ্‌লে

কি বামুন্ দেব্‌তার জাত যায়, বাগ্দীর জল খেলেই যায়। তুই এ সব শাস্ত্রের কথা বুঝ্‌তে পার্‌বিনি। ঐ দেখ্ ঠাকুর পণ্ডিতের মত ঢং কোরে কেমন মেঘার পিছু নিয়েচে। এই দিকেই আস্‌ছে, একটু সরে যাই চ।

(উভয়ে অন্তরালে গমন)

দীন। হরি! হরি!

মেঘা। (পশ্চাৎ ফিরিয়া) প্রণাম হই ঠাকুর।

(নতজানু হইয়া পদধূলি গ্রহণে হস্ত প্রসারণ)

দীন। (ঘৃণার স্বরে) ছুঁস্‌নে!—ছুঁস্‌নে!

মেঘা। কেন ঠাকুর?

দীন। তুই বেটা হাড়ী বাগ্দী! অস্পৃশ্য! ছোট জাত! পশুরও অধম! তোর ছায়া মাড়ালে নাইতে হয়! বেটা, একটা বামুনের জাত খেয়েছিস্, আবার আমার জাত খেতে এয়েছিস্,—তফাৎ যা! বেটা তফাৎ যা!

মেঘা। সে কি দেব্‌তা! আমি বামুনের জাত খেলুম্ কি কোরে? অত বড় জাত খাই অমন ক্ষমতা আমার মত হীন জেতের কি থাক্‌তে পারে প্রভু? আমাদের আর কতটুকু হাঁ দেব্‌তা?

দীন। আরে মোলো, বেটার আবার মস্করা করা হোচ্চে। গিরীশ বাবুর বাড়ীর ভাত খেয়ে বেটার বেজায় তেল হোয়েছে। এখন তোর গিরীশ বাবুকে কে রক্ষে করে

দেখ্‌গে যা। সে তোকে ঘরে রেখে বাগ্দী হোয়ে গেছে জালিস্? আর তাকে বামুনাই ফলাতে হবে না। গাঁয়ের সব বামুন এক জোট হোয়ে তাকে এক ঘরে কোর্‌বে। তখন বুঝ্‌বি এ দীন ঠাকুরের কত বড় ব্রহ্মণ্য তেজ! এই চল্লুম্ তোর মনিবের মাথা খেতে।

মেঘা। এঁ্যা! ঠাকুর বলে কি! আমার জন্যে এমন মনিবের সর্ব্বনাশ হবে! তাইত কি করি! কি করি!—ও বামুন সব পারে! না! আমি আজই এ গাঁ ছেড়ে যাবো! মনিবের কাছে হুকুম্ চাইতে গেলে তিনি কিছুতেই ছাড়বেন্ না! তাঁর কাছে আর ফেরা হবে না!

(মেঘার বেগে প্রস্থান)

(মেধো যেদোর প্রবেশ)

মেধো। (দুই হাত ঠুকিয়া) কেমন তাক্ লাগিয়েছিরে যেদো, কেমন তাক্ লাগিয়েছি।

যেদো। (কোমরে দুই হাত দিয়া দোলাইয়া) ধোপে টেঁক্‌লে হয় রে দাদা, ধোপে টেঁক্‌লে হয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

(মেঘনাথের পুনঃ প্রবেশ)

মেঘা। আমি নীচ বাগ্দী,—বেড়াল কুকুরেরও অধম! বেড়াল কুকুর ছুঁলে বাবুদের জাত যায় না,—আমরা ছুঁলে যায়! তবে আমাদের কি কোর্ত্তে এখানে পাঠিয়েছ ভগবান! দেবতা-বামুনের সেবা কর্ব্বারও কি অধিকার

আমাদের নেই? দেবতা কি কেবল বামুনেরই, — আমাদের কেউ নয়? আমরা তাঁর ঘরে ঢুক্‌লেও তিনি অশুদ্ধ হোয়ে যান! কিন্তু তাঁর গায়ে যে কত মাছি বোস্‌ছে, কৈ তাতে ত তিনি অশুদ্ধ হন না! আমরা কি এতই নীচ! আমার এমন সোনার মনিব তাঁকে ছুঁলে কি তিনি পেতল হোয়ে যাবেন? কৈ, মন ত সে কথা বোলতে চায় না! মন বলে, আমরাই পেতল, তাঁকে ছুঁলে সোনা হোয়ে যাবো, নৈলে বড়র্ আর কি মহিমা? আমাদের মত নীচকে উদ্ধার কোর্‌তেই ত তাঁরা জন্মেছেন। তাইত ঠাকুর! এ যে বড় ধোঁকায় ফেল্লে।

(গাহিতে গাহিতে জগা পাগলার প্রবেশ)

জগা। গীত

মন কেন রে ভাবিস্ এত
যেন মাতৃহীন বালকের মত—
ভবে এসে ভাবছ বসে, কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়, ও যে বড় অদ্ভুত,
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হ'য়ে ব্রহ্মময়ী সুত॥
এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত,
(ও মন) মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী
কার ভয়ে সে হয়রে ভীত॥



জগাপাগলা—শ্রীসন্তোষকুমার দাস।

মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত,
যেমন "জাগরণে ভয়ং নাস্তি" হবে রে তোর তেম্নি মত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কররে মনের মত,
(ও মন) গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত ॥

জগা। কিরে বেটা ব'সে ব'সে কি ভাবছিস্? মনটা যে বেজায় ভার্ দেখ্ছি। বিষম ধোঁকা না? দূর্ বোকা! এ এ দুনিয়াটাই ধোঁকার টাটি! অমন দু একটা ধোঁকায় পোড়ে হাবু ডুবু খেলে চোল্‌বে কেন? ও যত ভাব্‌বি ততই হাঁফিয়ে উঠ্‌বি! তার চেয়ে এক কাজ কর্। ও সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কেবল হাস,—খুব হাস, খুব জোরে জোরে হাস। মনে মনে হাসলে চোলবে না,—মন খোলসা কোরে হাস, তবে ত মন খোলসা হবে, মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। মনের প্যাঁচ রেখেই ত তোরা সর্ব্বনাশ কচ্চিস্! প্যাঁচ রাখ্‌লে চোলবে না, ঘোর্ ফের্ চোল্‌বে না, সরল চাই। সরলে সরল মেলে, রসময়ে পায় কোলে। কুটিল হোলে মিলবে না। সরলে সরলে মিল খায়, সরলে কুটিলে মিল খায় না, দেব্‌তা ভূতে মিল খায় কিরে বেটা? হাঃ হাঃ হাঃ!

মেঘা। তোমার কথা শুনে মনে হোচ্চে দেব্‌তা, আমার ঘাড় থেকে ভূতটা যেন নেমে যাচ্ছে।

জগা। ওরে বেটা, তোদের ঘাড়ে শুধু ভূত চেপে নাই, পেত্নীও আছে। এই দুটোয় তোদের নাস্ত নাবুদ কোচ্চে, কোন দিকে পালাতে দিচ্ছে না, ঘাঁটি আগ্‌লে বোসে আছে। ভূতের চেয়ে পেত্নী মায়াবী, ঐ মায়াতেই ভুলে আছিস্। এ মায়ার গণ্ডী ডিঙান তোদের সাধ্যি নয়। জান্ চাই,—জান্ চাই,—মরিয়া হোয়ে লাগা চাই। এ যে-সে মাগী নয়, যে একটা হুম্‌কিতেই পালাবে। এমন বেড়ী দিয়ে বেঁধে রেখেছে যে, কাটতে গেলে অনেক কাট খড়। ওপর ওয়ালার কাছে নালিস্ চাইরে বেটা, নইলে কাটবি কিসে? তোর চেহারাটা কাজের আছে, মনটাও যদি কাজের কোর্‌তে পারিস্, তোর নাগাল পায় কে? পাগলের কথা কে শোনে, কে রাখে? আরে বেটারা, পাগলামি কোন্‌টা নয়। তোরা যে ভাবিস্ এত বুদ্ধিমান, তোদের বুদ্ধি কোথা রে বেটা? ঝুটোকে আসল জেনে তাতে প্রাণ মন ঢেলে দিচ্ছিস্, এই তোদের বুদ্ধি রে বেটা? মনে কচ্চিস্, এ সব টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত সঙ্গে যাবে,—তা নয় রে বেটা তা নয়। কানা কড়িও সঙ্গে যাবে না, যাবে ধর্ম্ম।

মেঘা। দেব্‌তা, তোমার কথা শুনে ক্ষিদে তেষ্টা চলে যায়।

জগা। দূর্ বেটা, তুই আমার সাম্‌নে থেকে দূর্ হোয়ে যা। আগে ভেবেছিলেম্ তোকে বোল্লে কিছু কাজ পাব,

এখন দেখ্ছি তা নয়। কোথা তেষ্টা দিন দিন বেড়ে উঠবে ? না চলে গেল। বোকা তোকেই বা বলি কেন ? তোর মনটা ভাল তাই তোকে বলি। বড় বড় ভূঁড়ী, বড় বড় দাড়ী, বড় বড় টিকি, বড় বড় শিখি, ঢের্ আছে তাদের চেয়ে তুই ভাল। তোকে বোল্লে কাজ হবে, তাই বলি।

মেঘা। আমি নীচ জাত, আমায় বোল্লে কি কাজ হবে দেব্তা ?

জগা। তুই নীচ ? বলিস্ কি রে বেটা ? যে নিজের প্রাণ দিয়ে পরের উপকার করে, সে নীচ কি রে বেটা ?

মেঘা। দেব্তা, দেখ দেখ জোচ্ছনা রাত বুঝে, আলো না নিয়ে, কেমন একদল বর বেরিয়েছে দেখ ?

জগা। তুই দেখ্রে বেটা তুই দেখ্, বেশ কোরে লাঠি বাগিয়ে দেখ,—দেখিস্ যেন তাল ফস্কায় না রে বেটা, তাল ফস্কায় না।

মেঘা। দেব্তা, তবে কি ওরা বরযাত্রী নয় ?

জগা। দূর্ বেটা, যদি বরযাত্রীই হবে, তবে লাঠি বাগাতে বল্‌ব কেন রে বেটা ?

(প্রস্থান)

মেঘা। বুঝেছি, এও দেখ্ছি দেবতার ঈশারা। ঐ বর আস্‌চে, এই দিকেই আস্‌চে। ভাল কোরে দেখ্তে হোলো।

(বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হওন)

(বরবেশী হামিদ ও কনের শিবিকা ও বরযাত্রীগণের প্রবেশ, হামিদ কর্ত্তৃক কুলবধূ আক্রমণ ও বলপূর্ব্বক অলঙ্কার উন্মোচনে উদ্যত)

কুলবধূ। হে ভগবান্! হে মধুসূদন্! আমায় রক্ষা কর! রক্ষা কর!

১ম বাহক। (পদে নিক্ষিপ্ত বাঁশের খেঁটের আঘাতে) বাবারে! গেলুম রে! মলুম রে। (পতন)

২য় বাহক। (পদে নিক্ষিপ্ত বাঁশের খেঁটের আঘাতে) ওরে বাপ্পা! পরাণ গেল রে বাপ্পা! পরাণ গেল! (পতন)

হামিদ। (বরবেশ ত্যাগ করিয়া) মাছি পোড়েছে, লাঠি ধর্,—ব্যাটারা লাঠি ধর্!

বরযাত্রীরা। (বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া যষ্টি হস্তে) যো হুকুম্ সর্দ্দার!

(মেঘনাথের প্রবেশ)

হামিদ। (অনুচর সহ মেঘাকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া) পালারে—পালা—পালা!

(দস্যুদল পলায়নে উদ্যোগ)

মেঘা। পালাস্ কোথা? শালারা যদি মুণ্ডু বাঁচাতে চাস্, তবে নাকে কানে খৎ দে, বল্, আর কখন এমন কাজ কোর্‌বিনি? যদি ঘাট না মানিস্, তবে দেখ্, আজ তোদের কি দশা করি। (লাঠি উত্তোলন)

হামিদ। দোহাই সর্দ্দার! মোদের মারি ফ্যাল্‌বান্ না, মোর্ নাকে কানে খৎ, মুই কিরা কর্‌চি এ কাম্ আর কর্‌বুনি।

মেঘা। খবর্‌দার্! তুই বেটা যত নষ্টের গোড়া। তোকে যদি ফের্ এ কাজে দেখি, তা হোলে তোর মুণ্ডু আর রাখ্‌বো না।

হামিদ। মুই এ কামে গোড়া লই সর্দ্দার। রাজীব বাবু মোদের সর্দ্দার। তেনার জমিদারীতে মোদের বাস। তেনার হুকুম্ অমান্যি কোর্‌লি, মোদের আর বাঁচি থাক্‌তি হোবানি, মোদের ঘর দোর সব পুড়ায়ে ছার্‌খার্ করায়ে ফ্যাল্‌বান্, জান্ বাচ্ছা এক গাড়্ করায়ে ফ্যাল্‌বান্। তেনারি হুকুমে মোরা এ কামে বাহাল আছি, তাই মোরা দুবেলা দুমুঠো খাইবার্ পাই সর্দ্দার।

মেঘা। আজ আমি তোদের মাপ কোর্‌লুম্। একাজ ছেড়ে দিলে, তোর রাজীব বাবু যদি বাস উঠিয়ে দেয়, আমার মনিবকে জানালে, তাঁর জমিদারীতে তোদের বাস করাবেন, আর তোদের সকলকে চাকরী দিয়ে দেবেন।

হামিদ। (করযোড়ে) সর্দ্দার, আপন্‌কার বাক্যি মাথায় ধর্‌লাম্। আজ হোতি এ কামে ছাড়ান্ দেলাম্। আজ হোতি আপনি মোদের সর্দ্দার। আপনি ঝা হুকুম্ কর্‌বান্ মোরা তাই কর্‌বান্।

মেঘা। আচ্ছা, একটু দাঁড়া! দেখ্, তোরা যদি বাঁচতে চাস্ ত' সবাই মাকে দণ্ডবৎ কর্। আর মা কালীর নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা কর্, যে আজ থেকে দেশের সব মেয়েরা তোদের মা বোন্।

সকলে। (সেলামান্তর) আজ থেকে দেশের সব মেয়েরা আমাদের মা বোন্।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

মেঘনাথ।

মেঘা। আজ অনেকটা পথ এসে পোড়েছি। এ পথে কখন এসেছি বোলে মনে হয় না। এখানে যে এক সময়ে লোকের বাস ছেল, তা ভাঙ্গা ঘর দোর দেখ্‌লেই বোঝা যায়। লোকগুলো সব গেল কোথা? আজ কালের দিনে, টাকা-কড়ি মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে চলা ভারি কঠিন হোয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা দু বেলা দু মুঠো পেট ভোরে খেতে পায় না, সেই সব গরীবের ওপর যদি নিত্য নিত্য জুলুম্, জবরদস্তি, লুঠ-তরাজ হয়, তা হোলে তারা বাস না ছেড়ে বাঁচে কি কোরে? যারা টাকার গাদায় বোসে আছে, তাদের প্রাণে একটুও মায়া দয়া নাই। আর থাক্‌বেই বা কি কোরে? গরীবের রক্ত শুষেই ত সে টাকার গাদা তৈরী হোয়েছে। ওরা কি মানুষ না রাক্ষস!

(জগা পাগলার প্রবেশ ও গীত)

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া,
বাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া॥
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি—
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া,
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া,
মিছে এদেশ সে দেশ করে বেড়াও
বিধির লিপি কপাল যোড়া।
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন সালের কোঁড়া,
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধররে মন্ত্র যোড়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, পাঁচ সোয়ারের তুমি ঘোড়া,
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি,
তোমায় কর্‌বে তোলাপাড়া॥

তুমি এসেছ ভালই হোয়েছে,—তোমার কাছে থাক্‌লে আমি থাকি ভাল।

জগা। হাঃ হাঃ হাঃ! বেটা তোর ভেতর আমি, আমার ভেতর তুই, এতে থাকাথাকি কিরে বেটা?

মেঘা। দেব্‌তা, আমি কিছুই বুঝ্‌লুম্ না।

জগা। "আমি" কে চেনা চাই, তবে "আমি" বুঝ্‌বি। তোর এই চোদ্দ পোয়া থেকে প্রাণটা বেরিয়ে গেলে, তোর

আমি বলা ঘুচ্‌বে, তোর মাটীর দেহ মাটীতে পোড়ে থাক্‌বে। হাঃ হাঃ হাঃ! ওরে বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড, তুই যাকে আমি-আমি কচ্চিস্, সে "আমি" নয় রে বেটা "আমি" নয়।

মেঘা। তবে "আমি" কে দেব্‌তা? এ শরীরটে কি আমি নই?

জগা। দূর্ বেটা, তোর জ্বালায় আমি গেলুম্! গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে ইচ্ছে কচ্চে। আমি মুখ্যু—পাগল মানুষ,—খালি পাগলামি জানি, খালিখালি বোক্‌তে জানি। তুই বেটা যেমন চিরকাল চোর ডাকাতের দলে মিশে চোর ডাকাতের হাড় হদ্দ হজম কোরে বোসে আছিস্, আমিও সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে ঘুরে ফিরে পিড়িং পাড়াং কোর্‌তে শিখেছি, তা না হোলে তুইও যে জিনিষ আমিও সেই জিনিষ। হাঃ হাঃ হাঃ!

মেঘা। আমার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় কি দেব্‌তা?

জগা। মুখ্যুর পাল্লায় পোড়ে আচ্ছা নাস্তানাবুদে পড়েছি গা। একশ মুখ্যুকে নিয়ে স্বর্গে যাবার ভয়ে একজন পণ্ডিতকে নিয়ে পাতালে বাস কোচ্চে, এটা বলিরাজা বড় কম বুদ্ধিমানের কাজ করেনি। সে ত আমার মতন মুখ্যু নয় যে, মুখ্যুর সহবাস কোর্‌বে? সেই মুখ্যুকে নিয়ে ঘর কন্না আমার হোয়েছে। ঘুর্‌ছিলুম্ ফির্‌ছিলুম্ আর পাগলামি কোর্‌ছিলুম্, কোথা থেকে তোর সঙ্গে দেখা

হোলো, আর আমিও যেন আটকা পোড়ে গেলুম্। তোর ঐ কাল চেহারার ভেতর কি যে একটা শাদা জিনিষ আছে, ঐ সাদা জিনিষটাই আমায় টেনে ধোরেছে। তোকে এত বেটা বেটা করি, এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি, কৈ, তাতে ত তোর একদিনও রাগ দেখিনি, বরং আরও যেন তোর ভেতরের রং ফুট্‌ফুটে হোচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ! বাসন মাজলে যোস্‌লে জৌলুস্ যেমন বাড়ে, তোরও যেন দিন দিন জৌলুস্ বাড়্‌ছে,—মনের ময়লা ঘুচে গিয়ে সরল আভা বেরুচ্ছে। তোর ভাগ্যি ভাল রে বেটা, যে সময় থাক্‌তে এ দিকে নজর পোড়েছে। এগিয়ে যারে বেটা এগিয়ে যা। পথে কাঁটা দেখে ডরাস্ নে।

(নেপথ্যে রমণীর আর্ত্তনাদ)

ঐ তোর ডাক পোড়েছে। যা—যা—বেটা—যা।

মেঘা। ঐ ভাঙা বাড়ী থেকেই কান্নাটা আস্‌চে না? মেয়ের গলা না? দেখা যাক্।

(মেঘার বেগে প্রস্থান)

জগা। হাঁ একটা মানুষ বটে। চামড়াখানার সাধ্যি কি ও প্রাণটা দমিয়ে রাখে। কালা চামড়ার ভেতর দিয়ে প্রাণের আলো ফুটে বেরুচ্চে। ওর দাঁড়িয়ে থাক্‌বার যো কি? ঐ ছুটেছে! ঐ ছুটেছে! এক ইঙ্গিতে ছুটেছে! নিজের প্রাণ দিয়ে ছুটেছে! ওকে মারে কোন্



মেঘনাথ—শ্রীভূপেন্দ্র রায় (এমেচার)

বেটা ! ভগবান ওকে আগ্‌লে আছে ! যে পরের জন্যে উচ্ছুগ্‌গু করা, তার কি প্রাণে ভয় আছে ! যা যা—বেটা—যা ! বুক ফুলিয়ে যা ! শত বজ্র ও বুকে ঠেকে চূর্ণ হোয়ে যাবে !

(জগার প্রস্থান)

নেপথ্যে চমি। রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! ধর্ম্ম রক্ষা কর !

নেপথ্যে। ভয় নাই মা, ভয় নাই।

(মেঘা ও চমির প্রবেশ)

চমি। বাবা ! তুমি আমার ধর্ম্ম রক্ষে কোরেছো, প্রাণ রক্ষে কোরেছো ! তোমায় দেখে বদমাইস্‌রা পালিয়ে গেছে ! এ উপকার এ জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো না ! হায় ! হায় ! আমি কি হতভাগিনী আমার অদৃষ্টে এত দুঃখও ছেল !

মেঘা। মা ! কপালের লেখা কে খণ্ডাতে পারে ? কেঁদে কোন ফল নাই,—চলুন আপনার বাড়ীতে রেখে আসি।

চমি। না বাবা ! লোকালয়ে আর এ মুখ দেখাবো না, আমার মরণই ভাল।

নেপথ্যে। (চীৎকার) ডর্‌ নাই ! ডর্‌ নাই !

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ। (স্বগত) শালা হাম্‌কো পছন্তা নেই, আবি শালাকো মার্‌ ডালেগা ! (প্রকাশ্যে) সর্দ্দার এহানে ? মুইও মেয়েলোকের কান্না শুনে এহানে এস্‌ছি। সে দিন হোতি মুই পাপ কামে ছাড়ান্‌ দিছি। ঝোতি আপন্‌কার্‌

মনে এহনও অবিশ্বেস্ থাকে, সে অবিশ্বেস্ আর রাখ্‌বান্ না,—দোহাই আপন্‌কার্ পায়ে পড়ি, মেয়েটিকে বাঁচাও সর্দ্দার! আপন্‌কার্ হোতি এ পুণ্যি কামে মুই বড় আরাম্ পেতেছি সর্দ্দার!

(মেঘার পদে লুণ্ঠিত হইয়া কপট ক্রন্দন)

মেঘা। (হামিদের হস্ত ধরিয়া উঠাইতে উদ্যত হওন) ওঠ! সর্দ্দার ওঠ

চমি। (পশ্চাতে বিষাক্ত ছোরা হস্তে স্বগত) মর্! বেটা মর্! ছট্‌ফটিয়ে মর্! বিষের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মর্! (দ্রুত আক্রমণোদ্যত ও পতন)

(মেঘার পশ্চাতে দেহ পতনের শব্দ হওন)

মেঘা। কে পোড়্‌ল? (পশ্চাৎ অবলোকন ও ছোরা সমেত চমির হস্ত ধারণ, হামিদের প্রস্থান) কে তুই? তোর বাড়ী কোথা? এখানে কেন এসেছিস্? তোকে এখানে কে আন্‌লে? তোর হাতে ছোরা কেন? বল্ শিগ্‌গির বল্?—না বোল্লে এখনই তোকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো।

চমি। আমি কিছুই জানি না।

মেঘা। (হস্ত পেষণ) ঠিক্ বল্?

চমি। মোরে গেলুম্! মোরে গেলুম্! উহু! উহু! বোল্‌চি! বোল্‌চি! উহু! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!

মেঘা। বল্ সত্যি বল্?

চমি। বাবা! আমার দোষ নাই। আমি মেয়ে মানুষ কি জানি বাবা! আমায় যেমন শিখিয়েছে, আমি তেম্‌নি শিখেছি! ওদের কথা না শুন্‌লে আমার পরাণটা যায়! কি করি, ওদের কথায় রাজী হোয়েছি! দোহাই বাবা! রক্ষা কর বাবা! রক্ষা কর!

মেঘা। এখনও ন্যাকামি! যেন কিছুই জানে না! ওদের ওদের কোরে পরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস্‌! বল্‌ বেটী বল্‌— ওরা কারা বল্‌? কাট্‌তে এসেছিস্‌ কেন বল্‌? না বোল্লে হাতটা মড়মড়িয়ে ভেঙে দোবো।

(মোচড় দেওন)

চমি। ছাড়! ছাড়! মলুম্‌! মলুম্‌! বল্‌ছি! বল্‌ছি!

মেঘা। ঠিক্‌ বল্‌ সয়তানি ঠিক্‌ বল্‌?

চমি। (এদিক ওদিক চাহিয়া) হামিদ উল্লা তোমার শত্রু। ঐ আমায় কুলের বার কোরেছে। ওরই ভয়ে তোমায় মার্‌তে গেছি! তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি বাবা! হাতে হাতে পাচ্ছি!

মেঘা। তুই মেয়ে মানুষ তাই রক্ষে পেলি। পুরুষ হোলে আজ তোর কি দশা কোর্‌তুম্‌ দেখ্‌তে পেতিস্‌। ফের্‌ যদি তুই এ রকম কাজে হাত দিস্‌, তোকে আছড়ে মার্‌বো।

চমি। বাবা! তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি, এ জন্মে এমন কাজ আর কখনও কোর্‌বো না।

মেঘা। দূর্ হ! বেটী দূর্ হ! এবারকার মত তোকে ছেড়ে দিলুম্।

(চম্মির প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দীন ঠাকুরের কুটীর।

দীন ঠাকুর।

দীন। (নস্য গ্রহণান্তর টিকি ঘুরাইয়া) গিরীল! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা আমায় অপমাল করিস্! দশের মাঝে পণ্ডিতের মাঝে বিদেয় লা দিয়ে অপমাল কোরে তাড়িয়ে দিস্! আমি এত বড় একটা দীল ঠাকুর, বড় বড় টিকিদাস, বড় বড় ভুড়ীদাস, বামুন পণ্ডিতগুলো যার কোড়ে আঙুলের যুগ্যি লয়, সেই দীল ঠাকুরকে অপমাল করিস্! কোর্লি কি লা একটু ঢুকু ঢাকু করি বোলে, হরে বাগ্দীর মেয়ের সঙ্গে লট্-ঘট্ আছে বোলে। ওরে শালা গিরীল, ওতে দোষ লেই রে শালা দোষ লেই,— ওটা হোচ্চে আমার লীলে খেলা! এই যে তুই হাড়ী বাগ্দীর ভাত খাস্, মেঘা বাগ্দীর সঙ্গে গলা ধোরে ইয়ারকি দিস্, তাতে কোল দোষ হয় লা বুঝি? দীল ঠাকুরের বেলাই যত দোষ? আচ্ছা এর বিহিত কোর্বো, তোর গুষ্টিবর্গকে এক ঘোরে কোরে ধোপা লাপিত

বল্‌ধ কোর্‌বো তবে ছাড়বো! জালিস্! আমার লাম দীল ঠাকুর।

(ব্যঙ্গ করিতে করিতে লালমাধবের প্রবেশ)

লাল। (নস্য গ্রহণান্তর) তা আর জালি লা? মৎ পিতঃ সগ্‌গালে গগ্‌গা লাভ কোরেছে! পিতঃ লস্যি লবা? (হাত নাড়িয়া) আল্লা, আল্লা। আল্লা—আল্লা বলাও যা, আর গগ্‌গা লাভ করাও তা। (বার বার উচ্চারণ ও বার বার নস্য গ্রহণ)

দীন। (চটিয়া) ঠাট্টা? আমায় ঠাট্টা? লেলো, থাম্ থাম্, আর জ্বালাস্ লে থাম্! ঘ্যালর্ ঘ্যালর্ আর ভাল্ লাগেলা। মর্‌চি লিজের জ্বালায়, তুই এলি আবার জ্বালাতে! থাম্ থাম্ লেলো থাম্। (নস্য গ্রহণ)

লাল। থাম্‌বো কি দাদা? তোমারই মুখের বাক্যিই ত বোল্‌ছি দাদা? বলি দাদা, গলায় তিন দণ্ডী পৈতে জড়িয়ে ত খুব বামনায়ের গর্ব্ব কোচ্ছো, কিন্তু দাদা, ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম কি তা' জান?

“শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিকং ব্রহ্ম-ধর্ম্ম স্বভাবজং॥”

মানে বুঝ্‌লে কি? এই ঘণ্টা বুঝেছ। ঠকিয়ে টাকা পয়সা নেবার বেলায় ত খুব বক্তৃতা কোর্‌তে পার, আর কাজের বেলায় ঢন্ ঢন্! শোন,—শাস্ত্রের বাক্য শোন। মানে হোচ্চে, যে ব্রাহ্মণ স্থির-চিত্ত, দুর্দ্দমনীয় ক্রোধকে

দমন কোরে রাখবার ক্ষমতা ধরে, বিশুদ্ধাত্মা, ক্ষমা পরায়ণ, সরল, পণ্ডিত এবং সদাচারী তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। তোমার কোন্ গুণ্‌টা আছে বলত দাদা ?

দীন। (রাগিয়া) যা—যা—যা ! আর বকাস্ নে যা ! (নস্য গ্রহণ)

লাল। উচিত কথা বোল্লেই ঠক্ কোরে লাগে। সে দিন কি হোয়েছেল, অত ক্ষেপ্পা কেন ? ও ভালমানুষের ওপর চোট্ কেন ? তোমার কি অনিষ্ট কোরেছে দাদা ?

দীন। কার কথা বোলছিস্ ? ওঃ বুঝেছি,—ঐ অস্পৃশ্য মেঘা-বাগ্দী শালার কথা ? ও শালার বড় বাড় বেড়েছে। ও শালাকে একেবারে দেশত্যাগী করাব তবে ছাড়্‌বো ! ও শালার ছোট জেতের মাথায় মার ঝাড়ু।

(নস্য গ্রহণ)

লাল। বটে—বটে ? কথায় বলে লোকের ভাল কোর্‌তে নেই। যে, লোকের ভাল করে তার বাপ আঁটকুড়ো। মেঘা আছে বোলেই গেরস্থর মান বাঁচছে, তা না হোলে এত্‌দিনে দেশটা পয়মাল্ হোয়ে যেতো।

দান। যেত—যেত, তোর কথাতেই যেত, মেঘার খোসামুদে রামপেসাদে তোর কথাতেই যেত। (নস্য গ্রহণ)

লাল। আমার কথায় কেন যাবে দাদা, তোমার কি চোখ নেই দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

দীন। মেঘার কথা আমার কানে তুলিস্ নে, ওর নাম শুন্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়। (নস্য গ্রহণ)

লাল। আজ কাল তুমি যেন কেমন ধারা হোয়েছ। মেঘার নাম শুন্‌লে ক্ষেপে ওঠ। আগে এমন ধারা ছিলে না ত ?

দীন। মেঘা আমার কি কোরেছে ? মেঘা আমার কি উপকারে আসে যে,মেঘার খোসামোদ কোর্‌তে যাব। মেধো মেদো বেঁচে থাক্ একশ বচ্ছর পরমায়ু হোক্ ! (নস্য গ্রহণ)

লাল। ওঃ বুঝেছি, ওদের খপ্পরে পোড়েছ,—এইবার তোমার দফা রফা !

দীন। কচু পোড়া খা। (নস্য গ্রহণ)

লাল। আমি খাবো কি, তুমি খেয়ে বোসে আছ।

দীন। (গর্জ্জিয়া) মুখ সাম্‌লে কথা ক ! হারামজাদ ! পাজী ! লচ্ছার্ ! (নস্য গ্রহণ)

লাল। মুখ খারাপ কোরো না বোল্‌চি,—গাল দিও না বোল্‌চি।

দীন। তোকে ভয় কোর্‌বো নাকি ?

লাল। আমিও তোমায় ভয় কোরে চোল্‌বো না কি ?

দীন। নিশ্চয়। (নস্য গ্রহণ)

লাল। ওরে বাপ্ রে, ভাল কথা বোল্‌তে গেলুম্, উল্টে আমাকেই গালাগাল্।

দীন। বেশ কোর্‌বো, খুব কোর্‌বো, আরো দোবো।

লাল। তা দেবে না কেন ? যত সব ছোটোলোকের সঙ্গে বাস, তাদের মত স্বভাব হবে না ত কি ভদ্দর স্বভাব হবে ?

দীন। দেখ্ লেলো! ছোটোলোক, ছোটোলোক, করিস্ লে, এখলিই টের্‌টা পাইয়ে দোবো। (নস্য গ্রহণ)

লাল। তা টের পাওয়াবে না কেন? মেধো, যেদো, যার সঙ্গী, সে টের পাওয়াবে না কেন? ভদ্দর ত আর গাছে ফলে না,—আর গলায় পৈতে ঝোলালেই হয় না।

দীন। কী! আমি অভদ্দর! আমি ছোটোলোক! যত বড় মুখ তত বড় কথা!

লাল। তুমি যদি ভদ্দর হোতে ঘুষ খেতে না।

দীন। কী! আমি ঘুষ খোর! তুই যে আমায় যা মনে চায় তাই বোল্‌ছিস্। আমি অভদ্দর,—আমি ঘুষ খোর, ছোটোলোক, আর বোল্‌তে বাকি রাখ্‌লি কি? (নস্য গ্রহণ)

লাল। তা বোল্‌বোইত,একশ বার বোল্‌বো। তুমি কাজে কোর্‌তে পার, আর আমি বোল্‌তে পারিনি, খুব বোল্‌বো।

দীন। যা—যা—যা—যা—যা!

লাল। যা—যা—কি? সত্যি কথা বোল্‌বো এতে আমার অদ্দেষ্টে যা আছে, তাই হবে। ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হয় না,—হাড়ী-বাগ্দীর ঘরে জন্মালেই হাড়ী-বাগ্দী হয় না। যে যেমন কাজ করে, সে সেই ফল ভোগ করে। যে ব্রাহ্মণ নীচ হাড়ী-বাগ্দীর স্বভাব পায়, সে হাড়ী-বাগ্দী, আর হাড়ী-বাগ্দী যদি ব্রাহ্মণ-আচারী হয় সে ব্রাহ্মণ, এ তুমি বেশ জেন।

দীন। (মুখভঙ্গি করিয়া) তা বেশ জানা আছে,—তোকে আমায় আর শেখাতে হবে না। (নস্য গ্রহণ)

লাল। তুমি যে কেমন আচারী তা আমার খুব জানা আছে; কতদূর বিদ্যে তা বেশ জানা আছে, এমন বিদ্যে না হোলে কি ব্রাহ্মণাচারী মেঘাকে গালি গালাজ কর, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর,—ভাল কথা বোল্‌তে গেলে মার্‌তে এস—ছিঃ!

দীন। দেখ্ লেলো? তুই আমায় যাচ্ছেতাই বোলে নিচ্ছিস্। আমি বোলেই তাই এতটা বরদাস্ত কচ্ছি। আর কেউ হোলে এতক্ষণে তোকে মেরে বোস্‌তো। (নস্য গ্রহণ)

লাল। মার্‌তে বাকি রাখ্ ছ কি? আগে কি তোমায় কোন কথা বোল্‌তে গেছলুম্, তুমিই ত আমায় ঘাঁটালে, আগে গাল দিয়ে বোস্‌লে।

দীন। বদমাস্ লচ্ছার্ তবে দেখ্ বি! (মারিতে উদ্যত)

(রাইমণির প্রবেশ)

রাই। ও কি কর! ও কি কর! মতিচ্ছন্ন দশা ধোরেছে!—মোরবেন তাই পালক উঠেছে! (হস্ত ধারণ)

দীন। ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! বেটাকে আজ মেরেই ফেল্‌বো! বেটা আমায় ভারি অপমান কোরেছে! হাড়ী-বাগ্দীর অধম কোরে দিয়েছে! আজ মেরেই ফেল্‌বো! ছাড়! ছাড়!

রাই। ঠাকুর পো ত অন্যায় কিছু বলেনি। তোমার যেমন

স্বভাব সেই স্বভাবকে বোলেছে। তুমি যেমন হাড়ী-বাগ্দীরও অধম লোকের সঙ্গে বসা দাঁড়া কোচ্চো, তাদের যেমন স্বভাব পেয়েচ, সেই স্বভাবকে বোলেছে। ঠাকুর পো ত কিছু অন্যায় বলেনি।

দীন। তুইও দেখ্‌চি আমার কাছে মার্ খাবি।

রাই। মার না দেখি! হাড়ে কত রক্ত তা গায়ে হাত তুলে দেখ না দেখি? আ মর্ মিন্সে, মেয়ে মান্সের ওপর জোর জানাতে এসেছে! জোর জানাবার আর জায়গা পায় নি। (লাল মাধবের উদ্দেশে) ঠাকুর পো, আমি বোল্‌ছি এ ছোটোলোকের বাড়ী থেকে চলে যাও, আর এ ত্রিসীমায় ঢুকো না। যে, ভদ্দর লোকের মান জানে না, ভাল কথায় কান দেয় না, সে ছোটোলোকের বাড়ীতে মানুষে ঢোকে? (লাল মাধবের প্রস্থান)

দীন। ছেড়ে দে। (রাইমণির প্রস্থান)

আমায় বড্ড দাগা দিয়েছে! এর প্রতিশোধ লোবো—লোবো—লোবো—তবে ছাড়্‌বো! (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্যামাদাসের কুটীর।

মেঘনাথ ও নবদুর্গা।

নব। কিছু খেলে না ত? কিছু নিলে না ত? আগে তুমি যা খেতে, তার আদ্দেক খাওয়াও তোমার নেই।

মেঘা। আর কোমবে না, বয়েস ত হোয়েছে।

নব। বয়েসে যে তোমার খাওয়া কোমেছে তা নয়, তোমার কোমেছে ভাবনায় ভাব্‌নায়। তুমি যে আমার কাছে লুকুচ্চো, তা আমি বুঝেছি। আমি তোমার ভেতর বার সব জানি। পরের জন্যে ভেবে ভেবে তোমার যে খাওয়া একেবারে কোমে গেছে তা আমি জানি। তোমায় আমি ধন্যি বোলে মানি, ধাম্মিক বোলে জানি। আগে আগে তোমার ধম্মে কম্মে আমি অনেক বাধা দিয়েছি, এখন আর তা দোবো না। তোমার মুখে ধম্ম কথা শুনে শুনে আমারও চোখ অনেক ফুটেছে। আমার কাছে আর লুকিও না।

(অশ্রুমোচন)

মেঘা। নব! ধার্ম্মিক মনিবের কথা তুই যে মনে কোরে রেখেছিস্, তা আমি জান্‌তুম্ না বোলেই তোর কাছে আমার মনের কথা লুকুতে গেছলুম্, এখন জানলুম্, তোর মনের গুণে, ভক্তির গুণে, তুই এখন সত্যি সত্যিই ফিরে গেছিস্।

নব। (চোখ মুছিয়া) আমি ভক্তি কোত্তে জানি নি, শিখিনি, তোমার মুখে ভাল কথা শুনে শুনে, ধম্ম কথা শুনে শুনে, আমার মনটা এক একবার যেন কেমন কেমন কোরে ওঠে, তা ঠিক্ বুঝ্‌তে পারিনি। হ্যাঁ গা কেন এমন হয় গা?

মেঘা। দেখ্ নব ! তুই জানিস্ ধর্ম্ম কথা যেমন সরস তেমনি নীরস। যার মন ভাল, তার ধর্ম্ম কথা ভাল লাগে, আর যার মন্দ, তার ওসব কিছুই ভাল লাগে না, বিষ বোলে বোধ হয়। তোর মন ভাল, তাই ধর্ম্ম কথা শুন্‌তে ভাল লাগে, সংসারের কাজ ভাল লাগে না, তাই তোর মন কেমন কেমন কোরে ওঠে। কিন্তু এ পৃথিবীতে অধর্ম্মেরই জোর বেশী। মিথ্যে ধন-দৌলত টাকা-কড়ি নিয়েই সবাই মত্ত, ধর্ম্ম-কর্ম্মের দিকে তাদের মন যাবে কি কোরে ?

নব। ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি মিথ্যে বোল্‌চো কেন, তা আমি বুঝ্‌তে পারচিনি। টাকা-কড়ি না হোলে কোন ধম্ম কম্ম হয় না, বামুন-বোষ্টম খাওয়ান হয় না, তীথ্যি ধম্ম হয় না, গরীব দুঃখীকে দান করা হয় না। তুমিই ত বোলেচ এ সব কাজ করা ভাল, এতে অনেক পুণ্যি হয়। তবে তুমি ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি যে মিথ্যে, তা কেন বোল্‌চো ?

মেঘা। নব ! তুই ঠিক কথাই বোলেছিস্। ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি ভাল কাজে খরচ কোর্‌লে, পুণ্য আছে। আর যদি ঐ ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি মন্দ কাজে খরচ করা যায়, তা হোলে পাপ হয়। টাকা-কড়ি মরবার পর সঙ্গে যায় না বোলেই সাধু সন্ন্যাসীরা মিথ্যে বোলে থাকেন। তাই তাঁরা এ সব ত্যাগ কোরে একমাত্র সত্য

ভগবানকে পূজো আরাধনা কোরে থাকেন, মুখ্যু লোকেরা ধন-দৌলত টাকা-কড়িকে সত্য ভেবে মিথ্যেয় ভুলে, ভগবানকে ভুলে যায়।

নব। টাকা-কড়িতে মানুষ যদি ভগবানকে ভুলে যায়, তা হোলে ভগবানকে পাবার কি কোন পথ নেই ?

মেঘা। ভগবানের দয়াতে, পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যের জোরে, আর সাধু সঙ্গের গুণে, কারও কারও মন ফিরে যায়। আমাদেরই দেখ্ না কেন, আমরা কি ছিলুম, এখন কি হোয়েছি।

নব। হাঁ এ কথা ঠিক। আমাদের আগেকার কথা মনে হোলে, আমাদের ওপরই আমাদের ঘেন্না আসে। তখন খালি টাকা পয়সাই চিন্তেম। যা কোরে হোক্ তু পয়সা রোজগার হোলেই হোলো। এতে পাপ পুণ্যিই বা কি, আর ধম্ম কম্মই বা কি ? তুমি লেখাপড়া শেখোনি যে, চাকরি বাকরি কোরে টাকা রোজগার কোর্‌বে। শিখেছেলে খালি লাঠি খেলা। তাও আবার চোর ডাকাতের সঙ্গে। কাজে কাজেই তাদের মতনই তোমার স্বভাব হোয়েছেলো। তারপর তুমি ও দল ছেড়ে চাকরি খুঁজতে লাগ্‌লে। ভগবানের ইচ্ছেয় এই পুণ্যিমান মনিবের কাছে চাকরি মিল্লো,—আর আমাদের সকল দিকেই ভাল হোতে লাগ্‌লো। পুণ্যিমানের সঙ্গে থাক্‌লে পাপীর মন যে ফিরে যায় তা হাতে হাতে ফোল্লো।

মেঘা। কিন্তু নব,—এতদিনে বুঝি আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ফুরুলো!

নব। (সাশ্চর্য্যে) সে কি! কি হোয়েছে?

মেঘা। কি বোল্‌বো—নব, কি বোলবো! আমাদের কপাল পুড়েছে! রাজাবাবু—দাদাবাবুদের কাছ ছাড়া হোতে হোয়েছে!

নব। কেন গা! কি দোষে গা?

মেঘা। দোষ—দোষ—মস্ত দোষ—আমাদের জন্যেই রাজাবাবু জাত খুইয়েছে—এক ঘোরে হোয়েছে।

নব। সে কি! সে কি! এমন সর্ব্বনাশ কে কোর্‌লে গা?

মেঘা। গিরীনবাবু—রাজাবাবু আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন বোলে, ও পাড়ার এক বামুন এই সর্ব্বনাশ কোরেছে, তাঁকে জেতে ঠেলেছে।

নব। (সবিষাদে) আমরা এমন ছোট ঘরেই জন্মেছিলুম যে, মুখ দেখাবার যো নেই, আমাদের মরণই ভাল।

মেঘা। সত্যি বোলেছিস্ নব, সত্যি বোলেছিস্! সেই অব্‌দি আমার প্রাণের ভেতর যে কি কোচ্ছে তা আর কি বোল্‌বো। এক দণ্ড বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে না। (ঊর্দ্ধে মুখ করিয়া অশ্রুপাত)

নব। কেঁদনা—কেঁদনা—থাম! ও সব বামুনের চালাকি, বেশী 'দন টেক্‌বে না। ধর্ম্মেরই জয় হবে।

মেঘা। নব! বামুনের চালাকি কি কোরে বলি। সে যে-সে বামুন নয়, ব্রাহ্মণ আবার পণ্ডিত।

নব। হোগ্‌গে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। রাজাবাবুর জাত মারে এত রক্ত কার ঘাড়ে আছে। তুমি অত ভেব না, তোমার ধম্ম তুমি কোরে যাও,—কাত্যায়নী মা আমাদের সকল দিকেই মঙ্গল কোর্‌বেন।

মেঘা। তা'ত কোর্‌বেন নব,—তা'ত কোর্‌বেন্। তবে এমন ধারা—

নব। থাম্‌ত— থাম্‌ত, ঠাকুরের গলা শোনা যাচ্ছে না?

মেঘা। হ্যাঁ তাইত! নব দোর দে, আমি দেখে আসি।

(মেঘনাথের প্রস্থান ও তৎপরেই অগ্রে মেঘনাথ ও জগা পাগলার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

জগা। গীত।

মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত ॥
মা শব্দ মমতা যুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা
আমি কি ছাড়া এ জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে তরে গেল পাপী কত,

একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি
দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কু মাতা নয় কখনো ত
রাম প্রসাদের এই আশা মা, (যেন) অন্তে থাকি পদানত ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজীবলোচনের গুপ্ত গৃহ।

দেলদার ও চমি।

চমি। তুই কোন কাজের নোস্! এই একটা সামান্যি কাজ হাসিল্ কোত্তে এত ভয়! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোর মতন মেনী মুখোর আর মুখ দেখবো না! দূর্—দূর্—দূর্ হয়ে যা!

দেলদার। ঝা বল্‌ছিস্ বিবি,—তা—তা—

চমি। তা—তা কিছু বুঝিনি, দেলদার,—কোর্‌বি কি না বল্?

দেলদার। মুই নিমক্‌হারামী কোর্‌তি পার্‌বুনি।

চমি। যা—যা—ধম্মের বেটা যা! চিরকালটা ছেলে খেয়ে আজ হলি ডান! মর্! মর্! আজ পীর বোনে গেছে। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো! এখনও বল্,—আমার কথা রাখ্‌বি কিনা বল্?

দেলদার। গোসা করিস্ কেন বিবি ? ঝার্ নিমক্ খাইবার্ পেতে হয়, তার্ কি নিমক্‌হারামী কোর্‌তি হয় ?

চমি। আমি বাড়ীর ঝি, আমিই ত নিমক্ খাই, তুই আবার কবে নিমক্ খেলি ?

দেল। রাজীব বাবুর বহুৎ কামে বহুৎ নিমক্ খেয়েছি, তা তুই কি জান্‌বি ?

চমি। লে—লে—লে ! ও সব কিছু বুঝি টুঝিনি ! নিমক্-টিমক্ কিছু বুঝিনি ! বুঝি টাকা—টাকা—টাকা ! টাকা চাই-ই চাই ! যে কোরে হোক্, মেরে, ধোরে, কেটে, ঘর দোর পুড়িয়ে ছার্‌খার্ কোরে, যেমন কোরে হোক্, টাকা চাই—টাকা চাই ! টাকা না থাক্‌লে সব অন্ধকার, দুনিয়া ফাঁক্ ! দেলদার আমার, দিল্ আমার ! বল ভাই, ঠিক্ কি না বল্ ? আর ঝি গিরি কোর্‌তে পারিনি, গতরে আর ঝি গিরি সয় না ! টাকা নিয়ে, তোকে নিয়ে, সুখে থাক্‌বো এই আমার ইচ্ছে। নিমক্ টিমক্ ছেড়ে দে, এখন যা বল্‌চি তা কোর্‌বি কিনা বল্ ? ভয় কি ? তুই দেলদার, তোর পরাণে এত ভয় ?

দেল। বিবি, দেলদার কৈ কো ডর্ করে না, পরাণের ডর্ রাখে না, ফেরারি কাম্ দেলদার জানেও না, করেও না।

চমি। ফেরারি কাম্ তোকে কোত্তে হবে না, যা কর্‌বার আমি কোর্‌বো। যদি কেউ মার্‌তে আসে, আমায় রক্ষে করিস্।

দেল। তা কোর্‌বে বিবি।

চমি। তবে বোস্‌,—এই ঘরে বোস্‌।

(চমির প্রস্থান)

দেল। শালী কাঁহি গিয়া! উস্কো দিল্‌ একদম্‌ বিগিড়্‌ গিয়া! মত্‌লব্‌ কেয়া হ্যায়, কেয়া জানে গা।

(খুকুকে লইয়া চমির প্রবেশ)

চমি। ভয় কি ধনমণি, যাদুমণি আমার!

খুকু। আমার ভয় কোচ্চে,—আমি মা'র কাছে যাবো,—আমি মা'র কাছে যাবো!

চমি। এই যে আমি রয়েছি বাপ্‌ধন্‌—তোমায় মিষ্টি দোবো, কত খেল্‌না দোবো বাপ্‌!

খুকু। চমি, আমি মেঠাই খাব,—আমি মেঠাই খাব!

চমি। (অঞ্চল হইতে মেঠাই বাহির করিয়া) এই নাও খুকু, লক্ষ্মী আমার।

খুকু। (মেঠাই খাইতে খাইতে) আমি আর মা'র কাছে যাবো না, তোর কাছেই থাক্‌বো, মা বড্ড মারে!

চমি। তোমার মা তোমায় বড্ড মারে,—না খুকু? আমি খুব ভালবাসি,—না খুকু?

খুকু। হ্যাঁ,—তুই খুব ভালবাসিস্‌, তুই লক্ষ্মী। মা বড্ড মারে—মা দুষ্টু।

চমি। (দেলদারকে দেখাইয়া) খুকু আমার! বাপ্‌ আমার! তুমি একটু এর কাছে বস, আমি আস্‌চি।

খুকু। আমার ভয় কোর্‌বে যে।

চমি। (খুকুকে চুম্বন করিয়া) ভয় কি খুকু, ভয় কি ? তোমায় এ কত ভালবাসে। তোমার জন্যে কত খেল্‌না নিয়ে এসেছে,—তোমায় দেবে।

খুকু। হ্যাঁগা, তুমি আমার জন্যে সত্যি সত্যি খেল্‌না নিয়ে এসেছ,—বল না গা ?

দেল। হাঁ, লেড়্‌কা বাবু,—কেত্‌না ভালা ভালা খেলেনা তোম্‌কো দেনেকো আস্তে লে আয়া। (খেল্‌না প্রদান ও খুকুকে কোলে লওন)

খুকু। (খেলনা নাড়িয়া চাড়িয়া) তুমি এমন ভাল খেল্‌না কোথা পেলে গা ? বাবা আমায় একটা খেল্‌নাও কিনে দেয় না। বলে, তুই বেটাছেলে, খেল্‌না নিতে নাই। মা—বাবা ছুজনেই ভারি দুষ্টু।

চমি। (সোহাগ ভরে) লক্ষ্মী ছেলে তুমি। তুমি খেলা কর আমি আসি।

খুকু। যা শিগ্‌গির আসিস্‌ঃ

চমি। (চুম্বন করিয়া) শিগ গিরই আস্‌বো।

(প্রস্থান)

খুকু। হ্যাঁগা ? চমি কোথা গেল গা ? মা'র কাছে ?

দেল। (ইতঃস্তত করিয়া) হ্যাঁ !

খুকু। আমায় নিয়ে গেল না কেন ? আমি মা'র কাছে যাবো।

দেল। আবি লে যাগা,—ডর্‌ কি ? খোকা বাবু ডর্‌ কি ?

খুকু। আমি মা'র কাছে যাবো—বাবার কাছে যাবো।

(জ্বলন্ত মশাল হস্তে চমির প্রবেশ)

দেল। তোর হাতি মশাল কেন বিবি? ঘর দুয়ারিতে কি আগ্ লাগায়ে দিবি?

চমি। ঐ দেখ্? আগুন জ্বল্ছে,—ধূ ধূ জ্বল্ছে! ভীতু তুই! তুই দেখ্! আমি কি করিচি দেখ্! ঐ আগুন জ্বালিয়েছি দেখ্! সকলকে পুড়িয়ে মারি দেখ্! পালাক্! পালাক্! সব পালাক্! টাকার গাদা আমার! ঐ দেখ্ আমার!

দেল। তুইও যে পুড়ে মর্‌বি বিবি? এত্‌না দৌলত্ কে নেবে বিবি?

চমি। এই দেখ্ সবই আমার দেখ্। হাঃ হাঃ হাঃ! কি মজা! কি মজা!

নেপথ্যে। (চীৎকার) আগুন লেগেছে! আগুন লেগেছে! গরু বাছুরের দড়ি কেটে দে! পালারে পালা! পালা!

চমি। এতক্ষণে বাড়ী ফাঁকা হোলো, বাঁচা গেল, ধড়ে প্রাণ এল।

দেল। খোকাবাবু যাবে না?

চমি। দুর্ আঁটকুড়ির বেটা, ধর্ম্মের ষাঁড়, খোকা যাবে কিরে বেটা, খোকা যাবে কি?

দেল। কেন ? মা'জির কাছে যাবে না ? খোকাবাবুকে তোর্ কি দর্কার্ আছে ?

চমি ! খোকা মরুক্ বাঁচুক্ তা'তে আমার দায় কাঁদেনি, আমার দায় কেঁদেছে ওর গায়ের গয়নায়, সোনা দানায়।

দেল। কেয়া ?

চমি। তুই আমায় চোক্ রাঙাচ্ছিস্ কি ? তোকে আমি ভয় করি নাকি ?

দেল। খবর্দার লেড়্কা বাবুর গা'মে হাত দিবি কি, হাত ভাঙ্ দোবো।

চমি। পীরের বেটা পীর বলিস্ কি ? খোকার ওপর বড্ড টান দেখ্ছি যে ?

দেল। হাম্ ত আগাড়ি বাত্লেছি, নিমক্ হারামী কাম্ করণে নেহি সেক্বো।

চমি। (স্বগত) বেটা নেড়েকে চটানো হবে না। (প্রকাশ্যে) ভাই দেল্ আমার, এতটা গয়না আমি কি একাই নোবো মনে কচ্ছিস্ ?

দেল। হাম্, লেড়্কা বাবুকো সোনা দানা কুছ্ নেহি মাংতা।

চমি। (স্বগত) বেটা নাড়ু বলে কি ? সেই যে কথায় বলে ব্রহ্মার অগ্নিমান্দ্য, এ বেটারও দেখ্ছি তাই। চিরকাল ছেলে খেয়ে আজ হোয়েছে ডাইন, এক ভেবে আন্লেম্ হোলো আর, এ বেটাকে না তাড়ালে হোচ্চে না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ভাই দেল্ তাই

হবে, আমি তোর মন দেখ্‌ছিলুম, তুই খুব খাঁটি লোক বটে, এখন তুই একটা কাজ কর্, বাইরে গিয়ে দেখ্ লোকগুলো কি কচ্ছে, আমি খোকাকে ওর মায়ের কাছে রেখে আসি।

দেল। এত্‌না ভালা বাত্,—হামি আবি যাবে বিবি।

(প্রস্থান)

চমি। বেটা নাড়্‌ আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এসেছে। এত বড় দস্যি হামিদকে আমি ঘোল খাইয়ে ছেড়েছি, এ বেটা তার কোড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি নয়, এ আবার আমার সঙ্গে চালাকি কোরতে এসেছে! যা বেটা যা! পুড়ে মর্‌গে যা! কি মজা! কি মজা! আগুন্! আগুন্! চারদিকেই আগুন জ্বলে উঠেছে! আগুনের ঝাঁঝে আর টেঁক্‌তে দিচ্ছে না! বেটা পালিয়েছে, মশালে আর কাজ কি? যে জন্যে মশাল, সে মশালের কাজ ফুরিয়েছে, আর কাজ কি? (মশাল নিক্ষেপ)

খুকু। চমি—চমি! বড্ড গরম! বড্ড গরম! বাইরে নিয়ে চ! বাইরে নিয়ে চ!

চমি। (গর্জ্জন করিয়া) পোড়ার মুখো ছেলের আব্দার দেখে আর বাঁচিনে। মনে কোরেছে, চমি ওকে কত ভালবাসে। চমি ত তোকে পেটে ধরেনি, আর মানুষও করেনি যে, তোর ওপর ভালবাসা পোড়্‌বে। তোর ওপর এতক্ষণ যে ভালবাসা দেখাচ্ছিলুম্, সে তোকে নয় রে কাল্‌কুটে

তোকে নয়। পাছে তুই চেঁচিয়ে উঠ্‌লে ধরা পড়ি সেই ভয়ে তোর জন্যে এত খাবার এত খেল্‌না এনেছি, তা না হোলে এত দায় কাঁদেনি।

খুকু। (কাঁদিয়া) উঃ! গেলুম্! চমি গেলুম্! আমার বড্ড কষ্ট হোচ্চে! বাইরে নিয়ে চ! (কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ন)

চমি। (ধাক্কা দিয়া) মুখপোড়া ছেলের আস্পর্দ্ধা দেখ! আদরে কোলে ঝাঁপিয়ে পোড়ছে! ও মাগো! বাইরে নিয়ে যাবো! তোর পিণ্ডি ভাল কোরে চট্‌কাবো তবে যাবো!

খুকু। চমি! তুই ধাক্কা দিলি! আমার বুক ব্যথা কোচ্চে! বড্ড তেষ্টা পাচ্চে! চমি একটু জল দেনা! চমি একটু জল!

চমি। (বিকৃত কণ্ঠে) তোর মুখে জল দোবো, না নুড়ো জ্বেলে দোবো! (খুকুর গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করণ)

খুকু। (কাঁদিয়া) আমাব গা থেকে গয়না খুলিস্ নি চমি! মা আমায় মার্‌বে, বাবা বোক্‌বে, গয়না খুলিস্ নি চমি,— গয়না খুলিস্ নি! (বাধা প্রদান)

চমি। তবে রে হারামজাদা ছেলে,—চুপ্! তবে দেখ্‌বি? (হাত মুচড়াইয়া ধারণ) এইবার তোর কোন্ বাবা রক্ষে করে দেখি? লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! বল্ আর আট্‌কাবি? বল্? এখনই হাত মুচ্‌ড়ে ভেঙে দোবো। (জোরে মোচড় দেওন)

খুকু। (চীৎকার করিয়া) বাবাগো ! মলুম্ গো ! চমি, আর তোকে কিছু বোল্‌বো না ! মা'র কাছে মা'র খাই খাবো ! বাবার কাছে গাল খাই খাবো ! আর কিছু বোল্‌বো না ! ছেড়ে দে ! চমি ছেড়ে দে ! তোর পায়ে পড়ি হাত ছেড়ে দে ! উঃ বড্ড লাগ্‌ছে ! ছেড়ে দে !

চমি। নে, তবে চুপ কোরে এখানে বোসে থাক্। আমি চলে না গেলে এখান থেকে নড়্‌বিনি,—না, তা হোলে তুই চেঁচাবি, তোর মুখ বেঁধে রেখে যাই।

(খুকুর মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া অলঙ্কার লইয়া চমির প্রস্থান)

(দেলদারের প্রবেশ)

দেল। (খুকুকে দেখিয়া) অ্যাঁ ! এ কেয়া কিয়া হারামজাদী ! (তাড়াতাড়ি খুকুর মুখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া) নিমক্ হারামী ! কেয়া কিয়া ! লেড়্‌কাকো গা-সে সোনা-দানা লে-কে ভাগ্ যানে কুছ্ নেহি সরম্ হুয়া ! হাম্ নেহি ছোড়েগা ! নেহি ছোড়েগা ! আক্কেল্ দেগা তব্ ছোড়েগা ! খোকা বাবু, তোম্ অন্দরমে মাইজীকো পাস্ যাও,—হাম্ দেখেগা ও শালী কাঁহী ভাগ্ গিয়া।

(দেলদারের বেগে প্রস্থান)

(অন্য দিকে খোকার প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন।

রাজীব বাবুর জ্বলন্ত বাটীর এক পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণ।

প্রতিবেশীগণ।

১ম প্রতি। আগুন—আগুন! ওরে টকা, পেবা, হেমা, চম্না, চ চ শিগ্‌গীর চ।

২য় প্রতি। কার বাড়ী রে?

৩য় প্রতি। ঐ যে জ্বলে উঠ্‌লো রে।

৪র্থ প্রতি। চ চ দৌড়ে চ।

(ভীমে, নিমের প্রবেশ)

ভীমে। তোমরা দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ? চল চল শিগ্‌গীর চল।

১ম প্রতি। ওরে ভীমে নিমে, সকলে যাই চ।

(সকলের দ্রুত প্রস্থান)

(বিশে, বেচার প্রবেশ)

বিশে। আর পারিনে! সব পুড়্‌লো! সব পুড়্‌লো!

বেচা। পারিনে কি রে? পার্‌তেই হবে। এবারে এ পাশ দিয়ে যাই চ। (উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

(অন্নপূর্ণাকে ধরিয়া পরিচারিকার প্রবেশ)

অন্ন। আমায় ছেড়ে দে! ছেড়ে দে! কেন এখানে নিয়ে

এলি! কেন বাঁচালি! (বুক চাপড়াইয়া) বল্! বল্! বাপ্ আমার, কোথা বল্! বাপ্‌কে আমার কোলে দে! কোলে দে! বুক ফেটে গেল! বাপ্ আমার! আর যে তোরে না দেখে থাক্‌তে পাচ্ছিনে বাপ্! হাত পা ভেঙে পোড়্‌ছে বাপ্! ওরে তোরা কে কোথা আছিস্! খুকুকে আমার কোলে দে! গেল! গেল! জ্বলে গেল! জ্বলে গেল! বুক জ্বলে গেল! পুকুরে জ্বালা জুড়ুতে যাচ্ছিলেম্,—কেন ধোরে নিয়ে এলি? খুকু দে! খুকু দে! আমার কোলে খুকু দে! দিলিনি! এখনও দিলিনি! এখনও দিলিনি! ছেড়ে দে! ছেড়ে দে! আমি যাই! বাছার কাছে যাই!

(বেগে প্রস্থান, পশ্চাতে পরিচারিকার প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

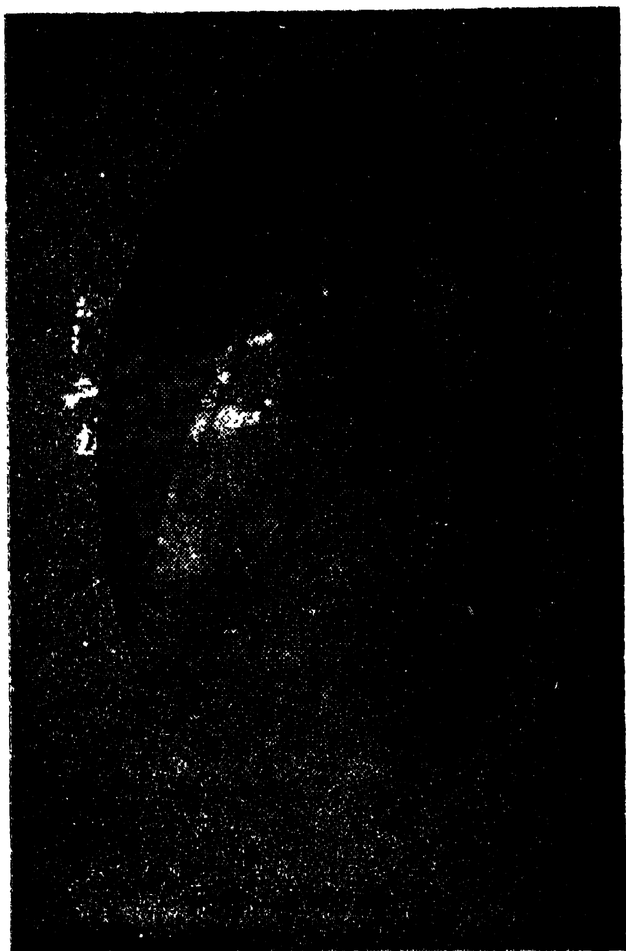
(জ্বলন্ত বাটীর ছাদে খুকু)

খুকু। মা-গো! গেলুম গো! কোথা গো!

(অন্নপূর্ণা ও পরিচারিকার প্রবেশ)

অন্ন। ঐ খুকু! ঐ খুকু! ছেড়ে দে! আমি যাই! বাছার কাছে যাই! ছাড়্! ছাড়্! ছাড়্‌লিনি! আয় বাপ কোলে আয়! (মূর্চ্ছা ও পতন)

মেঘনাথ



(দগ্ধ চমির প্রবেশ)

চমি। গেলুম্, গেলুম্! জ্বলে মলুম্! জ্বলে মলুম্! আমার পাপের সাজা গো, আমার পাপের সাজা! ওগো তোমরা আমায় বাঁচাও! গেলুম্! মরে গেলুম!

(উঠিতে পড়িতে প্রস্থান)

(প্রতিবেশীগণের প্রবেশ)

১ম প্রতি। খুকু পুড়ে মোলো! পুড়ে মোলো!

২য় প্রতি। ওরে আরো জ্বল্‌লো!

৩য় প্রতি। জল্ ঢাল্! জল ঢাল্!

৪র্থ প্রতি। ঠ্যাঙা! ঠ্যাঙা! জোরে ঠ্যাঙা!

৫ম প্রতি। খোঁচা মার্! খোঁচা মার্!

(ভীমে, নিমের পুনঃ প্রবেশ)

ভীমে। আর পার্‌লেম্ না! পার্‌লেম্ না! ওঃ!

নিমে। ঐ ছাদে মেঘা! মেঘা!

(বিশে বেচার পুনঃ প্রবেশ)

বিশে। দেখ্—দেখ্! মেঘার কোলে খুকু!

বেচা। ঐ লাফ্ দিলে! ঐ লাফ দিলে! চ-চ দেখিগে চ!

(বিশে, বেচা ও ভীমে নিমের প্রস্থান)

অন্ন। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে) ছেড়ে দে! ছেড়ে দে! বাছার কাছে যাই! ছেড়ে দে! ছাড়্‌লিনে! ছাড়্‌লিনে! আমার বাছাকে দিলিনে! দে! দে! কোলে দে!

(খুকুকে বক্ষে লইয়া মেঘার প্রবেশ)

মেঘা। এই নাও মা, তোমার খুকু (অন্নপূর্ণার কোলে খুকুকে প্রদান)।

অন্ন। (মেঘার প্রতি) বাবা! কে তুমি বাবা!

মেঘা। মা! আমি তোমার ছেলে মা! পায়ের ধূলো দে-মা! আমি চল্লুম্, দেখি আর কে কোথায় আছে।

অন্ন। শুধু পায়ের ধূলো,—তা হবে না।

মেঘা। আশীর্ব্বাদ ছাড়া সন্তানের আর কি আছে? এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন খোকার মনের মতন আমার মন হয়।

(পদধূলি গ্রহণ)

অন্ন। বাবা, তুমি দেবতা! দেখা দিয়ে চলে যেওনা বাবা! পরিচয় দিয়ে যাও, প্রাণের একটু কৃতজ্ঞতা জানাবার অবসর দাও। এ ঋণের বোঝা কেমন কোরে শোধ কোর্‌বো বাবা!

মেঘা। পরিচয়! আমার পরিচয়! মা! আমি জাতে বাগ্দী, আমার নাম মেঘা,—আজ থেকে আমি তোমার ছেলে,—খুকুর ভাই!

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

সাঁওতাল রমণীগণের গীত।

পাগল ক'রে বাজিয়ে মাদোল পালিয়ে যেতে চায়,
(ও সে) পালিয়ে যেতে চায়, (ও সে) পালিয়ে যেতে চায়।
দুলছে হাজার তারার মালা কাজলো মেঘের ছায়,
(তবু) পালিয়ে যেতে চায়, (ও সে) পালিয়ে যেতে চায়।
শ্যামলা বনে চাঁদ উঠেছে,
আজ মহুয়ার ফুল ফুটেছে (গো)
কদম তলায় কার বাঁশরী স্বপন সুরে গায়,
(তবু) পালিয়ে যেতে চায়, (ও সে) পালিয়ে যেতে চায়।
হাসবে পায়ে সোনার ঘুঙুর,
বসন ডালিম ফুলি,
খোঁপায় কণক চাঁপার কলি,
তাই নিয়ে যা তুলি,

ও ভাই তাই নিয়ে যা তুলি ;—
নাচের আমোদ জাগিয়ে প্রাণে,—
পালিয়ে যাবে কোন্ পরাণে (গো)
আদর ক'রে ঘুম পাড়াব বুকের বিছানায়,
(তবু) পালিয়ে যেতে চায়, (ও সে) পালিয়ে যেতে চায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

মেধো, যেদো, অনুচরগণ ও হস্ত-মুখ-বদ্ধ লালমাধব।

মেধো। বটা, ঠিক আছে ত ?

বটা। হাঁ জি, ঠিক আছে।

যেদো। মুখের বাঁধন ঠিক আছে ?

বটা। জি।

মেধো। গাঁ থেকে অনেকটা পথ এসে পোড়েছি।

যেদো। তাইত দাদা ! শুনেছ কি, একটা বৈরাগীর দল ডাকাতের দলের পেছনে পেছনে ঘুরছে ?

মেধো। (তাচ্ছল্য ভাবে) অমন বৈরিগী ঢের দেখেছি, একবার আমাদের পাল্লায় পড়ে ত বুঝ্‌তে পারি। ওরা ত একটা ফড়িং।

যেদো। শালাদের এক এক তুড়িতে উড়িয়ে দোবো।

মেঘনাথ



বটা। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বাপ্ রে পাপ্, আর সেক্‌ছিনে বাপ ! বিল্‌কুল্ রাস্তাটা টেনে হিঁচ্‌ড়ে চোল্‌তি চোল্‌তি হাঁপ ধোরে গেছেরে বাপ্ !

মেধো। দে শালাকে দু ঘা বসিয়ে দে। শালার বজ্জাতি দেখ।

(বটা কর্ত্তৃক প্রহার করণ)

(লালমাধব ইঙ্গিতে যন্ত্রণা জ্ঞাপক)

যেদো। বটা, আর মারিস্ নি, মারিস্ নি, থাম্ !

মেধো। মার্‌বে না ত কি পূজো কোর্‌বে ? আমাদের দীনু ঠাকুরের অপমান কোরেছে, গাল দিয়েছে, এত বড় আস্পর্দ্ধা ওর ! (প্রহার করণ)

যেদো। রাগের মাথায় যেন একটা কথা বোলেছে, তাই বোলে কি সেই কথাটা ধোরে রাখতে হবে।

মেধো। তোর সবেতেই আমার ওপর কথা, তোকে নিয়ে কাজ করা দায় হোলো। এই না সে দিন বল্লি আমার কথার ওপর কথা কবি না।

যেদো। এ বামুন ত খারাপ লোক নয়, আর এর টাকা কড়িও নেই, একে টানাটানি কোরে লাভ কি ? এর শাস্তি ত যথেষ্ট হোয়েছে।

মেধো। তোর যদি এত দায় কেঁদে থাকে, ওকে নিয়ে থাক্‌গে যা, আমি চল্লুম।

যেদো। অত রাগ কেন ?

মেধো। তোর সঙ্গে অত তর্ক কোর্‌তে পারিনি,—দাদা ঠাকুরের

হুকুম একে শাস্তি দিতে হবে। ঠাকুরের হুকুম মান্‌বিনি ?

যেদো। অমন ঢের দাদাঠাকুর পথে গড়াগড়ি খাচ্চে। দাদা আমার, না শালা আমার। ও শালা বামুনের চেয়ে কসাই লক্ষ গুণে ভাল।

মেধো। দাদা ঠাকুরকে অমন কোরে বোলিস্‌ নি, ও যেমন তেমন বামুন নয়, তোর মুখ পুড়ে যাবে।

যেদো। বামুন কোন্‌ শালা ? ও আবার বামুন। শালা ঘুষ খোর, চশম খোর, ও শালাকে যদি বামুন বোল্‌তে হয়, তা হোলে কসাইও বামুন।

মেধো। তোর দেখ্‌চি ঠাকুরের ওপর বড্ড রাগ।

যেদো। ঠাকুর—ঠাকুর কোরো না, শুন্‌লে রাগ ধোরে যায়।

মেধো। আগে বোল্লে ত হোতো, ভদ্র লোককে নিয়ে এত হাঙ্গাম্‌-হুজ্জুগ্‌ কর্‌তুম্‌ না। যখন ধরে আন্‌তে গেলুম তখন ত বারণ কর্‌লিনি।

যেদো। তখন ওর ওপর আমার রাগ হোয়ে গেছ্‌ল। কেন জানিস্‌, দীনুর সঙ্গে হোচ্চে দীনুর সঙ্গেই হোক্‌, আমাদের টেনে গাল দিলে কেন ?

মেধো। তবে রে ভাই, এবার পথে এস। নে,—বটা মার্‌ শালাকে।

লাল। (ভুঁয়ে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যাওন, মুখের কাপড়

শিথিল হওন ও চীৎকার) বাবারে ! গেলুম্ রে ! মেরে ফেল্লেরে !

ভবনাথ। (নেপথ্যে) ভয় নাই—ভয় নাই !

(ভবনাথ ও পাইকত্রয়ের বৈরাগীর বেশে প্রবেশ)

মেধো। আয় শালারা আয়, তোদের ভুর্ ভেঙ্গে দিচ্ছি আয়।

ভব। দেখ্ তোদের ভাল কথায় বোল্‌ছি, ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দে। নইলে তোদের ভাল হবে না।

মেধো। কি বল্লি ? ভাল হবে না ? যেদো, তুই এখনও দাঁড়িয়ে ? বোষ্টম—বৈরিগী বোলে মায়া হোচ্চে না কি ? মাছের মার পুত্র শোক, দে শালাদের মাথা ভেঙ্গে দে।

যেদো। তাতে ঠিক আছি দাদা ! আয় শালারা। (ভবনাথকে আক্রমণ) (উভয় দলে যুদ্ধ)

(মেঘার প্রবেশ)

মেঘা। (দুই হাত বিস্তার করিয়া) থাম্—থাম্।

(উভয় দলে যুদ্ধে নিরস্ত হওন)

মেধো। (স্বগত) ওরে বাপ্‌রে মেঘা যে ! এ শালা আবার কোত্থেকে এসে জুট্‌লো !

মেঘা। মধু দা ! এসব আবার কি হচ্চে ? এ পাপ সইবে না। যদি আমার কথা রাখ, এ ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দে। ব্রাহ্মণ তোদের কি কোরেছে ?

মেধো। আমাদের গাল মন্দ কোরেছে।

মেঘা। বেশ কোরেছে,তোদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হোয়ে গেছে।

(ইত্যবসরে ভবনাথ কর্ত্তৃক লালমাধবের বন্ধন মোচন)

মেধো। যেদো ? মেঘা বলে কি ? বাগ্দীর ছাওয়াল্ বলে কি ?

যেদো। কি বোল্বো ?

মেঘা। বলাবলি কি আছে, ব্রাহ্মণকে ছাড়্বি কি না বল্ ?

মেধো। অম্নি ছাড়্বো ?

মেঘা। তবে কি ?

মেধো। ওর দফা নিকেস্ কোরে তবে ছাড়্বো। ইস্—ভারি আমার হুকুম্দার এলেন গো, তোকে আমি বিচার কোর্তে ডেকেছি নাকি ? তুই যেমন আছিস্ তেমনি থাক্, একটা কথা বোল্বি ত এই লাঠিতে তোর মাথা ভাঙবো !

মেঘা। দাদা ! দাদা ! এই মাথা পেতে দিচ্ছি ! তোর যা ইচ্ছে তাই কর্ ! রাখ্বার হয় রাখ্, ভাঙ্বার হয় ভাঙ্ ! আমার কথা রাখ্, ও নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দে ! ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে !

যেদো। মেধো ! মেধো ! মেঘার কথা শোন্,—আমাদের ভাল হবে, শোন্।

মেধো। (চীৎকার করিয়া) দূৎ তোর ভালর নিকুচি কোরেছে, —তুই থাম্ বোল্চি, তুই থাম্।

যেদো। আচ্ছা এই থাম্লুম্। তোর যা মনে যায় কর্, আমি কথাটি পর্য্যন্ত ক'ব না।

মেঘা। মধু দাদা! এখনও বল্‌ছি ব্রাহ্মণকে আর কষ্ট দিস্‌নে।

মেধো। (গর্জ্জন করিয়া) দূর্ হ! শালা বাগ্দী! আমার সাম্‌নে থেকে দূর্ হোয়ে যা!

(গলা ধাক্কা দেওন)

মেঘা। (হুঙ্কার ছাড়িয়া) তবে রে হারামজাদ! বদ্‌মাস্!

(মেধোর ঘাড় চাপিয়া ধারণ)

মেধো। (যন্ত্রণায়) বাবারে! গেলুম রে! মলুম রে! মেঘা! ছাড়্! ছাড়্! তোর পায়ে পড়ি ছাড়্!

মেঘা। আর লাগ্‌বি বল্?

মেধো। না বাবা! আর তোর সঙ্গে লাগ্‌বো না! তুই যা বোল্‌বি তাই কোর্‌বো! ছাড়! মরে গেলুম্! মরে গেলুম্!

মেঘা। ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দিবি বল্?

মেধো। হাঁ! হাঁ!—

মেঘা। যা! বেঁচে গেলি!

(ঘাড় ছাড়িয়া দেওন)

মেধো। আঃ! বাঁচ্‌লুম্। আয় বটা চলে আয়।

(মেধো, যেদো ও অনুচরগণের প্রস্থান)

লাল। (হস্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক) আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক্। জগদম্বা তোমাদের কুশলে রাখুন। তবে আমি আসি।

ভব। (পাইকত্রয়ের প্রতি) যা, তোরা ব্রাহ্মণকে ওনার বাড়ীতে পৌঁছে দে।

লাল। আশীর্ব্বাদ করি আপনারা সুখে থাকুন।

(লালমাধব ও পাইকত্রয়ের প্রস্থান)

ভব। মেঘনাথ, তুমি এ ক-দিন কোথায় ছিলে?

মেঘা। (বিমর্ষভাবে) কোথায় থাক্‌বো আর, এই এই-খানেই ছিলেম।

ভব। আমাদের বাড়ীতে ক-দিন যাও নি কেন? তাঁরা ভেবে ভেবে অস্থির হোয়েছেন।

মেঘা। তাঁর কাছে আমার যাওয়া নিষেধ।

ভব। কেন?

মেঘা। তাঁর কাছে আমি থাক্‌লে আপনাদের জাত যাবে।

ভব। তবে এত দিন ছিলে কি কোরে?

মেঘা। আমি এত অস্পৃশ্য তা জান্‌তুম্ না,—আমার জন্য আপনাদের জাত যাবে, তা জান্‌তুম্ না।

ভব। তুমি অস্পৃশ্য! কে তোমায় বোল্লে? কার কাছে শুন্‌লে?

মেঘা। ও পাড়ার এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পায়ের ধূলো নিতে গেছ্‌লেম্, তিনি আমায় অস্পৃশ্য,—ছুঁলে নাইতে হয় বোলে ঘৃণা কোরে চোলে গেলেন। আমার জন্যে রাজাবাবুর জাত গেছে তাও বোলে গেলেন।

ভব। তাই তুমি আমাদের ছেড়ে দিলে?

মেঘা। আপনাদের ছেড়ে দোবো! প্রাণ গেলেও ছাড়্তে পার্‌বো না,—পার্‌বো না! রাজাবাবুর স্নেহ! আপনাদের ভালবাসা! ভুল্‌তে পার্‌বো না!—কখনই পার্‌বো না! অহো! রাজাবাবুর চরণ দুখানি আমার বুক কতটা জুড়ে আছে যদি দেখাবার হোতো, তা হোলে এই দণ্ডেই বুক চিরে দেখাতুম্। (ঊর্দ্ধে মুখ করিয়া নীরব অশ্রুপাত)

ভব। মেঘনাথ! কেঁদনা থাম! চল আমাদের বাড়ীতে।

মেঘা। না—না! আমি অস্পৃশ্য! আমি নীচ হাড়ী-বাগ্দী! একবার আমি ঐ পবিত্র ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে ও বাড়ী অপবিত্র করেছি! মহাপাতকের কাজ করেছি! রাজাবাবুকে জাতিচ্যুত করেছি! আপনি ফের্ আমায় ঐ বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন্! আমার পাপের বোঝা ভারি কোত্তে চাচ্ছেন্!

ভব। মেঘনাথ? তুমি বাবার ক্ষমতা কত তা জেনে শুনে, তাঁর জাতিচ্যুতির ভয় পাচ্চ! সে ভয় কোরো না। সে ভয় যদি থাক্‌তো, তোমায় আবার তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চাইতুম্ না! তুমি যে আমার ভাই। ভাই কি ভাইকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে?

মেঘা। দাদা বাবু! দাদা বাবু! আপনারা মানুষ নন দেবতা! তা না হোলে কি, কেউ এই বিপদ মাথায় কোরে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ কোরে, পরের বিপদে মাথা দিতে

পারে? এই ত বামুনের কাজ, এই জন্যেই ত ভগবান তোমাদের বড় কোরেছেন, এই জন্যেই ত আমরা চিরদিন তোমাদের গোলাম হোয়ে আছি।

ভব। জয়স্তু মেঘনাথ জয়স্তু! এই বল-ভরসা, সাহস-সামর্থ্য যা কিছু তুমি আমাদের ভেতর দিয়েছ, সবই তোমা হোতে! তোমারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, এ সব লাভ করেছি! যদি গৌরব কর্‌বার্ কিছু থাকে! যদি গৌরব মুকুট মস্তকে ধারণ কর্‌বার্ কেউ থাকে,—সে তুমি!

মেঘা। বড় দাদাবাবু! আপনাদের ভালবাসা পেয়ে পেয়ে আমার স্পর্দ্ধা খুবই বেড়ে গেছে! এঁটো পাত স্বর্গে যেতে বোসেছে! আর আমি ভুল্‌ছিনে!

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। দাদা? এত দেরি? এই যে মেঘনাথ যে! মেঘনাথ, তুমি এ ক-দিন কোথায় ছেলে?

মেঘা। প্রণাম হই ছোড়্‌দাদাবাবু, প্রণাম হই।

ব্রজ। জয়স্তু।

ভব। ব্রজ, মেঘনাথ একটা মুখ্যু বামুনের পাল্লায় পোড়ে আমাদের ছাড়্‌তে বোসেছেলো!

ব্রজ। সে হতভাগা বামুনটা কে দাদা?

ভব। শত্রু! শত্রু! মহা শত্রু! মহাশত্রু না হোলে কি এমন

ধারা কোরে মেঘাকে আমাদের পর করে। সে অনেক কথা পরে বোল্‌বো। ভাগ্যি মেঘার সঙ্গে দেখা হোলো, একটী নিরীহ ব্রাহ্মণ রক্ষা পেয়ে গেল। তারপর মেঘাকে যে কোরে ধোরে এনেছি তা আমিই জানি।

ব্রজ। চল মেঘনাথ, বাবার কাছে চল। তোমার জন্যে বাবা ক-দিন ভেবে ভেবে অস্থির হোয়ে পোড়েছেন।

(ভবনাথ ও ব্রজনাথ উভয়ে মেঘার হস্ত ধারণ)

মেঘা। বড় দাদাবাবু! ছোড় দাদাবাবু! কোল্লেন কি! কোল্লেন কি! আমায় ছুঁলেন!

(গিরীন্দ্রমোহনের প্রবেশ)

মেঘা। (গিরীন্দ্রের পদতলে লুন্ঠিত হইয়া) রাজাবাবু! রাজাবাবু! মহা অপরাধী আমি! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন! আমি অস্পৃশ্য হাড়ী-বাগ্দী! আমি আপনাদের স্পর্শ কোরে, আপনাদের পবিত্র দেহ অপবিত্র কোরেছি! জাতিচ্যুত কোরেছি! মহাপাপে ডুব্‌তেছি! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি কোরে হবে রাজাবাবু! (ক্রন্দন)

গিরীন্দ্র। (সাশ্রুনয়নে) আচ্ছা! আচ্ছা! মেঘা, স্থির হ!— স্থির হ! তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভার আমি নিলেম। আয়, তুই আমার বুকে আয়, (মেঘাকে ধরিয়া আলিঙ্গন) যদি এ প্রকৃত ব্রাহ্মণের বক্ষ হয়, তা হোলে এর স্পর্শে তোর সব পাপ ক্ষালন হোয়ে যাবে। বিশ্বাস্

কর্ মেঘা বিশ্বাস্ কর্। চামড়াখানা মানুষ নয়, মানুষ আছে এই ভিতরে। সেটা যদি বামুন হয়, তবেই সে বামুন, নৈলে নয়। বামুনের চামড়ার নীচে অনেক হাড়ী বাগ্দী লুকোন আছে,—সেই বর্ণচোরা হাড়ী-বাগ্দীগুলোই অস্পৃশ্য, তারাই মানুষের জাত কুল খায়। নে চলে আয়।

(মেঘাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজীবলোচনের বৈঠকখানা।

রজনী দ্বিপ্রহর।

মদ্যপ রাজীব ও মোসাহেবগণ।

মোসাহেবগণ। গীত

(মাইরি) মদের নেশা চমৎকার।
হেল্‌তে দুল্‌তে খুল্‌তে থাকে মনেরি দুয়ার ॥
পরাণে স্ফূর্ত্তি ফোটায়,
দুখে হাসায় সুখে লোটায়,
কায়ার মায়া যায়রে টুটে সাধনের সার ॥

(হামিদ ও বন্ধন দশায় মির মহম্মদ জ্বলন্ত মশাল হস্তে অনুচরগণ ও মেধো যেদোর প্রবেশ।)

হামিদ। (চীৎকার করিয়া) ধর্ ধর্ হালাকে আচ্ছা কোরে ধর্।

(মির মহম্মদকে প্রহার করণ)

রাজীব। ওটা কে ? তোরা কাকে ধোরে এনেছিস্ ?

হামিদ। (আস্ফালন করিয়া) কর্ত্তা, এটাকে চেনেন্ না, এটা সেই মেঘা সর্দ্দার।

রাজীব। সাবাস্ হামিদ সাবাস্! খুব বাহাদুর তোরা! এই গুণেই ত তোদের এত ভালবাসি। শালাকে আজ চুণের ঘরে পুরে রাখ্, কাল সকালে ওর ছরাদ ভাল কোরে কোর্‌বো !

হামিদ। রাজাবাবু! আজ হালাকে অনেক কষ্টে পাক্‌ড়েছি! হালা মোদের বেজায় হায়রাণি দ্যাছে! হালাকে কি সহজে পাকড়ান যায়! হালার হাতি আজ লাঠি ছ্যালো না, খালি হাতি ছ্যালো, তাই মোরা পাক্ সাট্ মেরে পাক্‌ড়েছি। হালার পো হালার হাতি লাঠি থাক্‌লি, ঝুনো নেরিয়েলের মতো ফটাফট্ মোদের মাথা ফাটি ফ্যাল্‌তো। আচ্ছা পাকোড় পাক্‌ড়েছি কর্ত্তা। এহন মোদের বস্‌কিস্ হুকুম কর্ত্তা !

রাজীব। বক্‌সিস্! বক্‌সিস্! কিরে বেটা! একটা ইঁদুর ধোরে এনেছিস্, তার আবার বক্‌সিস্ !

হামিদ। কর্ত্তা, বস্‌কিস্ মোরা ছাড়বান্ না। পাক্‌রাবার বস্‌কিস্, খুসির বস্‌কিস্, সব বস্‌কিস্ মোদের চাই।

মেঘাকে জ্যান্ত ধোরি আন্‌তি পার্‌লি, কাটা মুণ্ডু আন্‌তি পার্‌লি, দশ হাজার টাহা বস্‌কিসির বাক্যি দ্যাছলে, সেই বাক্যি মোরা মান্যি করিছি। মোদের বস্‌কিস্‌টা,—

রাজীব। ফের্ ঐ কথা! ফের্ বক্‌সিসের নাম! চোপ্‌রাও! এখনও ভাল কথা বল্‌ছি, আমার কাছে টাকা টাকা করিস্‌নি!—টাকা—টাকা—টাকা! টাকা যেন গাছে ফোল্‌চে! বেটা—আমার টাকা চিনেছে! এক পয়সার কাজ পাইনে, দশ দশ হাজার টাকা! আমায় চেন না? আমার সাম্‌নে টাকা—টাকা—টাকা! ফের্ যদি টাকা টাকা কর্‌বি ত ঐ জ্বলন্ত মশাল তোর মুখে পুরে দোবো। বেরো হারাম্‌জাদ বেটারা বেরো।

(মোসাহেবগণ কর্ত্তৃক হামিদের কর্ণ মর্দ্দন, দাড়ী ও চুল আকর্ষণ ইত্যাদি।)

হামিদ। আপন্‌কার বাক্যি সইতি পারি কর্ত্তা, এরা কে? এ বেটারা মোর্ এমৎ বেহাল্ কোর্‌তেছি ক্যানে? এক এক ঝাপটে এক এক বেটাকে দরিয়া পারে ছুরে ফ্যাল্‌তি পারি, তা বেটারা জানে না।

রাজীব। হারাম্‌জাদ! মুখ সাম্‌লে কথা ক! যত বড় মুখ তত বড় কথা! জুতিয়ে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো! জুতো মার্‌তে মার্‌তে পাট কোরে ফেল্‌বো!

হামিদ। (হুঙ্কার দিয়া) হারাম্ কি বাচ্ছা চামার্ কি জনম্! আবি তোম্‌কো শিখ্‌লায় দেগা! শালা! হাম্‌কো সাৎ চালাকি কর্‌ণে আয়া! এক দাম্‌ড়িকি আস্তে শালা জান্ লেতা হায়, শালা দশ্ দশ্ হাজার রূপেয়া দেগা। উভি ঝুঠা হায়! উস্কো বাত্ ভি ঝুঠা হায়! মির্ মহম্মদ! কাফের শালা লোগ্‌কো আবি শিখ্‌লায় দেও,—লুঠ্ লেও। (মির মহম্মদ ও দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রমণ, আহত রাজীব ও মোসাহেবগণের পলায়ন)

হামিদ। কাঁহা ভাগে গা শালা? (পশ্চাদ্ধাবন)

(ঢাল ও তরবারি হস্তে মেঘনাথ, পশ্চাতে ভবনাথ, ব্রজনাথ ও পাইকত্রয়ের যষ্টি হস্তে প্রবেশ)

মেঘা। দাঁড়া শালারা দাঁড়া! এক পা এগুবি ত, এক এক লাঠিতে এক এক শালার মাথা গুঁড়ো কোর্‌বো। বড়্ দাদাবাবু, ছোড়্ দাদাবাবু, ফটকটা আগ্‌লে থাকুন, যেন এক শালাও পালাতে না পারে।

(হামিদ, মেধো, যেদো ও অনুচরগণের ভয়ে কম্পমান।)

চতুর্থ দৃশ্য ।

রাজীবলোচনের অন্তঃপুর ।

অন্নপূর্ণা ও পাঁচির মা ।

অন্ন । হ্যাঁরে পাঁচির মা, তুই অনেক দিন এদিকে আসিস্ নি কেন গা ? ভাল আছিস্ ত গা ?

পাঁ—মা । আমি ত ভাল আছি মা ! কিন্তু তোমার একি দশা মা ! তুমি রাজরাণী হোয়েও ভিখারিণী ! পরকে দিয়ে থুয়ে, পরের দুঃখু ভেবে ভেবে, তোমার অমন সোণার বরণ কালী হোয়ে গেছে, তোমার দিকে চাইতে পারা যায় না ।

অন্ন । পাঁচির মা ! আমার সোয়ামী হোতে আমার দুর্দ্দশা বোলে নয়, সবার মুখে সোয়ামীর অত্যাচারের কথা শুনে, আমি যে কি কষ্টে আছি, তা কি বোলবো । ভগবান কি সোয়ামীর মন ফিরিয়ে দেবেন না ? কুপথ হোতে সুপথে আনবেন্ না ? এ অভাগীর প্রার্থনা কি শুনবেন্ না ? (করযোড়ে) হা ভগবান ! সোয়ামীর সুমতি দাও ঠাকুর ! ধর্ম্ম পথে মতি দাও ঠাকুর ! (অশ্রু মোচন)

পাঁ—মা । রাণি ! তবে আমি আসি ?

অন্ন । পাঁচির মা ! যাচ্ছিস্ ।—তোর নাত্নীর জন্যে এই কটা নিয়ে যা । আহা ! বাপ্ নাই ভারি কষ্ট ! (পয়সা প্রদান)

পাঁ—মা। এই ত সে দিন দিলে, এ রকম কোরে নিত্যি নিত্যি নিতে আমার লজ্জা করে। তবে আসি রাণি?

অন্ন। আর দেখ্ পাঁচির মা, এ, কটা হলধরের মাকে দিবি। আহা! বুড়ীর ভারি কষ্ট! (টাকা প্রদান)

পাঁ—মা। আচ্ছা রাণি! (গমনোদ্যত)

অন্ন। আর দেখ্ পাঁচির মা, এই গয়নাটা দয়ালকে দিবি। বলিস্ হাতে টাকা নাই, এই গয়নাটা বিক্রী কোরে, সেই টাকায় মেয়ের বিয়ে দিতে বলিস্।

পাঁ—মা। আচ্ছা আসি রাণি! তোমার মুখ এত শুক্‌নো কেন রাণি! খাওয়া হয় নি? বেলা ত আর নাই, এখনও পেটে জল পড়েনি, বল কি?

অন্ন। (ঈষদ্ধাস্যে) এই খেয়ে নোবো, আজ মাসের শেষ, —মাসকাবারি কটা দিয়ে খেয়ে নোবো।

পাঁ—মা। রাণি! তুমি পরের দুঃখু ভাব্‌তে ভাব্‌তেই গেলে! না,—আমার যাওয়া হোলো না, তোমায় না খাইয়ে যাব না।

অন্ন। না পাঁচির মা, তুই যা, বেলা গেছে, রাস্তা ঘাট ভাল নয়, বেলাবেলি চোলে যা। আমার জন্যে ভাব্‌তে হবে না।

পাঁ—মা। তবে বোল্‌ছো যাই। সঙ্গে অনেক গুনো টাকা, যাই। আমার দিব্বি, দুটো খেয়ে নিও, যেন উপোস্ দিও না।

অন্ন। দেখ্ পাঁচির মা, এবার যখন আস্‌বি, তোর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসিস্। পথ ঘাট্ট বড় খারাপ, ছেলেটা সঙ্গে থাক্‌লে তবু সাম্‌লাতে পার্‌বে।

পাঁ—মা। ছেলেকে সঙ্গে আন্‌বো ভেবেছিলুম রাণি! আ আমার বরাত, কদিন থেকে ছেলেটা জ্বরে বেহুঁস হোয়ে পোড়ে আছে। সত্যি কথা বোল্‌তে কি রাণি! তোমার পয়সাতেই সংসার চোল্‌ছে। আর বোল্‌তে নেই, মেঘা যে সেবাটা কোচ্ছে তা নিজের ভাইও তা পারে না। রাত জাগা, ঔষধ পথ্য দেওয়া, কবিরাজের বাড়ী যাওয়া আসা, সবই মেঘা একা কোচ্ছে। মেঘাকে কত বলি, যা বাছা যা, অত রাত জাগ্‌লে অসুখ কোর্‌বে, যা, মেঘা তা শোনে না, বলে, মা আমিও তোর ছেলে, আমি ভায়ের সেবা কোর্‌বো এতে কষ্ট কি মা?

অন্ন। মেঘার মতন অমন লোক আর জন্মাবে না। আমার খুকুকে বাঁচিয়ে আমায় একেবারে কিনে গেছে। তার ধার কি আর আমরা জন্মে শোধ কোর্‌তে পার্‌বো? আর কি কোরেই বা শোধ কোর্‌বো। তার ত টাকা পয়সার ওপর টান নাই। ও ত মানুষ নয় দেবতা, আমাদের ছোল্‌তে বাগ্দীর ঘরে জন্মেছে, অনেক বামুন ওকে ছুঁলে মানুষ হোয়ে যায়। আমরা ত ভেতর দেখিনে, ওপরের চামড়াখানা দেখে প্রণাম

করি। কিন্তু ভগবান ভেতর দেখেন। দেখ্‌বি ওর ভাল হবেই। ভগবান ওকে তাঁর পায়ে স্থান দেবেন।

পাঁ—মা। তোমার আশীর্ব্বাদ মেঘাকে ফোল্‌বে রাণি। তবে আসি রাণি?

অন্ন। এস, পথ ঘাট দেখে চলিস্‌। (পাঁচির মার প্রস্থান)

(প্রতিবেশিনীগণের একে একে প্রবেশ ও অন্নপূর্ণা প্রদত্ত বস্ত্রাদি লইয়া একে একে প্রস্থান)

(ত্রিশূল হস্তে জনৈক ভৈরবীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ভৈরবী। গীত।

দে মা ভিক্ষা দে।
যেন মনের তুষ্টি ভাবের পুষ্টি
ইষ্টি পাই মা আপদে॥
যে ধনে গরব আনে
সে ধন চায় মা অজ্ঞানে,
আশিস্‌ ভিখারী আমি,
কি কাজ মা সম্পদে॥

কিছু ভিক্ষা রাণি।

অন্ন। কি ভিক্ষা? তোমাকে নতুন দেখ্‌ছি মা?

ভৈরবী। তোমার কাছে আমি নতুন বটে রাণি, আমার কাছে তুমি নতুন নও।

অন্ন। এ বাড়ীর খবর কে দিলে মা ?

ভৈরবী। পদ্ম যখন ফোটে মৌমাছিকে খবর দিতে হয় না, – আপ্‌নিই আসে।

অন্ন। আমায় এত কোরে বাড়াস্‌ না মা? আমি মহা নারকী।

ভৈরবী। তুমি নারকী বৈ কি রাণি! পরের দুঃখে, ক্ষিদে তেষ্টা ঘুচে গিয়ে যার প্রাণ কাঁদে, সর্ব্বস্ব দান কোরে রাজরাণী হোয়েও ভিখারিণী, সে নারকী বৈ কি মা!

অন্ন। তুমি বোল্‌ছো ভাল। তুমি ছোটকে বড় কোর্‌তে বেশ পার।

ভৈরবী। ছোটই বড় হয়, আর বড়ই ছোট হয়, এ ত নূতন কথা নয় রাণি ? রাণি! তুমি নিজেকে ছোট দেখ বোলেই ছোটর দুঃখ কষ্ট বুঝ্‌তে পার। তাদের জন্যে তোমার প্রাণ কেঁদে ওঠে। যাঁর প্রাণ কাঁদে, তার কি ক্ষিদে-তেষ্টা থাকে। বেলা শেষ হোয়েছে, এখনও মুখে জল পড়েনি, চোখের জলেই বুক ভাসাচ্চ। রাণি! সংসারত্যাগিনী ভৈরবী আমি, তোর মতন যা'তে সর্ব্বত্যাগিনী হোতে পারি এই আশিস্‌ ভিক্ষা দে রাণি!

অন্ন। কে তুমি মা ?

ভৈরবী। মা, সে পরিচয় পরে দেব। এখন যার জন্যে এসেছি, বল্‌ছি। ওমা, বাবু এদিকে আস্‌ছেন যে! আমি ঘুরে আস্‌ছি মা।

(এক দিক দিয়া ভৈরবীর প্রস্থান ও অন্য দিক দিয়া মাতাল রাজীবের প্রবেশ)

রাজীব। এ সব কি হতভাগী লক্ষ্মীছাড়ী ?

অন্ন। ছেলেদের খাবার।

রাজীব। ছেলেরা কারা ?

অন্ন। প্রজারা।

রাজীব। ওঃ ! ভেবেছিলুম্ মার্ ধোরে তোর চেতনা হোয়েছে, তাই হাড়গিলের কথা বিশ্বাসই করি নি, মনে করি এ সব আজগুবি কথা। এখন দেখ্ছি সব সত্যি, এক বর্ণও মিথ্যে নয়। (চীৎকার করিয়া) তুই জানিস্ ! এক পয়সা আমার মা বাপ্ ! এক পয়সায় মরি বাঁচি ! এক পয়সার জন্যে মানুষ খুন করি ! জেনে শুনে আমায় না জানিয়ে তুই লুকিয়ে লুকিয়ে এত আদরের টাকা বিলিয়ে দিস্ ? এ কি প্রাণে সহ্য হয় ! লোকে খেতে পাক্ না পাক্, হতভাগী তোর বাবার কি ? তুই কার্ টাকা কাকে দিস্ লক্ষ্মীছাড়ী ! কোন্ বাবা তোকে আজ রক্ষে করে দেখি !

অন্ন। (পদধূলি গ্রহণ মানসে হস্ত প্রসারণ) পায়ে পড়ি রাগ কোরো না। প্রজাদের টাকা প্রজাদের দি, দোষ নিও না।

রাজীব। কী! প্রজাদের টাকা! হতভাগী তোর এত বড় কথা! যা,—জাহান্নমে যা! (পদাঘাত)

অন্ন। মা গো! (মূর্চ্ছা ও পতন)

রাজীব। ওঠ্ মাগী, শীগ্‌গির ওঠ্, আবার ঢং ক'রে মূর্চ্ছা যাওয়া, ওঠ্। তাই ত একি হ'ল! একেবারে মরে গেল নাকি! এঁ্যা! কি কর্‌লুম্! কি কর্‌লুম্! তাইত, সাড়া শব্দ যে কিছু নেই! কি করি! কি করি! ঐ না কারা আস্‌ছে! এখনই ধরা পোড়্‌বো!—পালাই! পালাই!

(রাজীবের বেগে প্রস্থান)

(কতিপয় সঙ্গিনী-সহ ভৈরবীর পুনঃ প্রবেশ)

ভৈরবী। রাণি! রাণি! একি! রাণী এমন ক'রে পড়ে আছে কেন? অসুখ বিসুখ করে নি ত? আর অসুখের অপরাধই বা কি? একে ত সোয়ামীর মার ধোর খেয়ে খেয়ে অস্থিচর্ম্ম সার হোয়েছে, তার ওপর দুঃখী প্রজাদের দিয়ে থুয়ে সমস্ত দিনের পর অবেলায় খাওয়া! মানুষের আর কত সয়? তাই বুঝি এমন অসময়ে ঘুমিয়ে পোড়েছে। ওরে, তোরা চোলে আয়, রাণীর ঘুম ভাঙাস্‌নে ঘর থেকে বেরিয়ে আয়।

১ম সঙ্গিনী। রাণী মা ঘুমোয় নি। চোখ চেয়ে আছেন। ঐ দেখ গায়ে মুখে নীল বেটে দিয়েছে।

ভৈরবী। (অন্নকে নিরীক্ষণ করিয়া) এঁ্যা! তাইত! রাণীমার এমন দুর্দ্দশা কে কোর্‌লে? মা আমার চোথ মুথ কপালে তুলেছে! মুখে ভয়ানক যন্ত্রণার চিহ্ন! ওঃ! বুঝেছি! ওরে, তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্‌ কি? একজন ছুটে যা, শিগ্‌গীর একটা পাল্কী ডেকে নিয়ে আয়।

(২য় সঙ্গিনীর প্রস্থান)

দেখি বাঁচাতে পারি কি না? যদি বাঁচ্‌বার কিছু আশা থাকে, এখানে থাক্‌লে তাও থাক্‌বে না। বুঝ্‌তে পেরেছিস্‌? মাতাল স্বামীর অত্যাচারেই এ দশা হোয়েছে। আর এই অবস্থায় ফেলে সে পালিয়েছে। বোধ হয় একে মরা মনে কোরেই পালিয়েছে।

১ম সঙ্গিনী। মা আমরা কি কোর্‌বো?

ভৈরবী। আয়, এঁকে ধরাধরি কোরে খিড়কীর দরজা দিয়ে আমাদের আশ্রমে নিয়ে যাই চ। এঁকে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেন কেউ না দেখ্‌তে পায়।

পঞ্চম দৃশ্য।

বৈঠকখানা।

রামকান্ত।

নেপথ্যে। মার্‌! মার্‌! মার্‌!

রাম। (সভয়ে) ভজা? ও ভজা?

(ভজার প্রবেশ)

ভজা। কেন বাবু?—ডাকছেন?

রাম। ফটকটা বন্ধ আছে ত? ভাল কোরে খিল দিয়ে রেখেছিস্ ত?

ভজা। হাঁ বাবু।

রাম। যাকে তাকে ফটক খুলে দিস নি, সর্ব্বনাশ হোয়ে যাবে।

ভজা। না বাবু, আমি ঘাঁটি আগ্‌লে বোসে আছি।

রাম। পোড়ে, শাস্তে, নোস্তে ওরা সব আছে ত?

ভজা। আজ্ঞে হাঁ।

রাম। খুব হুঁসিয়ার থাক্‌বি। বাড়ীতে যেন একটা মাছি পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে না পারে।

ভজা। তা আর বোল্‌তে হবে না বাবু। পোড়ে, শাস্তে, নোস্তে সকলেই খুব সাবধানে পাহারা দিচ্ছে।

নেপথ্যে। হারা—র‍্যা—র‍্যা—র‍্যা—ধর্ শালাকে! মার্ শালাকে।

রাম। ঐ গো! ঐ গো! ঐ আস্‌চে বুঝি গো! এই বাড়ীতেই ঢুক্‌লো বুঝি গো! ভজা! শিগ্‌গীর যা! শিগ্‌গীর যা! ফটক ভেঙে ফেল্লে বুঝি! শিগ্‌গীর যা!

ভজা। ভয় নেই বাবু, ভয় নেই! ফটকে পোড়েকে বসিয়ে রেখে এসেছি, ভয় নেই!

রাম। দূর্ বেটা, সে একা কি কোর্‌বেরে বেটা। তুইও যারে বেটা তুইও যা।

ভজা। পোড়ে একাই একশো বাবু, একাই একশো। আমাদের

বাড়ীতে কেউ ঢুক্‌বে না বাবু, আমাদের বাড়ীতে কেউ ঢুক্‌বে না।

রাম। (মুখ বিকৃত করিয়া) তুই বেটা মস্ত গণক্কার কিনা, তাই হাত গুণে রেখেছিস্‌, কেউ ঢুক্‌বে না।

ভজা। দরবারের বড় বাবু রতন সরকারের মুখে খপর পেয়েছি, রাজীব বাবুর নায়েব, গোমস্তা, লোক, লস্কর, পাইক পেয়াদা, ওরাই সব ক্ষেপে উঠেছে।

রাম। শুধু ওরাই ক্ষেপে উঠেছে, আর কেউ ক্ষেপেনি,—তোর মাথা আর মুণ্ডু হোয়েছে।

ভজা। হ্যাঁ বাবু, এই কথাই শুনেছি বাবু। বিশ্বেস্‌ না হয়, রতন বাবুর পেয়াদাকে আপনার কাছে আন্‌তে পারি, তাঁর মুখেই সব শুন্‌বেন বাবু।

রাম। শোনা আছে রে বেটা,—শোনা আছে। তারা ক্ষেপে কি আর গরীবের বাড়ী লুঠ কোর্‌বে, যত সব পয়সাওলা লোকের বাড়ীই লুঠ কোর্‌বে।

ভজা। তা যদি হোতো বাবু, তা হোলে এ বাড়ী আগেই লুট হোতো।

রাম। (রাগিয়া) তোদের রেখেছি কি কোর্‌তে রে বেটারা? দূর্‌ হ! বেটারা দূর্‌ হ !

ভজা। (হাসিয়া) ভয় নেই বাবু, ভয় নেই, আপনার বাড়ী লুট হবে না—ভয় নেই।

রাম। তাই বল্‌রে বেটা তাই বল্‌। ঐ ভয়েইত তোদের

মাসে মাসে টাকা গুন্‌ছি। এ অসময়ে তোরা ভয় পেলে চোল্‌বে কেন? তবে এত লুট পাট, হাঙ্গামা হুজুগ্‌ হোচ্চে কোথা?

ভজা। আপনা আপ্‌নি লুটপাট কোরে মোচ্চে।

রাম। তা যদি হয়, তবে গরীব প্রজারা ক্ষেপ্‌লো কেন?

ভজা। তা জানিনে বাবু?

রাম। তবে ত তুই সব খবরই রাখিস্‌—চলে যা।

(ভজার গমনোদ্যত)

দেখ্‌?

ভজা। আজ্ঞে?

রাম। কেষ্ট বাইরের ঘরে আছে, শিগ্‌গীর আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

ভজা। যে আজ্ঞে।

(ভজার প্রস্থান)

রাম। কদিন কি গোলমালটাই না যাচ্ছে। বাজারহাট বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ, কারকারবার বন্ধ, সবই বন্ধ। দেশের যেন মতিচ্ছন্ন দশা ধোরেছে। এ রকম কত্‌ দিন চোল্‌বে কে জানে?

(কৃষ্ণহরির প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কর্ত্তা, আমায় ডাক্‌ছেন্‌?

রাম। হাঁ।

কৃষ্ণ। কিছু জিজ্ঞেস্ কররবার আছে কি? আর জিজ্ঞেস্ কোর্‌বেনই বা কি? কারকারবার সব বন্ধ হোয়ে যাবার মত হোয়েছে। দেশ যে রকম অরাজক হোয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে যদি এ আর কিছু দিন চলে, তা হোলে উঠে যানে আর পত্তি কোর্‌তে হবে না।

রাম। ভজাকে জিজ্ঞেস কোরেছিলুম, প্রজারা সব হটাৎ ক্ষেপে উঠ্‌লো কেন? তা সে বোল্লে তুমি সব জান। ব্যাপার কি বলত?

কৃষ্ণ। ব্যাপার আর কিছু নয়, এতদিনে রাজীবের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হোয়েছে। যত দিন রাজীবের স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন, তত-দিন তাঁর পুণ্যেই সংসার অটুট ছিল, কেননা রাজীবের দয়াবতী পত্নী অন্নপূর্ণা গুপ্ত দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। পতির অগোচরে নিজের অলঙ্কার বিক্রয় কোরে সেই টাকা গরীব প্রজাদের দিতেন। কিন্তু রাজীব এত বড় পাষণ্ড যে, পত্নীর গুপ্ত দান জান্‌তে পেরে, সেই পত্নীকে স্বহস্তে বধ কোরেচে।

রাম। বল কি? বল কি? ওটা এত বড় পাষণ্ড নাকি?

কৃষ্ণ। সেই অন্নপূর্ণা মারা যাওয়ায় গরীব প্রজাদের ভেতর হাহাকার পোড়ে গেছে। তারা আর খেতে পাচ্ছে না, কাজেই অন্ন বস্ত্রের জন্যে বিদ্রোহী হোয়ে উঠেছে।

রাম। তা হোলে ব্যাপার বিষম হোয়ে দাঁড়িয়েছে বল? রাজীব এখন কি কোর্‌ছে?

কৃষ্ণ। রাজীব স্ত্রীকে খুন কোরেই ভয়ে পালিয়ে গেছে। সে যে এখন কোথায়, তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। প্রজারা তা'কে পেলে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে কেটে ফেল্‌বে বোলেছে।

রাম। তার দেখা পেলে ত ফেল্‌বে। কিন্তু এখন আমাদের উপায় কি হবে। তাকে না পেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় শেষে আমাদের ওপর চড়াও হবে না ত?

কৃষ্ণ। সেটা ভাব্‌নার কথা বটে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছেয় একটা উপায় হোয়েছে। এ গোল আর বেশী দিন থাক্‌বে না, শিগ্‌গির মিটে যাবে। ও গ্রামের জমীদার গিরীন্দ্র বাবু এই জমীদারীটা কিনে নিয়েছেন।

রাম। (সাহ্লাদে) ভাল ভাল আমাদের ভাগ্য ভাল যে, ধার্ম্মিক চূড়ামণি গিরীন্দ্র বাবু আমাদের জমীদার হোয়েছেন। রাজীবের একটা ছোট ছেলে আছে না?

কৃষ্ণ। হাঁ আছে।

রাম। তাঁর ব্যবস্থা গিরীন বাবু কি কিছু কোরেছেন?

কৃষ্ণ। সেই ছেলে খুকুকে গিরীন বাবু নিজের ছেলের মতন কোরে রেখেছেন, সে সাবালক হোলে তার বিষয় তাকে দান পত্তর কোরে দেবেন।

রাম। ধন্য গিরীন্দ্র বাবু। তা' এ সব কাজ তাঁরই উপযুক্ত। অত বড় মহাপ্রাণ ব্যক্তি কি এদেশে আর আছে?

কৃষ্ণ। ঐ দেখুন গিরীন্দ্র বাবুর ছেলের দল গান কোর্‌তে কোর্‌তে এ দিকে আস্‌ছে। ঐ সব ছেলেরা গাঁয়ে গাঁয়ে, বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে কার কি অভাব জিজ্ঞেস্ কোর্‌ছে, যতদূব পাচ্চে সাহায্য কোচ্চে। রোগের সেবায় তারা যেমনি উৎসাহী তেমনিই দক্ষ। ওদিগে দেখ্‌লে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

রাম। (উচ্চ কণ্ঠে) ভজা—ভজা ফটক্‌টা খুলে দে; চল, বাইরে গিয়ে দেখা যাক্।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গিরীন্দ্রমোহনের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

(গিরীন্দ্র মোহন, ভবনাথ, ব্রজনাথ, মেঘনাথ, হলধর মণ্ডল, মদন ব্যাপারি, সিদ্ধু চাঁড়াল প্রভৃতি রাজীবের প্রজাগণ ও বদ্ধাবস্থায় আহেদ হামিদ উল্লা ও মেধো ও যেদো)

গিরীন। এটা কে ?

হলধর। রাজাবাবু এটার নাম হামিদ উল্লা, ডাকাতের সর্দ্দার; এদেরই উৎপাতে ভিটে ছেড়ে সব পালিয়েছে। মান ইজ্জত রেখে বাস করা এখন দায় হোয়ে উঠেছে। একে জব্দ না কোর্‌লে টেঁকা ভার।

মদন। একে জ্যান্ত পুঁতে ফেলুন রাজাবাবু।

সিহু। এর হাত পা কেটে দিয়ে গাছে টাঙ্গিয়ে দেন রাজাবাবু।

গিরীন। ওঃ! তুই বেটা হামিদ উল্লা। তোর বড় বাড় বেড়েছে, তোরা বড় বাড়িয়ে তুলেছিস্ ; তোদেব আচ্ছা কোরে জব্দ না কোর্‌লে আর চোল্‌ছে না।

হামিদ। হুজুর আপনি মোদের মা বাপ্। আপন্‌কার ঝা ইচ্ছা তাই কোর্‌তি পারেন, রাখ্‌তি মনে কোর্‌লি রাখ্‌তি পারেন, কাট্‌তি মনে কোর্‌লি কাট্‌তি পারেন। হুজুর আপন্‌কার্ পাই ক্‌রা মোদের্ ভারি ল্যাজেহাল্ কোরেছে, মোদেব ডাহিন্ হাতির কব্জি ভাঙি দ্যাছে, মোদের দফা রফা কোরি দ্যাছে। এহন আর মোরা কোন কাম্ কোর্‌তি পার্‌বোনি, মোদের বাল্‌বাচ্ছা খাতি না পেয়ে আর বাঁচবিনি হুজুর্। মেহেরবানি কোরে মোদের ছাড়ান্ দ্যান্। নাকে কানে খৎ, এ জনমে এ কাম্ আব কোর্‌বোনি হুজুর্।

গিরীন। (সগর্জ্জনে) বদ্‌মাস্, পাজী, হারাম্‌জাদ, তোদের ওসব্ নষ্টামী কথা শুন্‌তে চাই নে। সব দম্‌বাজী। আমি তোদের ওসব দম্‌বাজীতে ভুলি না। বেড়ালের আড়াই পা, ছাড়ান্ পেলেই তোরা আবার দেশ পয়মাল্ কোর্‌বি। দস্তুর মত সাজা না দিলে, তোদের হুঁস্ হবে না।

হামিদ। দোহাই হুজুর! কব্জিখানা একিবারি ভাঙি দ্যাছে। এ কব্জিতে মোদের আর কোন কাম্ হোবানি। ছাড়ান্ দ্যান্ হুজুর ছাড়ান্ দ্যান্।

হলধর। না রাজাবাবু, ছাড়্বেন না,—ছাড়্বেন না।

মদন। ও বেটার সব মিছে কথা।

সিধু। হাত কেটে দুখানা কোরে দেন।

হামিদ। (ভগ্ন কব্জি দেখাইয়া) এই দ্যাহেন্ হুজুর, কব্জিখানা একিবারি ভাঙি দ্যাছে।

গিরীন। মেঘা, সত্যি কি ওর হাতটা অকেজো কোরেছিস্?

ব্রজ। মেঘার লাঠি কি কেজো রাখে। ও বেটার কব্জি চামড়ায় ঝুল্ছে, কাজের বার।

গিরীন। তুই বেটা ত অকেজো হোয়েছিস্, দলের লোক তোকে মান্বে কেন?

হামিদ। রাজাবাবু! সুদু আমার লয়, দলের সবারই হাত পা গেছে।

ভব। মেঘনাথ, এ বেটা বলে কি?

মেঘা। হাঁ দাদাবাবু, সব বেটাই ঘাল হোয়েছে।

ব্রজ। ঘাল বোলে ঘাল, একেবারে দফারফা।

গিরীন। আচ্ছা এবার তোদের মাপ করা গেল, ফের্ যদি তোদের নামে কোন নালিস শুন্তে পাই, তা হোলে আর তোদের রক্ষা থাক্বে না, সকলকেই এক দড়িতে বেঁধে দরবারে চালান দোবো।

হামিদ। হুজুর! এই নাকে কানে খৎ, মোরা আর এ কাম্ কোর্বুনি। খোদাবন্দ! মোদের বাল্ বাচ্ছা যাতি দুবেলা দুমুঠি খাতি পায়, মেহেরবাণি কোরি একটা কিনারা কোরি দ্যান্।

মেধো—যেদো। (করযোড়ে) দোহাই রাজাবাবু! আমাদের পাপের শাস্তি খুবই হোয়েছে, এখন আপনাব দয়া।

মেঘা। রাজাবাবু, এরা ত কর্ম্ম ফল ভোগ কোর্‌লে, এদের ছেলে পুলে খাবে কি ?

ব্রজ। খেটে খাবে।

ভব। ছোট ছেলে মেয়ে খেটে খাবে কি ? খুব ত বুদ্ধি তোর ?

গিরীন। তার ব্যবস্থা আমি কচ্চি। দেখ্ হামিদ,দেখ্ মেধো-যেদো, তোদের কয় বিঘা জমী দিচ্ছি, তোরা খাটিয়ে খাস্।

সকলে। জয় রাজাবাবুর জয়! জয় রাজাবাবুর জয়! জয় রাজাবাবুর জয়!

হলধর। আমাদের কি কোর্‌লেন্ রাজাবাবু ?

মদন। আমাদের চাল নেই, ডাল নেই, আমাদের চোল্‌বে কিসে রাজাবাবু ?

সিধু। দোহাই রাজাবাবু, মোদের একটা বেবস্থা করুন।

হলধর—মদন—সিধু। হাঁ রাজাবাবু, আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন, নৈলে আমরা সকলে মারা যাই।

ব্রজ। বাবা, আমাদের "পাষণ্ড দলনের" মতন একটা "দরিদ্র ভাণ্ডার" খুল্‌লে হয় না ?

ভব। বেজা, খুব ভাল কথা বোলেছিস্।

গিরিন। হাঁ, বেজা একটা কথা বোলেছে বটে। ভাণ্ডারটা যত শীঘ্র পারি খুল্‌বো মনে কোরেছি, কিন্তু তার নাম কি রাখা যায় ? মেঘা কি বলিস্ ?

মেঘা। (একটু চিন্তার পর) নাম রাখুন "অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার"।

গিরীন। হাঁ ঠিক বোলেছিস্। যে অন্নপূর্ণার নামে, বিপন্ন, নিরন্ন প্রজাকুলের প্রাণ কেঁদে ওঠে, যে অন্নপূর্ণার নামে মাতৃ-ক্রোড়স্থ ক্ষুধার্ত্ত শিশুর মুখ প্রফুল্ল হয়, জরাপীড়িত বৃদ্ধ বৃদ্ধার স্নেহাশ্রু প্রবাহিত হয়, যে অন্নপূর্ণার নামে নির্দ্দয় রাজীব-পীড়িত প্রজার হৃদয়ে শান্তির বাতাস বোয়ে যায়, তাঁর নামেই এই ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হউক। ধন্য মেঘনাথ! তোর সরল হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসেই অন্নসত্র "অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হউক।

সমস্বরে। রাজাবাবুর জয় হোক্। রাজাবাবুর জয় হোক্।

(নেপথ্যে গীত। বিফলং জীবনং ইত্যাদি)

গিরীন। এই যে ছেলেদের দলও ঠিক সময়েই এসে পড়েছে।

(বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বালকগণ। গীত।

বিফলং জীবনং বিফলং যৌবনং বিফলং কাঞ্চনঞ্চ ভূষণম্।
বিফলং সাধনং বিফলং চেষ্টনং বিফলং মননঞ্চ চিন্তনম্॥
অন্নং ক্ষুধিতে পেয়ং তৃষিতে,
অবলে বলমভয়ং ভীতে,
উন্মত্তে সান্ত্বনং কাতরে কারুণ্যং চেন্ন দত্তং সততম্,—
বালানাং হাসং নারীণাং মানং চেন্ন রক্ষিতম্।
দেশমাতৃপদঞ্চেন্মার্চ্চিতং ন সেবিতং সন্তানৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥

———০———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুটীব।

মেঘনাথ ও নবদুর্গা।

মেঘা। নব! তুই কাঁদচিস্?

নব। না, আমি কাঁদিনি। (চক্ষু মোচন)

মেঘা। বুঝেছি, তোব মা বাপকে মনে পোড়েছে।

নব। না—না. তাদের জন্যে কাঁদিনি। তারা ভালোয় ভালোয় আমাদের রেখে গেছে, তাদের জন্যে কাঁদিনি। তবে কিনা আজ যদি তারা থাক্‌তো, তা হোলে বড় সুখের হোতো।

মেঘা। বিধির লেখা কে খণ্ডাতে পারে? যার যত দিন ভোগ, সে ততদিন ভোগ করে, ভোগের শেষ হোলেই চলে যায়। এই ত সংসারের গতি, চিরদিনই এই রকম চোলে আস্‌চে। দেখ্‌ ভগবান যা করেন, তা ভালর জন্যেই করেন, মানুষেরা তা বুঝ্‌তে পারে না বোলেই ভেবে মবে।

নব। সে কথা ত সত্যি, তবে মা বাপকে মনে পোড়লেই কষ্ট হয়। সংসারে যে সুখ নেই তা আমি বুঝেছি। আর এখানে থাকৃতে ইচ্ছে করে না। মা বাপের গুরুকে ঘর দোর সব দিয়ে, চল আমরা বিন্দাবনে গিয়ে থাকি।

মেঘা। নব! তোর মন যে এত ভাল, এতদিন তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি। তোর মন এত ভাল বোলেই আমার ভাল হোয়েছে। বোল্‌তে কি তুই আমার ধর্ম্মের সহায়, তুই না থাকৃলে কখনই আমার ধর্ম্মে মতি হোতো না। নব! আমার কাজ ফুরিয়েছে, দেশে আর চোর ডাকাতের উৎপাত নাই, এখন সকলে সুখে বাস কোচ্ছে। চল্‌, তোতে আমাতে বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করিগে।

নব। আমারও এখানে আর মন টেক্‌ছে না, চল বিন্দাবনে গিয়েই থাকিগে চল। তোমার দেব্‌তা কোথা গেল? তাকে ছেড়ে থাকৃতে পারবে?

মেঘা। দেব্‌তা কে?

নব। ঐ যে জগা—জগা কর?

মেঘা। সত্যি বোলেছিস্‌ নব? দেব্‌তার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি। কত ছুটোছুটি কচ্ছি দেখা পাইনি। ওরা সাধু সন্ন্যাসী, ওদের দর্শনে পুণ্য আছে। আমি মহাপাপী দেখা পাব কেন?

জগা। (নেপথ্যে) গীত

কাঁচা বাঁশের খাঁচা কতক্ষণ,

মেঘা। ঐ শোন্—ঐ শোন্—ঐ গান শোন্।

নব। ঐ গো! ঐ দেখ তার গলা গো! যেমন নাম করেছ অমনিই এসেছেন, যাও যাও দেব্তার সঙ্গে দেখা কোরে এস।

মেঘা। দেব্তাকে একবার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

(মেঘনাথের প্রস্থান)

নব। মা গেল, বাপ গেল, তুজনেই সংসার থেকে চোলে গেল, আমাদের দিনও ফুরিয়ে এল, আর মিছে কেন সংসার সংসার কোরে ঘুরে মরি। আমাদের আপনার বোল্তে আর কে আছে? এখন বিন্দাবনে যাওয়াই ভাল। কুঞ্জে কুঞ্জে ভগবানের নাম কেত্তন শোনাই ভাল। পরাণে সুখ নেই,—বিন্দাবনে গেলে সুখ পাব পরাণের জ্বালা জুড়ুবো।

(মেঘনাথের সঙ্গে জগাপাগলার গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

জগা। গীত।

কাঁচা বাঁশের খাঁচা কতক্ষণ
ভেঙে পালিয়ে যাবে হীরে মন ॥
কাঁচা বাঁশের খাঁচা নয়কো কভু সাঁচা,
তু দিন পরে ধোর্বে ঘুণে যতই কর্রে যতন ॥

ভবের সব ফক্কিকার কেউ নয় রে কার,
অসার সংসার খেলা সার সেই হরির চরণ ॥

মেঘা। দেব্‌তা এত ছুটোছুটি কচ্ছি, তোমার দেখা পাইনি।

জগা। হাঃ হাঃ হাঃ! তুই বেটা এত ছুটোছুটি কোর্‌তেও পারিস্‌। তোর যদি দুখানা পাখ্‌না থাক্‌তো তা হোলে গরুড় পাখীর মতন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বেড়াতিস্‌। পাখা নাই বা বলি কেন? ঐ যে পাকা লাঠি, ঐ লাঠিই তোর পাখার কাজ করে। এই এখানে রয়েছিস্‌, দেখ্‌তে দেখ্‌তে উধাও হোয়ে যাবি। ঐ লাঠিই তোকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। তুই বেটা সাধারণ নোস্‌। তোর ওপর আমার হিংসে হয়। কিন্তু মনে রাখিস্‌ তোর শত্রু পদে পদে। দেখিস্‌ বেটা দেখিস্‌, খুব সাবধানে পা ফেলিস্‌। পা একটু পেছ্‌লাবে কি, আর চারদিকের শত্রু এসে তোকে পিষে ফেল্‌বে, তোর আর বাঁচবার যো থাক্‌বে না। তাই বলি বেটা খুব সাবধান। যা কোর্‌বি ভগবানকে মাঝে রেখে কোর্‌বি। দায় ধাক্কা যা কিছু ভগবানের ওপর দিয়েই যাবে,—তোর গায়ে আঁচ লাগ্‌বে না।

মেঘা। তুমি কি বোল্‌ছো দেবতা? আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনি দেব্‌তা?

জগা। হাঃ হাঃ হাঃ! তোর বুঝেও কাজ নেই। তুই বেটা

যেমন বোকা হোয়ে আছিস্, বোকা হোয়েই থাক্। বোকা লোকগুলোই সরল হয়। আর যে যত বুদ্ধিমান তার মনও তত ঘোর প্যাঁচ্। শুধু মন কেন? তাদের সবই ঘোর প্যাঁচ্। কাজেও ঘোর প্যাঁচ্, কথাতেও ঘোর প্যাঁচ্, সকলই ঘোর প্যাঁচ্,—প্যাঁচের ওপর প্যাঁচ্। তোর সঙ্গে সিদে কথা কচ্চি, তুই ভক্তি কোরে শুন্‌ছিস্, ওরা হোলে এতক্ষণ ঢাল খাঁড়া ধোর্‌তো, হয়তো মেরে বোস্‌তো। ওরা ঠিক বুঝে রেখেছে, ওদের মত বুঝ্‌দার পৃথিবীতে নাই। সেই তমতেই ওরা মেতে আছে। এই তমই যে ওদের পতনের মূল তা ওরা জানে না। এখন শোন্ যা বলি,—মানুষ বড় সহজ জীব নয়। মানুষই পায় ভগবানের সিংহাসন। পৃথিবীতে যত জীব আছে, সকলের ওপর মানুষ। তুই যে মূর্ত্তি নিয়ে জন্মেছিস্, এই মূর্ত্তির সেবা কোর্‌লে, তোকে আর অন্য দেবতা খুঁজতে হবে না, কারও দোরে দোরে ঘূর্‌তে হবে না, নিজে ঘরে বোসেই সব পাবি। এই চোদ্দ পোয়া দেহের ভেতরেই ত্রিভুবনের খবর পাবি।

মেঘা। তুমি যা বোল্‌ছো দেব্‌তা, তোমার ওপরই খাটে, আমার নয়।

জগা। তুই কেন? তোতে আমাতে তফাৎ কি? তুই আমার গলায় পৈতে দেখে ভয় পাচ্ছিস্? ভয় পাবার কিছু নেই রে বেটা? ভগবানের কাছে তুইও যে পদার্থ আমিও সেই পদার্থ।

মেঘা। দেব্‌তা, আজ তোমার কথাগুলো কেমন গোলমেলে।

জগা। গোলমেলে কি রে বেটা? খুব সোজা। সোজা কোরে ভাব্‌লে খুব সোজা, আর তা না ভাব্‌লে ঠিক উল্টো। কথা কি, ভগবানের স্বরূপ এই মানুষেই আছে। ভগবান যখন এখানে নেবে আসেন এই মানুষরূপেই আসেন। যার সেই মানুষকে পাবার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা হয়, ভগবানের দর্শন পাবার জন্যে কাঁদে, প্রেমের মানুষ তাকে দেখা দেয়। সংসারেই দেখ্‌না কেন, কাঁদুনে ছেলেকেই মা কোলে নেয়, যে কাঁদুনে নয়, তাকে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। এই রকম বাহিরের জগতে যা দেখ্‌ছিস্‌, অন্তর জগতেও ঠিক্‌ তাই। তাই বলি তুই মানুষ হ রে বেটা—মানুষ হ।

(জগার প্রস্থান)

নব। (অশ্রু মুছিয়া) তুমি যে দেব্‌তা দেব্‌তা কর, সত্যিই এ মানুষ নয়,—দেব্‌তা।

মেঘা। নব! আমার মনে হয়, এ গান নয় হরিরই আদেশ। চল আমরা তাঁর চরণ সার করিগে।

নব। রাজাবাবু আমাদের ছেড়ে দেবেন?

মেঘা। রাজাবাবুও আমাদের সঙ্গে যাবেন, খুকুকেও সঙ্গে নেবেন।

নব। খুকু কে? যাকে তুমি আগুন থেকে বাঁচিয়েছেলে সেই খুকু?

মেঘা। কে কাকে বাঁচায়, কে কার প্রাণ দেয়। মরণ বাঁচন সবই ভগবানের হাত, মানুষ কেবল নিমিত্ত মাত্র।

নব। আহা! থুকুর কি বরাত মন্দ গা, এমন অন্নপূর্ণা মাকে হারালে, বাপ মাতাল হোক্ যা হোক্ তাকেও হারালে, তবে অনেক পুণ্যি বল যে, রাজাবাবুর আশ্রয়ে গিয়ে পোড়েছে।

মেঘা। যাক্, এখন ওঠ্, যাবার উজ্জুগ করা যাক্।

—o—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

রাজীব।

রাজীব। অহোঃ! সর্ব্বনাশ হোলো! সর্ব্বনাশ হোলো! সব্ গেল। সব্ গেল! আমি একা! সংসারে আর কেউ নাই! পাপের ফল হাতে হাতে ফোল্‌চে! আর আমার নিস্তার নাই! অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণা! তুমি আমায় বড় ভালবাস্‌তে! শত অত্যাচার হাসি মুখে সহ্য কোর্‌তে! কখন মুখ ফুটে একটা কথা বলনি! এ পাষণ্ডের সেবার জন্যে তুমি তোমার জীবন ঢেলে দিয়েছেলে! আর আমি, তার বদলে তোমায় বলিদান দিয়েছি! কি নির্দ্দয়, কি পাষণ্ড আমি! অন্নপূর্ণা! প্রাণেশ্বরী!

তুমি সতী— সাধ্বী ! পা ধরবার জন্যে হাত বাড়ালে ! পিশাচ আমি ! বুঝ্‌লেম্ না ! পদাঘাত কোর্‌লেম্ ! উঃ ! দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেম্ ! তোমার প্রাণ বেরিয়ে গেল !
(মূর্চ্ছিতের ন্যায় পতন কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গে)
কে তুমি ? কে তুমি আমার দিকে চেয়ে রয়েছ ? এক দৃষ্টে দেখ্‌ছ ? তুমি কে ? প্রাণ যায় ! এত জ্বালা ! এত যন্ত্রণা ! কে যেন আমায় কুচি কুচি কোরে কাট্‌চে ! আর সহ্য হয় না ! জ্বলে গেল ! জ্বলে গেল !

(পুনরায় মূর্চ্ছা,—মূর্চ্ছান্তে)

না—না—আমায় মারিস্‌নি ! তোদের পায়ে পড়ি মারিস্‌নি ! প্রাণেশ্বরী অন্নপূর্ণা ! প্রাণেশ্বরী ! এখন তুমি কোথায় ? এ সময় তুমি বই আর কে আমায় বাঁচাবে ! এস এস প্রাণেশ্বরী—এস—এস !

(জগা পাগ্‌লার প্রবেশ)

জগা । প্রাণেশ্বরী--প্রাণেশ্বরী কিরে বেটা ? প্রাণেশ্বরী কারে বল্‌ছিস্ রে বেটা ? আগে প্রাণের প্রাণকে চেন্, তবে ত প্রাণেশ্বর কে ? প্রাণেশ্বরী কে ? চিনবিরে বেটা। নইলে গাধার মতন চীৎকারে কোন ফল নাই রে বেটা,—মিছে খাটুনিরে বেটা।

রাজীব । দেখ , আমায় জ্বালার ওপর জ্বালা আর দিস্‌নে ! প্রাণেশ্বরী অন্নপূর্ণার অদর্শনে আমার বুক ভেঙ্গে গেছে ! সেই ভাঙা বুকে আর ঘা দিস্‌নে !

জগা। তুই আমায় অবাক্ কোর্‌লি। প্রাণেশ্বরী—প্রাণেশ্বরী কোরে অবাক্ কোর্‌লি। তুই বেটা নিজেকেই একটা মস্ত প্রাণেশ্বর বোলে জেনে রেখেছিস্। তাই কটা চামড়াটাকে প্রাণেশ্বরী, প্রাণেশ্বরী কচ্ছিস্। শোন্ বেটা শোন্, এ মুখ্যু পাগ্‌লার কথা শোন্। প্রাণের ঈশ্বর বল, আর ঈশ্বরই বল, সেই একটাই আছে, বাদ্‌বাকী সব তাঁর ছায়া। ছায়া ধোর্‌তে গিয়ে আসলটা যেন ফোস্কে যায় না রে বেটা।

রাজীব। যা! এ সময়ে পাগলামী ভাল লাগে না। আমি মর্‌তে চলেছি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না?

জগা। হাঃ হাঃ হাঃ! পাগ্‌লামী কোচ্ছে কে রে বেটা? আমি না তুই? আসলকে ভুলে, নকলকে আসল বোলে জেনে রেখেছিস্, এটা কার্ পাগ্‌লামী রে বেটা? বলে কি না মর্‌তে চলেছি! আরে বেটা, মরেছিস্ ত অনেক দিন,— নতুন কোরে আর কি মর্‌বি? এখন তোর বাঁচবার পালা এসেছে,—ভাগ্‌গিস্ সতী লক্ষ্মীর আশ্রয় পেয়েছিলি তাই তরে গেলি। তার জন্যে যখন ছুটোছুটি সুরু করেছিস্, তখন সেই তোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। প্রাণেশ্বরীকে ধর্‌তে গিয়ে প্রাণেশ্বরের সন্ধান মিল্‌বে। যা, বেটা যা, এই বেলা ছুটে যা,—ঐ তোর ডাক পোড়েছে দেখ্‌ছিস্ না? তোর ভেতরে পাঁস চাপা আগুন ছিল, সেটা অনুতাপের

বাতাস পেয়ে ফিন্‌কি দিয়ে উঠেছে। খুব জোরে জোরে বাতাস কর্‌রে বেটা, খুব জোরে জোরে বাতাস কর্‌।

(জগার প্রস্থান)

রাজীব। তাইত! লোকটা চোলে গেল! যেন কি দিয়ে গেল! প্রাণের ভেতর যেন কিসের একটা সাড়া দিয়ে গেল! বল! বল! সে সতী লক্ষ্মীকে কি আবার আমি পাব? আবার কি তার পায়ে ধোরে ক্ষমা ভিক্ষে কোর্‌তে পাব? বল! বল! কোথায় গেল! কোথায় গেল! যাই যাই ধরিগে যাই!

(রাজীবের বেগে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

পূর্ণিমা রজনী।

বৃন্দাবন ধীরসমীর ঘাট।

মেঘনাথ।

মেঘা। ঠাকুর! আমার গতি কি হবে! আমি মহাপাপী,— আমার কি উদ্ধার হবে না! চরণে কি স্থান দেবে না! দিন হু হু বোয়ে যাচ্ছে! আয়ুও দিন দিন ফুরিয়ে আস্‌ছে! আর কত কাল এ পাপ দেহ বইতে থাক্‌বো!

আর যে পারি না ! কোথা যাই ! কি করি ! কোথা গেলে এ জ্বালা জুড়াই !

(জগা পাগ্‌লার প্রবেশ)

(নতজানু ও করযোড়ে) মহাপাপী আমি ! ঠাকুর ! কৃপা কোরে চরণে স্থান দাও,—উদ্ধার কর ! সংসার আর ভাল লাগে না !—সংসারের কোন জিনিষেই আমার প্রাণের তেষ্টা মেটে না ! আকুল প্রাণে ঘুরে বেড়াই, কোথাও সুখ পাই না ! দয়া করে এ অধমের প্রাণের তেষ্টা মিটিয়ে দাও ঠাকুর !

জগা । যা শিগ্‌গির যমুনায় স্নান কোরে আয়, তোর ওপর ঠাকুর প্রসন্ন হোয়েছেন । আর তোর ভাবনা কি রে বেটা । যা বেটা শিগ্‌গির যা । (মেঘনাথের প্রস্থান)

(ব্রজবাসিনীগণের কলসী মাথায় গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ব্রজবাসিনীগণ । গীত ।

কানাইয়া ঘরে পাওয়ে গুইয়া ।
আজু খেলে হোরি হা-হা-হা-রে ॥
আপনি আপনি মাদার সে নিকলী
কৈ সাবার কৈ গোরি তেরি
একসে এক নয়না মাদে মাতি
লাজুক বৈঁইয়া মাররে আজু খেলে হোরি ॥

(গীতান্তে প্রস্থান)

(আর্দ্রবস্ত্রে মেঘনাথের প্রবেশ)

জগা। নে, এই বীজ মন্ত্র গ্রহণ কর।

(মেঘনাথের কর্ণে বীজ মন্ত্র প্রদান ও প্রস্থান)

মেঘা। (এদিক ওদিক চাহিয়া) ঠাকুর কোথা গেলে! কোথা গেলে!

(দ্রুত প্রস্থান)

(গিরীন্দ্র ও নবদুর্গার প্রবেশ)

গিরীন। মা তুই কাঁদিস্ কেন, চুপ্ কর্ মা চুপ্ কর্, সে এখনই আস্‌বে। যেগুলি তার চোখে বড় ভাল লাগে, সেগুলি সে দেখে বেড়ায়, ভগবানের মহিমা মনে মনে ভাবে। আজ পূর্ণিমা, কুঞ্জে কুঞ্জে মহোৎসব, তাই সে দেখে দেখে বেড়াচ্চে, ভাবনা কি, এখনই আস্‌বে।

নব। না রাজাবাবু, দেরি হোচ্চে বোলে আমি কাঁদিনি, আজ কাল সে কেমন এক রকম হোয়ে গেছে।

গিরীন। কেন, কি রকম হোয়েছে ?

নব। রাতদিন পাগলের মতন কি বকে আর কাঁদে।

গিরীন। ভাবে, বকে, আর কাঁদে। সেটা কি জানিস্, ভগবানকে ভাবে, ভগবানকে ডাকে আর কাঁদে। মেঘা সামান্য মানুষ নয়, তার ওপর ভগবানের কৃপা দৃষ্টি পোড়েছে। মেঘা এখন বৈরাগী, ভগবানের প্রেমে বিহ্বল, ভগবানের জন্য পাগল।

নব। রাজাবাবু, আপনি আমাদের মা বাপ। আপনার কাছে

বোল্‌তে কি, সোয়ামী যদি পাগল হোয়ে যায়, তা হোলে আমি একা কি কোর্‌বো? কেমন কোরে তাকে রক্ষে কোর্‌বো?

গিরীন। দুর্গা, তুই যা বল্লি, পাগল হোলে লোকে তাই করে বটে, কিন্তু মেঘা সে রকম পাগল নয়,—দু দিন পরে সে সংসারের সব কাজ কোর্‌বে।

নব। রাজাবাবু, তবে কি দুদিন পরে ও রোগটা সেরে যাবে। পাগল আর থাকবে না? ভগবানের জন্যে যদি পাগল, তবে কি ভগবানকে ভুলে যাবে?

গিরীন। না,—ভগবানকে ভুলবে না। ব্রজবাসিনীরা দুই তিনটে কলসী উপরি উপরি মাথায় কোরে, যখন যমুনা থেকে জল নিয়ে যায়, তখন তারা যেতে যেতে হাত নেড়ে নেড়ে কত রকম কথা কয়, কলসী তাতে টলে না, তাদের মন যেমন কলসীগুলির উপরেই থাকে, মেঘা সংসারের সকল কাজ কোর্‌লেও তার মন তেমনি ভগবানের উপরেই থাক্‌বে, ভগবানকে ভুল্‌বে না।

নব। রাজাবাবু, আমি মেয়েমানুষ, আমার ভয় করে, পাগল দেখ্‌লে ভয় করে।

(মেঘনাথের প্রবেশ)

গিরীন। মেঘা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? একি! স্নান কোরে এলি? মাথা ভিজে কেন?

মেঘা। ভিজেছে! ভিজেছে! আমার পাষাণ মন ভিজেছে! মনের ময়লা ধুয়ে গেছে! ঠাকুর! কোথা গেলে! কোথা গেলে! আহা মরি মরি! ঠাকুর! তোমার কি রূপ! উদাস প্রাণে যমুনায় বোসে বোসে, মনে মনে কাঙালের ঠাকুর হরিকে ডাক্‌ছিলুম! ঠাকুর! তুমি দেখা দিলে! মনের জ্বালা ঘুচে গেল! প্রাণের তেষ্টা মিটে গেল! পুলকে প্রাণ নেচে উঠ্‌লো। কিন্তু একবার দেখা দিয়ে কোথা গেলে ঠাকুর? যমুনায় খুঁজে এলুম। কুঞ্জে কুঞ্জে ঢুঁরে এলুম্! সারা বৃন্দাবনটা ঘুরে এলুম্! কোথাও তোমার দেখা পেলুম্ না! কোথা গেলে! কোথা গেলে তোমার দেখা পাব! ঠাকুর! কোথা তুমি! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই ঠাকুর! কোথা তোমার দেখা পাব! বোলে দাও! একবার—

গিরীন। মেঘা! কি বল্লি! কি বল্লি! মোহনরূপ! মন্ত্র! ওঃ! মেঘা! তোর কথা শুনে তোকে জগতের বোলে মনে হোচ্চে না! বুঝেছি! বুঝেছি! ভগবান তোকে দয়া কোরেছেন! তুই যার জন্যে ছুটোছুটি কচ্ছিস্ দেখ্ তিনি তোর প্রাণের সঙ্গে গাঁথা!

মেঘা। (চমকিত হইয়া) প্রভু কি বল্লেন! কি বল্লেন! প্রাণের সঙ্গে গাঁথা!

(মেঘার ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান)

গিরীন। মেঘা! শোন্! সংসারে থেকে ভগবানকে যে এক মনে

ডাকৃতে পারে, সেই মহা ভাগ্যবান। সংসার ত্যাগ কোরে,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ কোরে, যাঁরা কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁদের অপেক্ষা যাঁরা সংসারে থেকে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, তাঁরাই মহা ভাগ্যবান, তাঁরাই ধন্য! মেঘা! তুই মহা ভাগ্যবান।—তুই ধন্য। আর তার সঙ্গে নব তুইও ধন্য! তোর পুণ্যেই মেঘা আজ এত উঁচু হোয়েছে। সে আজ ভগবানেব প্রিয় সন্তান। তুই যথার্থ সহধর্ম্মিনী বটে। ভক্ত-দম্পতি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

(জগা পাগ্‌লার প্রবেশ)

গীত।

(ও মন) ভবের বোঝা বইবি কত আর।
ও তোর ভারি মুরোদ বাজে দরদ বাড়াস্ বার বার॥
লক্ষ লক্ষ লক্ষবার ঘুরচ্ ফিব্‌চ ত্রিসংসার,
লক্ষ্য হারা লক্ষ্মী ছাড়া ঘুচ্‌লো না তোর হাহাকার॥
পাঁচ ভূতের পাঁচ বোঝা, ঘাড়ে নিয়ে পাও সাজা,
এতে এত কিসের মজা, মোহের ভেল্কী চমৎকার॥
যদি রে আনন্দে রবি, যার বোঝা তারে দিবি,
আপন্ দিক্ আপনি চাবি চাবিনি আর চারিধার॥

এই যে রাজাবাবু। আর এখানে কেন? বেটা বেটীদের নিয়ে চল। ওদিকে ডাক পোড়েছে। আজ যে মোচ্ছব।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম।

সেবাশ্রম।

ভৈরবী ও একজন শিষ্যা।

ভৈরবী। আজ আমাদের মহোৎসব। এখনও সেবক মণ্ডলীর কারও দেখা নাই। অনেক দূর থেকে আস্‌তে হোচ্চে তাই বোধ হয় তারা এখনও এসে পৌঁছুতে পারে নি। আমরা যে কাজে প্রবর্ত্ত হোয়েছি, সে কাজে অনেক টাকার,—অনেক লোকের দরকার। টাকার জন্যে ভাবনা নাই, গিরীনবাবু সে টাকার ভার নিয়েছেন। এখন কেবল সেবক সেবিকার দরকার। কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় তা'ও পূর্ণ হোতে বিলম্ব নাই। দেখ দেখি এরা কত দূরে? না,—ঐ যে আস্‌ছে।

ভৈরবী। গীত।

প্রেমের মানুষ দেখ্‌বি যদি ভাসা বুক চখের জলে।
রাগে রুচি হ'য়ে শুচি বসাবি তায় কুতূহলে॥
বাইরের যত ঝড় ঝাপুটি, সদাই খেলে লুটোপুটি,
আঁখি মুদে দেখ্‌রে হৃদে প্রেম সোহাগে আছে গলে॥

(ভৈরবী-সঙ্গিনী, ভবনাথ, ব্রজনাথ ও সেবক সেবিকার দল, পতাকা হস্তে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(উন্মাদ রাজীবের প্রবেশ)

রাজীব। আমায় ছুঁস্ না! ছুঁস্ না! সরে যা! সরে যা! আমি কে জানিস্? আমি মহাপাপী! মহাপাতকী! আমি লক্ষ্মীঘাতী! আমি তাকে স্বহস্তে বধ কোরেছি! উঃ! প্রাণ যায়! আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না! অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণা! তুই আমায় কোলে টেনে নে! তোর কোলে প্রাণ জুড়াই! অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণা! (প্রস্থানোদ্যত)

(জগা পাগ্‌লার প্রবেশ)

জগা। (রাজীবের হাত ধরিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! পাগল! তুই যাস্ কোথা রে বেটা যাস্ কোথা? তোর টিকি এখানে বাঁধা আছে রে বেটা, বাঁধা আছে। তুই যার জন্যে হেদিয়ে বেড়াচ্ছিস্, সে সব পাবিরে বেটা,—সব পাবি। সব হাজির হবে রে বেটা, সব হাজির হবে।

রাজীব। দয়াময় এ কি কথা বোল্‌চেন? তবে কি!—তবে কি!—না—না! সমস্ত পৃথিবীটা যেন মাথার ওপর বন্ বন্ কোরে ঘুর্‌চে,—যেন সমস্ত ওলট্ পালট্ হবার যোগাড় হোয়েছে!

(দুই হাত মস্তকে দিয়া উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান)

(বেগে অন্নপূর্ণার প্রবেশ ও রাজীবের পদপ্রান্তে পড়িয়া)

অন্ন। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! আমার অপরাধ নিও না,—ক্ষমা কর।

রাজীব। এঁ্যা! এ কি! তুমি! তুমি! অন্নপূর্ণা! সতী! তুমি কি স্বামীর দুর্দ্দশা সহ্য কোর্‌তে না পেরে স্বর্গ থেকে নেমে এলে? তোমায় আমি ক্ষমা কোর্‌বো? আর কেন আমার অপরাধের মাত্রা বাড়াও? তোমার কাছে অপরাধী হোয়ে একবার সর্ব্বস্ব খুইয়েছি, আবার কেন অপরাধী কোচ্চো? সতী! আমিই তোমার কাছে শত দোষে দোষী,—শত অপরাধে অপরাধী! তুমিই আমায় ক্ষমা কর! কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, তুমি কি বেঁচে আছ?

অন্ন। না প্রভু আমি মরি নি। এই আনন্দের দিনে আমাকে দেখাবেন বোলেই, বোধ হয় ভগবান সে দিন দয়া কোরে ভৈরবী মাকে পাঠিয়েছেলেন। তিনিই আমাকে বুকে কোরে তুলে নিয়ে এসে আমাকে বাঁচিয়েছেন।

রাজীব। ভৈরবী মা আমারও প্রাণদাতা। তোমাকে বাঁচিয়ে তিনি আমারও প্রাণদান কোরেছেন। ওঃ! এ সময় যদি খোকাকে পেতুম। সে কি বেঁচে আছে?

(খোকার প্রবেশ)

খোকা। এই যে বাবা, আমি এখানে।

রাজীব। এঁ্যা! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? এ পাপীর ওপর ভগবানের এত দয়া? খোকা! বাপ্‌ আমার! এত দিন কোথায় ছিলে?

খোকা। আমি এত্ দিন জেঠামশায়ের কাছে ছিলুম বাবা। তুমি আমার জেঠামশাইকে চেন না বাবা? ঐ যে জেঠামশাই।

(গিরীন্দ্রের প্রবেশ)

চেন না বাবা? উনি আমায় কত ভালবাসেন, কত কোলে পিঠে করেন, জেঠামশায়ের সঙ্গে ভাব কর না বাবা?

রাজীব। (করযোড়ে গিরীন্দ্রের প্রতি) দাদা! দাদা! আমার অপরাধ ভুলে যাও দাদা! ভুলে যাও! ক্ষমা কর দাদা! ক্ষমা কর! আমি আপনার শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করেছি।

গিরীন। (রাজীবকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই আমার! কি বোল্লে ভাই—কি বোল্লে! ক্ষমা! ক্ষমা! আমি তোমায় ক্ষমা কোর্‌বো! আমি ক্ষমা কর্‌বার্ কে ভাই! আমি একটা ক্ষুদ্র কীটানুকীট, আমি ক্ষমার কি ধার ধারি ভাই! তবে যে ক্ষমার কথা বোল্লে, সে ক্ষমা ত অনেক দিনই কোরেছি ভাই!

রাজীব। দাদা! দাদা! তোমরা মানুষ নও দেবতা! দেবতা না হোলে, কে আমার মতন শত্রুকে ঘরে স্থান দেয়! অহো! অহো! আমি কি কোরেছি! কি কোরেছি! কি মহাপাপ কোরেছি!

খোকা। বাবা! বাবা! জেঠামশায়ের বাড়ীতে রোজ রোজ কেমন ঠাকুরদের গান হয় বাবা। আমি কেমন গাইতে শিখেছি বাবা? একটা গাইব বাবা গাইব। শোন বাবা।

খোকা।　　　　　　　গীত।

চ' ভাই চ' ধেয়ে চ' গগনে ঐ বাড়ে বেলা।
অই বনে বনে বৃন্দাবনে কানু কত খেলে খেলা॥
কানু নিয়ে করব গোল, ডালে ডালে দোবো দোল,
আবার টুঁ দিয়ে উঁকি মেরে মারবো কানুরে ঢেলা॥
ঢেলার ঘায়ে হোলে সাড়া, কানু তবে কোরবে তাড়া,
ডিঙিয়ে যাবো ভবের বেড়া, চড়বো গিয়ে পারের ভেলা।

(উন্মাদ মেঘনাথের প্রবেশ)

মেঘা। ঐ আলো! ঐ আলো! ঘরে আলো! বাহিরে আলো! চারিদিকে আলোয় ফণি ফুটচে! জগৎ জুড়ে আলোর সার গেঁথে গেছে! ঐ! ঐ! ঐ! ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে! ঠাকুর! ঠাকুর! ছলনা কোচ্ছ কেন ঠাকুর! স্বমূর্ত্তিতে একবার দেখা দাও ঠাকুর! তোমার চরণ সুধা পান কোরে, দেহ মন পবিত্র করি ঠাকুর! আর যে অদর্শন সইতে পারিনে ঠাকুর! (ক্রন্দন)

(জগা পাগ্‌লার প্রবেশ)

জগা। আর কান্না কেন রে বেটা? তুই যার জন্যে এত ছুটো-

ছুটি কচ্ছিস্, সে তোর ভেতরেই রে বেটা? বনে বাদাড়ে এদিক ওদিক ঘুরে আর অমন সোনার দেহ নষ্ট করিস্ নে রে বেটা? যা বেটা যা, ঘরের কাজ কোর্‌গে যা। তোর কাজ ত সেই খানেই রে বেটা।

মেঘা। তাইত! তাইত! প্রভু বুঝেছি। আর বোল্‌তে হবে না। আর গোবিন্দজীকে বাইরে খুঁজতে যাব না,—আমি সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিতে যাচ্ছিলুম্, আমার অপরাধ হোয়েছে। আমায় ক্ষমা করুন।

জগা। তা ত হোয়েছেই রে বেটা। গোবিন্দজী,—যে—মহাধন তোকে দিয়েছেন, সেটা কি বনে জঙ্গলে পুঁতে রাখ্‌তেরে বেটা? যা, ঘরে গিয়ে সেবা ধর্ম্মে মন দিয়ে দু হাত দিয়ে সবাইকে বিলুগে যা। মা নবই হবে তোর ভঁাড়ারী।

খোকা। মেঘনাথ দাদা, এই দেখ, আমি কেমন মা পেয়েছি বাবাকে পেয়েছি!

মেঘা। (গদ গদ কণ্ঠে) ছোট রাজাবাবু! ছোট রাজাবাবু! তোমাকে এখানে দেখ্‌তে পাবো, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিনি। জয় বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় গোবিন্দজী, পায়ের ধুলো দাও ছোট রাজাবাবু?

(পদধূলি গ্রহণে হস্ত প্রসারণ)

রাজীব। (বাধা দিয়া, মেঘাকে কোলে টানিয়া লইয়া) মেঘা!

মেঘা ! আয় বাবা আয়, আমার কোলে আয় ! খুকু যেমন আমার ছেলে, আজ হোতে তুইও আমার তেমনই ছেলে !

(মেঘাকে আলিঙ্গন)

মেঘা। (রাজীবের পদধূলি গ্রহণান্তর) আজ আমি ধন্য হলুম। (তৎপর অন্নপূর্ণার পদধূলি লইয়া) মা ! মা ! এ বুড়ো ছেলেকে দেখিস্ মা ! যেন গোবিন্দজীর পদে মতি থাকে মা !

(অন্নপূর্ণা ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করণ)

জগা। হাঃ হাঃ হাঃ ! লোকে আমায় পাগল বোলে তাচ্ছল্য করে। কিন্তু পাগল নয় কোন্ বেটা ? কেউ টাকার পাগল,—কেউ মানের পাগল,—কেউ যশের পাগল। কিন্তু সে সব ঝুটো পাগল। আসল পাগলের কাজ হোচ্চে, এ নকল পাগলগুলোকে সায়েস্তা করা। মেঘা আমাদের সেই আসল পাগল। ডাক্ সকলে প্রাণ ভ'রে সেই সব পাগলের রাজাকে ডাক্, যেন সে বেটা ছুনিয়াটাকে মেঘার মত পাগলে ভরিয়ে দেয়।

বালক বালিকা সঙ্ঘের

গীত।

আয় ডাকি আয় প্রাণ ভ'রে।

যার নামের গুণে পাষাণ প্রাণে শান্তি বারি সঞ্চরে॥

(যারা) ধনের পাগল, মানের পাগল

তারাই পাগল নকল রে,

(যারা) ধনের মানের ধার ধারে না,

তাঁরাই পাগল আসল রে,—

যেন সেই আসল প্রেমে হয় রে পাগল,

সবাই তাঁরই নাম ক'রে॥

যবনিকা পতন।

"মেঘনাথ" নাটকের

প্রশংসাপত্র

শিশির বলেন—আজ জগতের সমক্ষে বাঙালী ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, জীবন্মৃত জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও বাঙালী যে এক সময়ে শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও সাহসিকতায় তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকবৃন্দের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না, এক একটা বীর যে সশস্ত্র সার্দ্ধ শতাধিক দস্যু তস্করকে শুধু একখানা বাঁশের লাঠির সাহায্যে বিদূরিত করিতে পারিত—এক কথায় শক্তি সাধনায় বাঙালী যে পশ্চাৎপদ ছিল না, সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয় তাঁহার নবরচিত "মেঘনাথ" নাটকে এই সত্যটুকুই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই নাটকখানি বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। নারীরক্ষা ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন নাটকের প্রতি অঙ্কে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। আমরা গত বুধবার মনোমোহনে এই নাটকের প্রথম উদ্বোধন রজনীতে অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। "মেঘনাথ" সর্দ্দারের ভূমিকায় ভূমেন রায় যথেষ্ট কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাকে এই ভূমিকায় সকল দিক হইতেই সুন্দর মানাইয়াছিল। নবদুর্গার অভিনয়ে নিভাননী বেশ অভিনয় করিয়াছিলেন ; সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুত সন্তোষ কুমার দাস, জগা পাগলার ভূমিকায় সুমধুর রামপ্রসাদী সঙ্গীতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙলার রঙ্গমঞ্চে বহুদিন সুমধুর রামপ্রসাদী সঙ্গীত শুনি নাই। পাগলের ঘন ঘন হাসি অতি স্বাভাবিক হইযাছিল। জমিদার গিরীন্দ্র মোহনের ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় আপনার যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মোটের উপর অভিনযের দিক দিয়া প্রতিকূলে কিছু বলিবার নাই। প্রথম রাত্রের অভিনয়ে এরূপ সুন্দর অভিনয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। নাট্যকার লাঠিখেলার কৃতীত্ব প্রায় প্রতি অঙ্কেই দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই এরূপ লাঠি খেলা অভ্যাস করা ভাল ; সুতরাং নাট্যকারের সদুদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। জমিদার গিরীন্দ্র মোহনের ও জমিদার রাজীবলোচনের দুই বিপরীত-মুখী চরিত্র দর্শনে বাঙলার জমিদার কুলের অনেক শিখিবার আছে। নবদুর্গার চরিত্রে প্রত্যেক বাঙালী ঘরের মা-ভগ্নীদের আদর্শ-চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা নাটকখানি দেখিয়া বাস্তবিক প্রীত হইয়াছি। দৃশ্য পটাদি সুন্দর হইয়াছে। বাঙলার পল্লীগ্রামের অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায়

জানিতে গেলে এই "মেঘনাথ" নাটক দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। নাট্যকার প্রবীণ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতনামা। তিনি বাঙ্লার "মেঘনাথ সর্দ্দারকে" এতদিন পরে বাঙালীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই জন্য "মেঘনাথকে" আমরা জাতীয় নাটক বলিয়া সাদরে বরণ করিতেছি। বাঙ্গালার যুবক দলে দলে গিয়া একবার "মেঘনাথ" দর্শন করিয়া আইস এবং দেখিয়া আইস কিরূপে তোমার বাঙালারই এক "অস্পৃশ্য" বাগ্দী, নারী জাতির ইজ্জৎ ও লোকের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছিল, দেখিলে তোমাদের প্রাণ শ্লাঘায় ভরিয়া উঠিবে, প্রাচীন বাঙ্গালীর লুপ্ত স্মৃতি, প্রচ্ছন্ন গৌরবের চিত্র আবার তোমাদের নয়নের সমক্ষে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন সত্য সত্যই তোমাদের প্রাণে যে দেশাত্মবোধ জাগিবে, সেই দেশাত্মবোধ স্বদেশের কল্যাণের জন্য তোমাদের অন্তরাত্মাকে উল্লসিত করিয়া তুলিবে।

অবতার বলেন—মনোমোহন থিয়েটারে গত সপ্তাহের বুধবারে 'মেঘনাথ' নামক একখানি নূতন নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকখানির রচয়িতা—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে। প্রকাশ,—ইহারই রচিত 'নবদুর্গা' উপন্যাস হইতেই এই 'মেঘনাথ' নাটকাকারে পরিণত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলার—প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের অর্থাৎ নবাবী আমলের প্রায় শেষ সময়কার বাঙলার একটী চিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেকালের সমাজ কেমন ছিল, সেকালের স্পৃশ্যাস্পৃশ্যতার সমস্যা কেমন ছিল, জমিদার কেমন ছিল, ডাকাত কেমন ছিল, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা কেমন ছিল, বাঙালীর লাঠির জোর কেমন ছিল—অভিনয়ে ইহার একটি আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার কালে এমন এক একজন ডাকাতের নাম শুনা যায় যাহারা দুষ্ট জমিদারদের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া গরীবকে দান করিত; তারপর পাপকার্য্যের প্রতি ঘৃণাবশতঃ ডাকাতি ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইত অথবা সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে সাধুসঙ্গ করিয়া বেড়াইত; কিম্বা ডাকাতি ছাড়িয়া দিয়া কোনও সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে পাইক হইয়া থাকিয়া ঘর-সংসার করিত। মেঘনাথ সেই শ্রেণীর ডাকাত। সেকালের এক একজন পাগল সাধকের গল্প এখনও শুনা যায়। ইহারা ভগবদ-প্রেমে পাগল। ইহাদের স্পর্শে দুষ্ট লোকও শিষ্ট ও ধার্ম্মিক হইত। 'জগা পাগল' সেই শ্রেণীর পাগল। সেকালের আদর্শ ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন—গিরীন্দ্রমোহন। প্রাচীন বাঙালার এই ছবি দেখিতে ইচ্ছা হইলে "মেঘনাথের" অভিনয় দর্শন করা উচিত। বাঙালার বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যে লাঠিখেলা—তাহা যদি দেখিতে চান তাহা হইলে "মেঘনাথের" অভিনয় দর্শন করুন। কল্পলোকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের যে বাঙলার